প্রবীরার্জুন

নাট্যসাহিত্যের বিস্ময় ! নবরসের অপরূপ ডালি !!

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত

নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

পুরুষোত্তম

[সুপ্রসিদ্ধ প্রভাস অপেরায় অভিনীত]

অপমানিত মনুষ্যত্ব কেমন করিয়া জগতে বিপর্যায় আনে, অবুঝ সংসার দেবতাকে কেমন করিয়া পশুত্বের দিকে ঠেলিয়া দেয়, আবার সহানুভূতির স্পর্শমণি লোহাকে কিরূপে সোণায় পরিণত করে, তাহারই জ্বলন্ত সাক্ষী

পুরুষোত্তম

রক্তের বন্যা—অশ্রুর পারাবার—প্রেমের জাহ্নবীধারা একস্থানে আসিয়া যেখানে মিশিয়াছে, সেই ত্রিবেণীতীর্থে পুণ্যস্নান করিতে, পাঠক, আপনাকে স্বাগত জানাইতেছি।

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ

ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস

৭৭এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রবীরার্জ্জুন

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত।

কলিকাতাব সুপ্রসিদ্ধ

"গণেশ অপেরা-পার্টি" কর্ত্তৃক অভিনীত।

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৬৪ সাল।

ষষ্ঠ সংস্করণ]

সদ্য প্রকাশিত কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটক

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন পৌরাণিক নাটক

মায়ের ছেলে

[প্রসিদ্ধ বাসন্তী অপেরায় অভিনীত]

সে ছিল মায়ের ছেলে, জানতো না তার পিতা কে, মানুষ হয়েছিল মায়ের স্নেহ-ভালবাসায়, দেখেনি পিতার মূর্ত্তি, স্বপ্নের মত চল্‌ছিল তার জীবনের স্রোত। দীর্ঘবর্ষ পরে সহসা পিতা এলো পুত্রের পাশে, পিতা পুত্রের পরিচয় হ'লো সমরাঙ্গনে, ফুটে উঠলো পুত্রের বীরত্বের অপূর্ব্ব প্রতিভা। সতীপূজার শঙ্খধ্বনিতে, মধু-মিলনের জ্যোৎস্নায় ভরে উঠলো পাহাড়ের দেশ। স্বল্পলোকে সহজে অভিনয় হয়। মূল্য ২৲ টাকা।

নাট্যভারতী শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত নূতন পৌরাণিক নাটক

রামরাজ্য

[আর্য্য অপেরায় সগৌরবে অভিনীত]

রামরাজত্বের প্রধানতম ঘটনার বিবরণ, রাজ্যে অকালমরণ, গণ-আন্দোলন, তৎপ্রতিকারার্থে শূদ্রতপস্বী শম্বুকসংহার, সীতার বনবাস, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ, লবকুশের যুদ্ধ, শম্বুক-পত্নী তুঙ্গভদ্রার আশ্চর্য্য প্রতিহিংসা, সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা নাট্যকারের ঐন্দ্রজালিক লেখনীস্পর্শে সঞ্জীবিত। এরূপ করুণ রসাত্মক নাটক যাত্রাজগতে দুর্লভ। মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত পৌরাণিক নাট্যাবদান

স্যমন্তক বা মণিচোর

স্যমন্তক মণি তুচ্ছ এক মানব-রাজার কঠোর সাধনার ফল। দেবতার দানে জগতের বুকে জেগে উঠলো কামনার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। শ্রীভগবান্ এলেন সে আকাঙ্ক্ষা দূর করতে, সাজলেন তিনি চোর—মণিচোর; সে অপবাদ দূর হলো কিরূপে, নাটকখানা পড়লেই তা বুঝতে পারবেন। রোমাঞ্চকর ঘটনা সম্বলিত অপূর্ব্ব নাটক। স্বল্পায়াসে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ২৲ টাকা।

পরম পূজনীয় পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত হরকিশোর দে মহাশয়ের

শ্রীচরণে—

পেয়েছ অনেক তাপ
এ জীবনে বহুবার,
সয়েছ নীরবে হায়
কত দণ্ড বিধাতার;
নয়নে ছিল না ঘুম,
বিরাম ছিল না পায়,
তবু মুখে ছিল হাসি
কি জানি কি ভরসায়;
বহু ঋণে জড়ায়েছ
এ জীবনে আমাদের,
পুষ্পাঞ্জলি আছে শুধু
প্রতিদান অধমের।

"ব্রজেন্দ্র"

ভূমিকা

গিরিশ প্রতিভার অমর অবদান "জনা" নাটকের পার্শ্বে আমার এই "প্রবীরার্জ্জুন" রচনার দুঃসাহস দেখিয়া কেহ কেহ চিন্তিত হইয়াছিলেন। নাট্য-সম্রাটের বীরাঙ্গনাকে আমি সসম্ভ্রমে এড়াইয়া গিয়াছি। সেই বীরাঙ্গনার মধ্যে যে অশ্রুমুখী মা গোপন ছিল, তাহাকেই আমি বনফুলে সাজাইয়াছি। আমার প্রবীর এই মমতাময়ী মায়েরই ছেলে। তেত্রিশ কোটি দেবতার শীর্ষে তার মায়ের স্থান; মায়ের জন্য আত্মাহুতি দান ব্যতীত তার কাছে জীবনের আর কোন অর্থ নাই। যৌবনের চাঞ্চল্যে এই মাতৃনাম-রক্ষাকবচ যখন সে নারীর পায়ে ডালি দিল, তখনই ধ্বংস তার রক্ত-পতাকা উড়াইয়া দিল। প্রবীরের এই পতন বিপথগামী তরুণ প্রাণে চেতনা সঞ্চার করুক্, ইহাই প্রার্থনা।

নাটকের নামকরণ করিয়াছেন কলিকাতার "গণেশ অপেরা-পার্টি" ও ইহাকে ফলে ফুলে সাজাইয়াছেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীল; ইহাদের নিকট আমি চিরঋণী রহিলাম। ইতি—

গ্রন্থকার

কুশীলবগণ।

—পুরুষ—

অগ্নি, ভীম, অর্জ্জুন, বৃষকেতু।

নীলধ্বজ	...	...	মাহিষ্মতীর রাজা।
প্রবীর	...	...	ঐ পুত্র।
বীরবল	...	...	ঐ সেনাপতি।
সুদেব	...	...	ঐ শ্যালক।
গজানন	...	...	রাজ-কর্ম্মচারী।
ময়না	...	...	ঐ পুত্র।
বটুক	...	...	অশ্বরক্ষক।
মন্নুলাল	...	...	ঐ পুত্র।
কঙ্কণ	...	...	অনার্য্যরাজ।
দীপঙ্কর	...	...	ঐ পৌত্র, প্রবীরের ক্রীতদাস।

বিঘ্নলোচন, রুদ্রভৈরব, রক্ষী, প্রতিহারী, দূত, নাগরিকগণ, সৈন্যগণ, বালকগণ, প্রজাগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

গঙ্গা, গীতা, বসুন্ধরা, চিত্রলেখা ও মায়া।

জনা	...	...	মাহিষ্মতীর রাণী।
স্বাহা	...	...	ঐ কন্যা।
মদনমঞ্জরী	...	...	প্রবীরের স্ত্রী।
আহুতি	...	...	অনার্য্যকুমারী।

প্রবাহিনীগণ, নাগরিকাগণ, নর্ত্তকীগণ, পুরবাসিনীগণ, সখীগণ, পুরনারীগণ, মায়াসঙ্গিনীগণ ইত্যাদি।

প্রবীরার্জ্জুন

—ঃ ০ঃ—

অবতরণিকা

গঙ্গাবক্ষ।

গঙ্গা ও প্রবাহিনীগণ।

প্রবাহিনীগণ।—

গীত।

নীল সাড়ীতে ঢেউ দিয়েছে সই।
ছোট কল্‌-কল্‌ মত্ত পাগল, এস দু'কূল ভাঙ্গিয়া বই॥
এস উত্তাল তালে নৃত্য করিয়া ব'য়ে যাই বীচিভঙ্গে,
রুদ্র কালের অগ্নি-মন্ত্রে ঝটিকারে ল'য়ে সঙ্গে,
শত পর্ব্বত ব্যবধান—
তুচ্ছ তপ্ত সাহারার মরু সূর্য্য দীপ্যমান,
আয় ছুটে আয় ভৈরব-রবে জাহ্নবী ডাকে ওই॥

গঙ্গা। সুখে থাক প্রবাহিনীগণ!
দিনে দিনে মাসে মাসে বরষে বরষে
আমার তৃপ্তির লাগি
যোগায়েছ নিত্য নব আনন্দ-সম্ভার;
স্মরণ করেছি যবে,

শত শত বাধা ঠেলিয়া চরণে
দাঁড়ায়েছ সম্মুখে আমার।
ভগীরথ যেই দিন জাহ্নবীরে আনিল
ধরায়, সেই দিন হ'তে ভগ্নীসম
সমাদরে জনে জনে বক্ষে দেছ স্থান।
ধন্য আমি; করি আশীর্ব্বাদ—
অনন্ত গৌরব লভি
সুখে থাক ধরণীমাঝারে।

১ম প্রবা। তবে যাই দেবী?

গঙ্গা। যাও; নিয়েছি কঠিন ব্রত,
যদি কভু হয় প্রয়োজন,
তোমা সবে করিব স্মরণ।
বিন্দু বিন্দু শক্তি দিয়া ব্রত মোর
ক'রো উদ্‌যাপন; শীতল প্রলেপ দিয়া
বক্ষের দারুণ জ্বালা নিবায়ো আমার।

[প্রবাহিনীগণ-চলিয়া যাইতেছিল।]

শোন,—জাহ্নবীর পুত্রহন্তা
কুরুক্ষেত্র-সমরবিজয়ী ধনঞ্জয়
দেশে দেশে ফিরে আজি
জয়-বার্ত্তা নিয়া। শ্রান্তদেহে
তৃষ্ণাতুরকণ্ঠে যদি দাঁড়ায় কূলেতে,
মনে রেখো, মহাশত্রু সে আমার—
শান্তিময় ধরণীর মূর্ত্ত অভিশাপ!
উত্তাল তরঙ্গ তুলি ভৈরব গর্জ্জনে

তৃণসম দুরাত্মায় নেবে ভাসাইয়া ;
অতল সলিলগর্ভে
হবে তার তৃষ্ণানিবারণ।

সকলে। শিরোধার্য্য দেবীর আদেশ।

[প্রবাহিনীগণের প্রস্থান।

গঙ্গা। বৃথা—বৃথা !
শক্তিহীনা আজি ভাগীরথী।
ক্ষুরধার তরঙ্গহিল্লোলে তার
একদিন দেবেন্দ্রের ঐরাবত
গিয়াছিল ভাসি, থর্‌-থর্‌ কেঁপেছিল
হিমাদ্রির উত্তুঙ্গ শিখর,
পৃথিবীর রোমে রোমে
জেগেছিল মৃত্যু-শিহরণ,
বৃথা—সব বৃথা ! কণ্ঠে কণ্ঠে
বৃথা মোর বাজে জয়-গান,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল বৃথা দেয়
পুষ্পাঞ্জলি পায়। পুত্রহারা জাহ্নবীর
অনল উদ্গারী এই উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে
জ্ব'লে যায় বুঝি হিমাচল,
অচল অটল তবু
ভীষ্মহন্তা তৃতীয় পাণ্ডব।
রে অর্জ্জুন—রে অর্জ্জুন ! ওঃ—
কবে তোর ছিন্নভিন্ন বিগলিত শব
টেনে খাবে শৃগাল শকুনি,

কবে তোরে দেখিব নয়নে
কণ্টকের শয্যাপরে রুধিরাক্ত
অনন্ত শয়নে ?

সহসা গীতকণ্ঠে গীতার প্রবেশ।

গীতা।—

গীত।

এ যে নিষ্ফল আয়োজন।
তুমি কার তরে মা জাল পেতেছ,
সে যে মুক্ত পাখী চিরন্তন।
বাজের ঘায়ে ভাঙ্গে না সে,
প্লাবনবেগে নাহি ভাসে,
পরশে তার জল হ'য়ে যায় বিশ্বগ্রাসী হুতাশন॥
যতই তুমি গর্জ্জে ওঠ, ঝঞ্ঝাবেগে যতই ছোট,
মিথ্যা তোমার দুকূল ভাঙ্গা উর্ম্মিমালা সন্তরণ॥

গঙ্গা। নিষ্ফল ?

গীতা। সম্পূর্ণ নিষ্ফল।
ভাবিয়াছ মনে, মাহিষ্মতীপুরে
অর্জ্জুনের পশে যদি হয়,
জাহ্নবীর বরপুত্র প্রবীর কুমার
অমনি ধরিবে বাজী ;
ফলে তার বাধিবে তুমুল রণ,
জাহ্নবীর সহায়তা নিয়া
ধনঞ্জয়ে বধিবে প্রবীর !

গঙ্গা। কে তুমি? কে তুমি?
ঢল-ঢল কমল-বয়ান,
বিদ্যুতের দীপ্তিভরা আয়ত নয়ন,
সুকৃষ্ণ তড়াগ তুল্য চারু কেশদাম?
দেবী কি মানবী তুমি? কহ বালা,
জাহ্নবীর খরতর তরঙ্গহিল্লোলে
প্রলয়-নর্ত্তনে নাচি ছিন্নভিন্ন হ'তে
কোন্ ধাতা সৃজিল তোমারে?

গীতা। নহে ধাতা ভাগীরথী!
শ্রীকৃষ্ণের মুখ-পদ্ম হ'তে
ধরাতলে লভিয়া জনম,
ধরিয়াছি সুকঠিন ব্রত—
দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুনের মঙ্গলসাধন।
যজ্ঞীয় ঘোটক তার ফেরে দেশে দেশে,
আমি ফিরি পশ্চাতে তাহার।
সহস্র রাজন্যবর্গ পার্থশির লক্ষ্য করি
তুলিয়াছে অসি খরশাণ;
আমি সেই অস্ত্র কেড়ে নিয়ে
তুলে দিছি সাজিভরা কুসুম-সম্ভার,
তাই পার্থ বিনা রণে দিগ্বিজয়ী আজি।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। বুঝিলাম শক্তিমতী তুমি;
কিন্তু জাহ্নবীর নেত্রবহ্নিতলে
শুষ্কপত্রসম জ্ব'লে যাবে তুমি

পার্থ-হিতৈষিণী ! ফেরো—ফেরো,
স্বপ্নের প্রাসাদ তব ধূলিসাৎ করি
ফিরে যাও আপন আলয়ে,
নহে তুমিও অর্জ্জুন সনে,
রেণুসম মিশাবে ধূলায় ।

গীতকণ্ঠে রুদ্রভৈরবের প্রবেশ ।

রুদ্রভৈরব ।—

গীত ।

ওগো, তোর গোড়ায় গলদ ঠিকে ভুল ।
তুই আপন জালে পড়্‌বি বাঁধা, শ্যামও যাবে যাবে কুল ॥

গঙ্গা । রুদ্রভৈরব ! ~~এখানেও তোমার কুহক ?~~
বার বার তুমি মোর
করিয়াছ উদ্দেশ্য বিফল,
এইবার ব্যর্থ হবে ছলনা তোমার ;
ধনঞ্জয়ে সুনিশ্চয় করিব নিধন ।

রুদ্রভৈরব ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

যমুনা যার বাঁশীর সুরে উজান ব'য়ে যায়,
তাঁর কোলে সে শুয়ে আছে ফুলের বিছানায়,
যারে তুই ভাবিস্ মণি, সে যে বিষম কালফণী,
দেখ্‌তে বটে পলকা বড় বিষে ভরা হীরের দুল ॥

[প্রস্থান ।

গঙ্গা। কি? মহাব্রত হবে না পূরণ?
জাহ্নবীর প্রতিহিংসা
শুধুই কি শরতের মেঘের গর্জ্জন?
ভগবান! একি অবিচার?
তোমার সৃষ্টির মাঝে
এত বড় অধর্ম্মের কলঙ্ক বহিয়া
এখনো জীবিত আছে পাপী ধনঞ্জয়?
তুমি কি এতই শক্তিহীন?
ডুবে যাও—ডুবে যাও
বিস্মৃতির তিমিরগহ্বরে।
ভীষ্ম! বড় তৃষ্ণা তোমার সন্তান;
নিষ্ঠুর জননী তোর এখনও
দেয় নাই শুষ্ককণ্ঠে পীযুষের ধারা,
তাই কি রে অভিমানে
নাহি দাও সাড়া?
প্রাণাধিক! কথা কও,
মেঘের অন্তর থেকে
ডাক 'মা' 'মা' ব'লে!
পিপাসা মিটাবো তোর;
জাহ্নবীর প্রতিহিংসা-মুখে
ভেসে যাবে আজি ধনঞ্জয়।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গঙ্গাতীর।

গীতকণ্ঠে নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

পুরুষ।— কলুষনাশিনী, ত্রিতাপহারিণী, নমো নমো জননী গঙ্গে।
স্ত্রী।— শমনদমনকর, পদযুগশালিনী, জাহ্নবী শীতলতরঙ্গে।
পুরুষ।— পাষাণের বুক চিরে বহালে অমিয়ধার, ঊষর ভূমিরে দিলে শস্য,
স্ত্রী।— বক্ষে ধরেছ কত পাতকীর গুরুভার কত শ্মশানের চিতাভস্ম,
পুরুষ।— অন্তিমে দিও ঠাঁই এ মিনতি চরণে,
তোমার পরশ পেলে নাহি ভয় মরণে,
স্ত্রী।— অক্ষয় স্বর্গ তোমার চরণযুগে, মুক্তি মাখা তব অঙ্গে॥

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে পাণ্ডব-সৈন্যগণ। হা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা—

বেগে মন্নুলালের প্রবেশ।

মন্নু। ঘোড়া পালালো বাবা, ঘোড়া পালালো!

শশব্যস্ত বটুকের প্রবেশ।

বটুক। ঘোড়া পালালো কি রে?

মন্নু। পালাবে না? উল্লুকগুলো এমন হা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা ক'রে

উঠ্‌লো, তাতে ঘোড়ার মেজাজ ঠিক থাকে ? আমাকে এক সাঁওতালি ধাক্কা মেরে একেবারে পগারপার !

বটুক। তুই পেছনে পেছনে ছুট্‌তে পার্‌লি নে ?

মন্নু। পিছনে ছুট্‌বো কি, আমায় সামনের দিকে ছুটিয়ে দিলে যে !

বটুক। বেশ করেছে ! এখন যা—শীগ্‌গির যা; তক্কে তক্কে থাক্‌বি, কেউ ঘোড়া ধর্‌লেই অমনি আমায় খবর দিবি।

মন্নু। আর যদি না ধরে ?

বটুক। না ধরে, পিছনে ছুট্‌তে থাক্‌বি।

মন্নু। ক্ষিদে পেলে ?

বটুক। গঙ্গার জল খাবি।

মন্নু। ঘুম পেলে ?

বটুক। ছুট্‌তে ছুটতে ঘুমিয়ে নিবি।

মন্নু। চালাকিটা দেখ একবার ! আমি ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছুট্‌বো, আর উনি ভোজপুরী লুচি খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুবেন। দেখ বাবা ! এই দিনের বেলায় যা বল করতে পারি, কিন্তু রাত্তিরের পাহারা আমি দিতে পার্‌বো না, তাতে ঘোড়া থাক্ আর যাক !

বটুক। বলিস্ কি রে ? আমার যে ঘুমের ধাত !

মন্নু। আর আমার বুঝি জেগে থাক্‌বার ধাত ? ও সব চালাকি রাখ; ঐ দেখ—সূয্যি হেলে পড়েছে, এইবার আমার ছুটি।

বটুক। বেশী বকাস্‌নি মন্নু ! যা বল্‌ছি !

মন্নু। যাবো বই কি ! এই আমি বস্‌লুম; শিবের বাবা এলেও আর আমায় তুল্‌তে পাচ্ছে না।

বটুক। আরে ওঠ্‌—ওঠ্‌ ! ও মন্নু, ওঠ্‌ না ! [খানিক টানাটানি করিয়া] গোল্লায় যা ! হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে !   [প্রস্থান

মন্নু । যাক্—রাত্রিটার মত ছুটি ; একটু হাতে পা ছড়িয়ে জিরানো যাক্ [প্রস্থান ।

অর্জ্জুন ও ভীমের প্রবেশ ।

অর্জ্জুন । দেখ দেখ মধ্যম পাণ্ডব !
যজ্ঞীয় ঘোটক পক্ষিরাজ সম
মহাল্লাসে তীরবেগে ধায় !
অশ্বভালে দিয়েছি লিখন—
অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী রাজা যুধিষ্ঠির ;
অগণ্য রাজন্যবর্গে সম্রাটের পদতলে
করি অবনত মহাযজ্ঞ করিতে পূরণ,
দিগ্বিজয়ী ভীমার্জ্জুন ধরিয়াছে
অশ্বরক্ষা ভার । যদি কোন মতিচ্ছন্ন
রাজা দম্ভভরে না করে স্বীকার
সার্ব্বভৌম রাজা যুধিষ্ঠির,
ফল তার সবংশে মরণ ।

ভীম । কত হত্যা করিবি রে ভাই ?
কুরুক্ষেত্র সমর-অঙ্গনে
শত লক্ষ দিক্‌পাল যমজয়ী
গাণ্ডীবীর শরে ভূমিতলে
রয়েছে শয়ান ; কেবা আছে আর ?
বীরশূন্য বসুন্ধরা, জ্ঞাতিশূন্য পাণ্ডবের কুল,
উত্তুঙ্গ প্রাসাদশিরে বিজয়-নিশান 'পরে
শ্মশানের ভস্ম উড়ে আসে ।

আর কেন? চল্, ফিরে যাই;
কাজ নেই দিগ্বিজয়ে আর!

অর্জ্জুন। সে কি দাদা? ফিরে যাবো?
বাহুবলে ধরণীর প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তরে
ছড়াবো না পাণ্ডবের বিজয়-বারতা?
উর্দ্ধশির দৃপ্তআঁখি শত শত
রাজকর হ'তে পুষ্পাঞ্জলি নিয়া,
ঢালিব না সম্রাটের পায়?

ভীম। এই কি রে পুষ্পাঞ্জলি ভাই?
নির্দ্দোষের বক্ষ ভেদ করি
বহায়েছি কত উত্তপ্ত শোণিত,
অসহায় জনপদ অশ্রুজলে ভাসি
নিরুপায়ে দেছে রাজকর।
জান কি ফাল্গুনি, তার মাঝে আছে
কত বুকভাঙ্গা নগরীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
পুত্রহারা জননীর কত আঁখিজল,
কত শত বিধবার তীব্র অভিশাপ?
ওঃ—ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়!
কতদিন হত্যালীলা করিবি রে আর?

অর্জ্জুন। কত দিন? কত দিন মধ্যম পাণ্ডব?
যত দিনে অর্জ্জুনের বক্ষোভরা
পুত্রশোক-দাবানল না হবে নির্ব্বাণ।
দেখ এই বক্ষ চিরি, প্রস্তরফলকে আঁকা
পাণ্ডবের শত শত লাঞ্ছনার ছবি!

সপ্তরথী-বিদলিত সিংহশিশু. মোর,
নিদ্রাঘোরে ছিন্নশির দ্রৌপদীর
পঞ্চ রত্ন-দীপ, অগণিত নৃপতিগোচরে
পাঞ্চালীর দারুণ লাঞ্ছনা!
ওঃ—দাদা! এতখানি পাতকের
যোগ্য মূল্য দেবে না জগৎ?
এ সংসার পদে পদে পাণ্ডবেরে
করেছে বঞ্চনা, দণ্ড তার আছে মোর
হৃদিপটে আঁকা; কুরুক্ষেত্রে উদ্বোধন,
অবসান বিশ্বগ্রাসী প্রলয়-প্লাবনে।

ভীম। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। কারে কব?
কে বুঝিবে কত দাহ সর্ব্বাঙ্গে আমার;
নিশীথ শয়নে বিনিদ্র এ আঁখিপাতে
নিতি নিতি ভেসে ওঠে সেই এক মর্ম্মন্তুদ ছবি!
নিনিমেষে মুখপানে চেয়ে
সে আমারে সকাতরে মিনতি জানায়—
তৃপ্তি দাও—তৃপ্তি দাও পিতা!
কুরুক্ষেত্র-রণে কতটুকু রক্ত তারে
করিয়াছি দান? তৃপ্তি তার হয় নাই।
এস—এস, কিসের মমতা?
আমি এই গাণ্ডীবের লক্ষ শরজালে
শরশয্যা দিই বীরগণে,
অকালে প্রলয় আনি ডুবাই বসুধা,

আর তুমি—গদাঘাতে
অরাতির মস্তক বিচূর্ণ করি
রক্তে রাঙ্গা ক'রে দাও সাগরের জল।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

গীতকণ্ঠে বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসুন্ধরা।—

গীত।

অন্ধকার—অন্ধকার।
যে দিকে চাই রক্ত শুধু, মরুভূমি কর্‌ছে ধূ ধূ,
শুকায়েছে সাগর নদী, ঘরে ঘরে রুদ্ধ দ্বার॥
শ্মশানবুকে দিন যামিনী, কতই কাঁদে কাঙ্গালিনী,
আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে, আমি কাঁদি অভাগিনী,—
মাঠের পথে পতিহারা জল নিয়ে যায় বিধবারা,
পায়ের তলায় কেঁদে ওঠে, শুষ্ক পাতার মর্ম্ম তার॥
আঁধার ওগো শূন্য ধরা, ঢালিস্‌নে আর রক্তধারা,
নিভে যাবে দিনের আলো, স্নিগ্ধ কিরণ চন্দ্রমার॥

ভীম। কে মা তুমি প্রাবৃটের মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমা?

বসুন্ধরা। আমি বসুন্ধরা; এই নদ-নদী-উপবনশোভিত সোনার ভারত আমারই বুকের পাঁজরের মধ্যে গাঁথা। আমি একে ফলে ফুলে সাজিয়েছিলাম; মন্দাকিনীর সুধা, কুবেরের ঐশ্বর্য্য, বৈকুণ্ঠের রূপ নিয়ে আমি এই তিলোত্তমাকে গড়েছিলাম, তোমরা তাকে ভস্মসাৎ করেছ।

ভীম। ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়! ওরে, এ যে আমারই অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনা আজ মূর্ত্তিমতী হ'য়ে বেরিয়ে এসেছে! আয়—আয়, ফিরে চল্, শান্তিময় পৃথিবীতে আর শ্মশানের আগুন জ্বালাস্‌নে।

অর্জ্জুন। যত শ্মশান আমিই জ্বালিয়েছি? আমার সর্ব্বাঙ্গে কত

ক্ষত, কত আগ্নেয়গিরির উত্তাপ, কত বৃশ্চিকের দংশন, তুমি তা বুঝ্‌বে না নারী! এমন দুর্ভাগ্য কার? আমার গাণ্ডীবে পলকে প্রলয় আন্‌তে পারে, আর আমারই পুত্র সপ্তরথী-বেষ্টিত জালবদ্ধ কেশরীর মত নিরস্ত্র অসহায়, না—ভাব্‌তে পারি না, উন্মাদ হবো—উন্মাদ হবো!

ভীম। ধনঞ্জয়! ভাই—[হাত ধরিলেন।]

অর্জ্জুন। ইচ্ছা হয়, ফিরে যাও দাদা! আমার গৃহ আজ অরণ্য; তার প্রতি অণু-পরমাণুতে অভিমন্যুর স্মৃতির দাহ রাবণের চিতার মত জ্বল্‌ছে!

বসুন্ধরা। ধনঞ্জয়!

ভীম। আমার বুকটা যদি একবার দেখ্‌তিস ভাই—

অর্জ্জুন। জানি দাদা, সে তোমার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত শিথিল ক'রে দিয়ে গেছে!

ভীম। শুধু তাই নয় অর্জ্জুন! আমি আজ প্রত্যেক বালকের মধ্যে তারই মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্ছি। যখন তাদের মস্তক চূর্ণ করতে হস্ত উত্তোলন করি, তখনই তাদের শঙ্কিত নয়নে অভিমন্যুর ত্রাহি ডাক শুন্‌তে পাই; আমার হাত থেকে অস্ত্র খ'সে পড়ে, দু'নয়নে বান ডেকে আসে। আয়—ফিরে আয় ধনঞ্জয়! আর হত্যায় কাজ নেই।

গীতকণ্ঠে গীতার প্রবেশ।

গীতা।—

গীত।

মিছে মায়া সে যে শাশ্বত পুরাতন।
তার ক্ষয় নাই, লয় নাই, জরা মৃত্যু ভয় নাই,
চিরস্থির আত্মা সনাতন।

কে কারে মারিতে পারে, জগতে মরে না কেহ,
নব বাস সম শুধু বরণ করে নব দেহ,
অনল অনিল্ জল, নিষ্ফল নিষ্ফল,
দাহ জ্বালা শোষণের অতীত পরম ধন।
ওঠ—জাগ, আন জয়, নির্ভয়—নির্ভয়,
ফলাফল ভগবানে কর বীর সমর্পণ।

অর্জ্জুন। এসেছে—এসেছে, আমার কানে আবার মন্ত্র দিতে এসেছে! আমি যে দুর্ব্বল—আমি যে শক্তিহীন, অমাবস্যার ঘন অন্ধকারে অন্ধের মত চলেছি। আবার তেমনি ক'রে আমার কানে বীণার ঝঙ্কার তোল—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ [প্রস্থান।

ভীম। তুমি আবার কে?

গীতা। আমি ব্যাধির ঔষধ—মুমূর্ষুর হরিনাম—ভারতের মৃত-সঞ্জীবনী গীতা। [প্রস্থান।

বসুন্ধরা। ও আমার যম। ও কালনাগিনী যে দিন জন্মেছে, সেই দিনই আমার মরণের দুন্দুভি বেজেছে। ওঃ, হবার নয়—হবার নয়! রাহুতে গ্রাস করেছে—রাহুতে গ্রাস করেছে—[কপালে করাঘাত]

ভীম। নারী—নারী!

বসুন্ধরা। বড় ব্যথা গো, বড় ব্যথা। এই দেহে শত শত অস্ত্রাঘাত—হাজার হাজার পোড়া ঘা—অসংখ্য মহামারী দুর্ভিক্ষ অকাল-মৃত্যুর জ্বালা। [প্রস্থান।

ভীম। তবে তাই হোক্ অর্জ্জুন। ~~বড় ব্যথা পেয়েছ তুমি~~; ~~তোমার তৃপ্তির জন্য ভীমসেন নরকের পূতিগন্ধময় গহ্বরে হাসতে হাসতে নেমে যাবে~~।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মাহিষ্মতী—রাজপ্রাসাদ।

নীলধ্বজ ও জনার প্রবেশ।

জনা। ঐ—ঐ—আবার! একটা মর্ম্মস্পর্শী করুণ সঙ্গীত পৃথিবীর অন্তর ভেদ ক'রে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে; তার সুরের ঝঙ্কারে নিশীথের স্তব্ধ প্রকৃতি শিউরে উঠ্‌ছে।

নীলধ্বজ। তুমি কি উন্মাদ হ'লে রাণী?

জনা। একটা ঘন কৃষ্ণ ধূমের কুণ্ডলী ঊর্দ্ধে উঠে গোটা রাজ্য-টাকে ছেয়ে ফেল্‌লে, তার মধ্যে কে ও—কে ও রাজা? জাহ্নবী? জাহ্নবী? মা! মা! মা!

নীলধ্বজ। স্থির হও—স্থির হও রাণী!

জনা। নিতে এসেছে রাজা! সাত রাজার ধন, মুখের ভাষা, চোখের জ্যোতিঃ, ইহকালের সুখ, পরকালের স্বর্গ, সব নিতে এসেছে; কেড়ে নিয়ে যাবে—জোর ক'রে টেনে নেবে, আমি রাখ্‌তে পার্‌বো না। যাও রাজা—যাও, প্রাসাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রহরা বসাও।

নীলধ্বজ। রাণী! রাণী! তুমি কি জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছ রাণী?

জনা। স্বপ্ন! তাই তো, এ কি দারুণ স্বপ্ন রাজা? ও মূর্ত্তি যে আমি অনেক দিন দেখি নি! পুত্ত্রকামনায় যখন আহার-নিদ্রা ভুলে দেবতার পায়ে ফুল-জল দিতাম, তখন মাঝে মাঝে ঐ দেবী-মূর্ত্তি আমার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠ্‌তো, একদিন নিশীথ রাত্রে অর্দ্ধ তন্দ্রাঘোরে শুন্‌লাম, "জনা! আমি তোকে পুত্ত্র দিতে পারি, কিন্তু যখনই চাইবো তখনই আমার ব্রতের জন্য পুত্ত্রকে উৎসর্গ করতে হবে।" আমি আনন্দে

আত্মহারা হ'য়ে তাই স্বীকার করলাম। আজ কতদিন—একটা যুগের ব্যবধান !

নীলধ্বজ। তাই তো রাণী, এ যে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার !

জনা। বুঝতে পেরেছ ? এখন যা বল্‌ছি শোন, দ্বিরুক্তি ক'রো না ; নগর-তোরণ অর্গলবদ্ধ কর, প্রাসাদের সর্ব্বত্র প্রহরী বসাও।

নীলধ্বজ। অলীক আশঙ্কা ত্যাগ কর রাণী ! কিসের ভয় ? সজ্ঞানে এমন কোন অপরাধ করি নি, যার জন্য এই শান্তিময় রাজ্যে দেবতার রোষাগ্নি জ্ব'লে উঠ্‌বে ! আমাদেব কুলদেবতা রাধাবল্লভ, পুত্র-কন্যা মূর্ত্তিমান দেবতার বিগ্রহ, জামাতা স্বয়ং বৈশ্বানর ; হিমাচলের তুঙ্গ শিখরে আবাস নির্ম্মাণ করেছি, মহাসাগরের জলকল্লোলে এর একটা কণাও ভেসে যাবে না।

গীতকণ্ঠে রুদ্রভৈরবের প্রবেশ।

রুদ্রভৈরব।—

গীত।

ঐ থাপ্‌টি মেরে ব'সে আছে যম।
পন্থা হ'লো কণ্টকময় দুর্গতি দুর্গম ॥
হবে দগ্ধ গিরি তুঙ্গ শির চূর্ণ হবে লক্ষ বীর,
ললাটে তার অগ্নিশিখা শিরে তার ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গম ॥
ওই বাদল হাওয়ায় মাদল বাজে,
কালোর কোলে গগনমাঝে,
প্রলয়-দোলায় ঘূর্ণি বায়ু দুল্‌ছে রে বিষম।

[প্রস্থানোদ্যত]

জনা। যেও না—যেও না, একটা প্রার্থনা।

রুদ্রভৈরব। কি চাও মহারাণী ?

উন্মুক্ত অসিহস্তে দীপঙ্করের প্রবেশ।

দীপঙ্কর। তোমার রক্ত।

রুদ্রভৈরব। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [প্রস্থান।

নীলধ্বজ। দীপঙ্কর! তোমার হাতে উন্মুক্ত অসি, তোমার চোখ দু'টো আগুনের মত জ্বল্‌ছে, তোমার মুখে কথা ফুট্‌ছে না, তোমাদের হ'লো কি দীপঙ্কর? তোমরা কি সবাই জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছো?

দীপঙ্কর। স্বপ্ন নয় রাজা, এ একটা নিষ্ঠুর সত্য।

জনা। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তুমি কল্পনার চক্ষে একটা বীভৎস ছবি দেখ্‌ছো! বল বৎস! কে ঐ আগন্তুক?

দীপঙ্কর। কে, তা জানি না মা! তবে অনেকবার ওকে দেখেছি; রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার পার্শ্বে, মরুভূমির তপ্ত বক্ষে, দাবানলের মাঝখানে, সিন্ধুর পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গভঙ্গে, আর—আর দেখেছি প্রতি নিশায় নিশাচরের মত নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে কুমারের শয়নকক্ষের দ্বারদেশে।

জনা। দীপঙ্কর!

নীলধ্বজ। নাঃ, এরা সবাই উন্মাদ হয়েছে—সবাই উন্মাদ হয়েছে!

বন্দীর প্রবেশ।

বন্দী। মহারাজ! পাণ্ডবসৈন্য নগরে প্রবেশ করেছে।

নীলধ্বজ। পাণ্ডবসৈন্য? কেন? এ অভিযানের কারণ?

বন্দী। অভিযান নয় মহারাজ! পাণ্ডবেরা অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন, যজ্ঞীয় অশ্বের ভার নিয়ে ভীমার্জ্জুন দেশে দেশে ফির্‌ছেন। যজ্ঞীয় অশ্ব অনেক শক্তিমান রাজার রাজ্যে প্রবেশ করেছিল, সবাই দন্তে তৃণ ধারণ ক'রে ভীমার্জ্জুনের বশ্যতা স্বীকার করেছে। এবার অশ্ব

মাহিষ্মতীপুরে প্রবেশ করেছে; দূতমুখে সংবাদ পেয়ে মহারাজকে জানিয়ে গেলাম।　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

নীলধ্বজ। দীপঙ্কর! রাত্রি কত?

দীপঙ্কর। দ্বিপ্রহর।

নীলধ্বজ। হোক্, পুরবাসীদের জাগাও। রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে প্রাসাদ-তোরণে মহারোলে ভেরী বেজে উঠুক্; শঙ্খ-ঘণ্টার কলরোলে, বন্দিনীগণের সঙ্গীতঝঙ্কারে সহস্র পুরবাসীর জয়ধ্বনিতে মাহিষ্মতীপুরীর প্রতি পরমাণু রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠুক্। রাণী! রাণী! বরণডালা সাজাও, প্রাসাদের শিখরে উঠে রাজপথে লাজাঞ্জলি বর্ষণ কর।

জনা ও দীপঙ্কর। মহারাজ!

নীলধ্বজ। বাধা দিও না; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞ, কুরুক্ষেত্রবিজয়ী ভীমার্জ্জুন অশ্বের চালক হ'য়ে আমার মাহিষ্মতীপুরে অতিথি; এই ক্ষুদ্র নগরী এত বড় অতিথির পদরেণু আর কখনও বক্ষে ধারণ করে নি। যাও রাণী, বিলম্ব ক'রো না, বরণডালা সাজাও, আজ বড় আনন্দের দিন—আজ বড় আনন্দের দিন!

[প্রস্থান।

দীপঙ্কর। আনন্দের দিন রাজা? আমি ভাব্‌ছি আজ ক্ষাত্রধর্ম্মের সমাধি—আজ মাহিষ্মতীর মৃত্যু-শয্যা।

জনা। দীপঙ্কর!

দীপঙ্কর। যাও মা। আজ বড় আনন্দের দিন। রাজপ্রাসাদ দীপালোকে উদ্ভাসিত কর, পুরনারীদের হাতে হাতে বরণডালা তুলে দাও, প্রতি কক্ষের দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন কর, রাজ্যময় উৎসবের মহাষ্টমী লেগে যাক্। আমিও যাই, প্রাসাদের শিখর হ'তে বায়ুসঞ্চালিত ঐ বিজয়-নিশানটা শতছিন্ন ক'রে পথের ধূলায় ফেলে দিই, সিংহ-তোরণ

ভেঙ্গে সমভূমি ক'রে ফেলি, আর তোমাদের কুলদেবতা রাধাবল্লভকে মন্দির থেকে টেনে এনে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিই!

জনা। অবোধ ছেলে! এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। শক্তিমান পাণ্ডবগণ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাদের সহায়; মাহিষ্মতীর কি আছে বাপ?

দীপঙ্কর। কিছু নেই—কিছু নেই মাহিষ্মতীর। আমারই ভুল! এ দেশের মাগুলো স্নেহের যাদুমন্ত্রে সন্তানদের শুধু গৃহকোণে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চায়, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে অকালে অথর্ব্ব ক'রে ছেড়ে দেয়। হায় মা, তুমিও কি তেমনি মা? তুমিও চাও তোমার পুত্রকে ছবির মত সাজিয়ে রাখ্‌তে? দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ে তুমি কি এই কাপুরুষ পুত্র লাভ করেছ? না, তোমার কাছে এর উত্তর মিল্‌বে না, তুমি ক্ষত্রিয়াণী হ'লেও নারী। আমি একবার কুমারকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি, প্রাণ বড় না মান বড়? [প্রস্থান।

জনা। নরদেহে নারায়ণ পার্থ মহাবীর,
কুরুক্ষেত্র মহারণে আপনি মুরারি
সারথ্য করিল তার;
ক্ষুদ্র এই মাহিষ্মতী করে যদি উচ্চশির,
গাণ্ডীবীর শরাঘাতে ছিন্নভিন্ন
হ'য়ে যাবে মাহিষ্মতী-পুরী।

সহসা গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। তবু সন্ধি চলিবে না জনা!
জনা। একি! একি!
দিগ্বলয় উদ্ভাসিয়া রূপের ছটায়
কে এলে মা সুবর্ণ-প্রতিমা?

এ কি আলো নিশার আঁধারে!
কোথা হ'তে ভেসে আসে
তটিনীর কুলু-কুলু ধ্বনি?

গঙ্গা। জনা!

জনা। চিনেছি—চিনেছি মাতা!
শিবশির-বিহারিণী মকরবাহিনী
পুণ্যতোয়া তুমি ভাগীরথী;
ওগো, কে আছিস্?
বাজাও—বাজাও শঙ্খ, নিয়ে এসো
কুসুম-সম্ভার, ডালিভরা নৈবেদ্য চন্দন,
কণ্ঠভরা বন্দনার গীতের ঝঙ্কার।

গঙ্গা। কুসুম-সম্ভার নিতে আসে নি জাহ্নবী।
জনা! মনে আছে,
কোন্ সর্ত্তে পুত্ররত্ন করেছিনু দান?
কোথা পুত্র, নিয়ে এসো!
মহাব্রত সম্মুখে আমার;
এ ব্রতের উদ্‌যাপনে হয় যদি প্রয়োজন,
দিতে হবে পুত্র বলিদান।

জনা। মা! মা! তার চেয়ে হান বাজ
হৃদয়ে আমার; অস্ত্রাঘাতে শিরশ্ছেদ
করি কণ্ঠায় কণ্ঠায় কর তপ্ত রক্ত পান;
কিম্বা উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া
নিয়ে এসো প্রলয়-প্লাবন, তৃণসম
ভেসে যাক্ সুখসুপ্ত মাহিষ্মতীপুরী।

গঙ্গা। রাখ জনা উন্মত্ত প্রলাপ ;
পাণ্ডবের যজ্ঞ-অশ্ব পশিয়াছে পুরে,
প্রবীরে আদেশ দাও।
অশ্ব-বল্গা করিতে ধারণ।

জনা। একি কথা কহিছ জাহ্নবী ?
দিগ্বিজয়ী পাণ্ডবের কুল,
মিত্র তার শ্রীকৃষ্ণ মুরারি ;
যমজয়ী বীর ধনঞ্জয়—

গঙ্গা। বীর ধনঞ্জয় ? তাই অন্যায় সমরে
দেবব্রতে দিয়াছিল শর-শয্যা পাতি !
জিতেন্দ্রিয় মহাবীর ভীষ্ম মতিমান
সম্মুখে দেখিয়া ক্লীব নিরস্ত্র আছিল যবে,
সেই দণ্ডে অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শায়ক,
ওঃ—জনা ! ভুলিতে পারি না—
এই ভীষ্ম আমার সন্তান, এই পার্থ
পুত্রহন্তা মোর ! জনা ! জনা !
নিয়ে আয় অর্জ্জুনের রুধিরাক্ত শব ;
ছিন্ন শির হ'তে তার মুষলের ধারে
তপ্ত রক্ত পড়ুক্ ক্ষরিয়া,
আমি তায় স্নান করি হইব শীতল।

জনা। বুঝেছি জাহ্নবী ! অর্জ্জুনের অপরাধে
চাহ তুমি আমার শোণিত !
পুত্র মোর কুসুম-কোমল,
গাণ্ডীবীর শরাঘাত তিলমাত্র সহিতে নারিবে ;

তবু জনা সত্যরক্ষা তরে
হৃদ্‌পিণ্ড ফেলিবে উপাড়ি,
সুখের সংসারে জ্বালাইবে দাবানল,
স্নেহ-প্রীতিমাখা অন্তরের
শত শত পুষ্পিত কামনা
নিঃশেষে ঢালিয়া দিবে অঞ্জলি চরণে।
রাক্ষসী! রাক্ষসী! বক্ষে তোর
কেন জলধার? অনলের জ্বালাময়
তরঙ্গনিচয় বিস্ফোটকের তুলিয়া বুদ্বুদ,
ব'য়ে যাক্ সর্ব্ব অঙ্গে তোর;
লক্ষ পুত্রশোকসম তীব্র বহ্নিজ্বালা
টেনে ছিঁড়ে দগ্ধ ক'রে ফেলুক্ অন্তর।
আয়—আয় চামুণ্ডারূপিণী!
পিপাসিত কণ্ঠে তোর
ঢেলে দেবো গলিত পাষাণ,
রাজ্য মোর শ্মশান করিব,
আর সেই ভস্মরাশি দুই হাতে
করিয়া অঞ্জলি, তোর মুখে—
তোর মুখে দিব ছড়াইয়া।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। বড় ব্যথা পেয়েছিস্ মা! এ অনিবার্য্য। আমায় কক্ষচ্যুত উল্কার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হবে; হয় স্বর্গের সিংহাসন, নয় নরকের গম্ভীর গহ্বর। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ-কক্ষ।

নর্ত্তকীগণসহ মদনমঞ্জরীর প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

সখি, আজ অকালেতে মধুমাস।
মলয়-হিল্লোলে জর্জ্জর তনু-মন, বুক ভ'রে ওঠে ঘনশ্বাস।
কুহরে কোকিলা বঁধু পঞ্চমে তুলি স্বর,
চ্যুত-মুকুলে ওই সাজিয়াছে তরুবর,
বিরহ-ব্যাকুল হিয়া, ওঠে ঘন শিহরিয়া,
পরাণে জাগিল নব আশ।

[প্রস্থান।

মঞ্জরী। একটা মধুময় জীবন আমারই উত্তাপে শুকিয়ে গেল! আমার দোষ? কেন? আগুনের দাহিকা শক্তি ভুলে রূপমুগ্ধ পতঙ্গ যদি তায় ঝাঁপ দিয়ে মরে, সে দোষ আগুনের না পতঙ্গের?

প্রবীরের প্রবেশ।

প্রবীর। আবার কোন্ পতঙ্গ ও আগুনে ঝাঁপ দিলে মঞ্জরী?

মঞ্জরী। এসেছ? দেখ—অনেক দিন থেকে একটা কথা তোমায় বল্‌বো ভাব্‌ছি, মুখ ফুটে বল্‌তে পাচ্ছি না। বল—আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌বে?

প্রবীর। প্রার্থনা? তোমার প্রার্থনা মঞ্জরী? তুমি জান না, আমার

হৃদয়ের কতখানি জুড়ে তুমি স্বর্ণ-সিংহাসন পেতে ব'সে আছ! তুমি যে আমার বিজয়-লক্ষ্মী, তোমায় অদেয় আমার কি আছে মঞ্জরী?

মঞ্জরী। আমার বড় ভয় হয়, পাছে একটা অতর্কিত বজ্রাঘাতে এই সুখের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়। ঈশ্বর! আমায় ঘুম পাড়িয়ে রাখ; আমার এ মধুর স্বপ্ন যেন জাগরণে ভাঙ্গিয়ে দিও না।

প্রবীর। কেন ভাঙ্গবে মঞ্জরী? আমরা তো কখনও কারও অনিষ্ট করি নি! ক্ষুদ্র স্বার্থের যূপকাষ্ঠে পরের সুখ-শান্তি বলি দিতে আমরা তো কখনও চাই নি মঞ্জরী! বিধাতার দেওয়া মুক্ত আলো বাতাসে আমরা শুধু ভাই বন্ধু আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

মঞ্জরী। তাই ভালো প্রিয়তম! এসো, নয়নজলে রাধাবল্লভের চরণ সিক্ত ক'রে সায়ং-সন্ধ্যা এই প্রার্থনা করি, প্রভু! আমাদের বাঁচ্‌তে দাও—শুধু বাঁচ্‌তে দাও।

প্রবীর। একি! তোমার চোখে সত্যই যে জল এলো মঞ্জরী! তোমার অশ্রু দেখে আমি বাঁচ্‌তে চাই না, তোমার হাসি দেখে আমি মর্‌তে চাই।

মঞ্জরী। কথা ক'য়ো না; আমার কানে একটা দূরাগত বীণার ঝঙ্কার ভেসে আস্‌ছে। মলয় হাওয়া, পারিজাতের গন্ধ, কোকিলের কণ্ঠ সব মিলে আমার সম্মুখে এক নূতন স্বর্গ রচনা কর্‌ছে; এস, এইখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তার মহিমার দ্বারে শতবার মাথা নত করি।

প্রবীর। একটা স্বর্গের ছবি—একটা সুখ-স্বপ্নের আবেশ—একটা সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা! আমরা কি সুখী মঞ্জরী!

নেপথ্যে চিত্রলেখা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মঞ্জরী। কার ওই অট্টহাসি? আমার মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো কেন? কে যেন আমার কানে কানে বল্‌ছে, এত সুখ বুঝি সয় না—এত সুখ বুঝি সয় না!

গীতকণ্ঠে চিত্রলেখার প্রবেশ।

চিত্রলেখা—

গীত।

সে যে অতীতে হয়েছে হারা গো।
সুখনিশি তোর হ'য়ে গেছে ভোর,
ডুবে গেছে শুক-তারা গো॥
শুধু রেখে গেল স্মৃতির পাতায়, স্বপনের হাসি শুষ্ক মালায়,
মরমের তরে বেহাগ রাগিণী কাঁদিয়া হইতে সারা গো॥
এ যে জলবিম্ব বিটপীর ছায়া,
শুধু মরীচিকা কুহকিনী মায়া,
প্রমত্ত করী নিগড়ে বাঁধিতে যাদুমন্ত্রবেবা কারা গো॥

[প্রস্থান।

মঞ্জরী। ও কে—ও কে যুবরাজ?

প্রবীর। আমি জানি—আমি জানি।
একদিন প্রহ্লাদের ডাকে
ওই মূর্ত্তি স্তম্ভ হ'তে বাহিরিয়া
লক্-লক্ রসনা বিস্তারি
করেছিল দানবের বক্ষরক্ত পান;
একদিন সুখসুপ্ত অযোধ্যার
শান্তি-নীড় ভাঙ্গি, রাজলক্ষ্মী
জানকীরে নিল রসাতল।
আর একদিন কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে
নখাঘাতে মেদিনী বিদারি
রথচক্র গ্রাসিল কর্ণের।

মঞ্জরী। যুবরাজ!

প্রবীর। ধর—ধর! মেঘের অন্তর হ'তে
কে আমারে অঙ্গুলিসঙ্কেতে
ওই করে আবাহন! বুঝি কোন
স্বপ্নলোকে আছে মোর
চারু সিংহাসন! না—না—না,
আমি চাহি না বৈকুণ্ঠধাম,
নাহি চাই পারিজাত গন্ধময়
নন্দনকানন। দীনবন্ধু!
আমার এ মাটির স্বর্গে, বনানীর
শ্যামাঞ্চলঘেরা এই স্বপ্নপুরীমাঝে
আমি চাই এক বিন্দু শান্তির জীবন।

দীপঙ্করের প্রবেশ।

দীপঙ্কর। তুমিও শান্তির জীবন চাও কুমার? একটা জাতির গৌরবময় দীপশিখা তোমার মুখ চেয়ে এখনও নিভে যায় নি, তুমিও চাও রঙ্গিণীর সঙ্গীতঝঙ্কার-মুখরিত মণিময় হর্ম্মতলে শান্তির জীবন?

প্রবীর। শান্তি কে না চায় দীপঙ্কর?

দীপঙ্কর। যে ক্ষত্রিয়, সে চায় না; যে বীর, সে চায় না।

মঞ্জরী। যে মানুষ, সে চায়। এই ফল-শস্যপরিপূর্ণা সুন্দর পৃথিবী,—এর জলে সুধা, মাটিতে স্নিগ্ধতা, আলোকে অপরূপ মাধুর্য্য! প্রভাতের মন্দানিল এর শিশিরস্নাত কুসুমগুচ্ছে দোল দিয়ে যায়, রাত্রির জ্যোৎস্না এর বুকের উপর আবেশে লুটিয়ে পড়ে; নিশীথের নিস্তব্ধতায় এর নদী-নালার বুক থেকে একটা সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা উঠে কর্ম্মক্লান্ত ধরণীকে

ঘুম পাড়িয়ে রাখে। দীপঙ্কর! শান্তিই এ সংসারের মৃত-সঞ্জীবনী অমৃত, তুচ্ছ বিজিগীষার পায়ে তাকে বলি দিতে চেয়ো না; তা হ'লে চন্দ্র সূর্য্য আর আলো দেবে না, বাতাস আর বইবে না, সোনার পৃথিবীর তন্ত্রী ছিঁড়ে যাবে।

[প্রস্থান।

দীপঙ্কর। বাঃ—সুন্দর! তবে কিসের আশায় তোমার কাছে ছুটে এলাম যুবরাজ! যাক্—বুঝেছি, সত্যই আজ মাহিষ্মতীর গৌরবের সমাধি। [প্রস্থানোদ্‌যোগ]

প্রবীর। কি দীপঙ্কর, বিষণ্নমুখে ফিরে যাচ্ছো যে?

দীপঙ্কর। যাই—মাহিষ্মতীর ঘরে ঘরে সংবাদ দিইগে। এ রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ জন্মের শোধ মাহিষ্মতীর গৌরব-সূর্য্য দেখে নিক্, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত আজ তাদের জন্মভূমিকে কুসুম-চন্দনে সাজিয়ে দিক্; আজ তার গৌরবের সমাধি।

প্রবীর। কি বল্‌ছো তুমি দীপঙ্কর, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

দীপঙ্কর। আমিও বুঝতে পাচ্ছি না কুমার, এই বিলাসী দুর্ব্বল রাজপুত্র কোন্ শক্তিতে আমার হাত থেকে এক কৌস্তুভ রত্ন ছিনিয়ে নিয়ে আমায় দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে?

প্রবীর। আমি বিলাসী—আমি দুর্ব্বল, এ সব তুমি কি বল্‌ছো দীপঙ্কর?

দীপঙ্কর। ঠিক্ বলা হয় নাই কুমার! তুমি শুধু দুর্ব্বল নও, তুমি কাপুরুষ।

প্রবীর। [সদর্পে] দীপঙ্কর! জান, তুমি কার সঙ্গে কথা বল্‌ছো?

দীপঙ্কর। জানি, আমার প্রভুর সঙ্গে—আমার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা কুমার প্রবীরের সঙ্গে। একদিন তোমায় আমায় এক কুমারীর বর-মাল্যের জন্য পণবদ্ধ হ'য়ে দ্বৈরথ যুদ্ধ কর্‌তে হয়েছিল, আমি পরাজিত

হ'য়ে সানন্দে তোমার দাসত্ব স্বীকার করেছিলাম; তখন জান্‌তাম না যে, আমি কাপুরুষের ক্রীতদাস হয়েছি।

প্রবীর। [সরোষে] অনার্য্য বর্ব্বর! আজই তোমার দাসত্বের অবসান! [অসি নিষ্কাসন]

সহসা জনার প্রবেশ।

জনা। কাকে হত্যা কর্‌ছো নির্ব্বোধ? রাজ্যের উপকণ্ঠে শত্রুর জয়-ধ্বজা উড়্‌ছে, এ সময় তোমার অন্তর্ব্বিবাদ সাজে না।

প্রবীর। রাজ্যের উপকণ্ঠে শত্রু! এ সব তোমরা কি বল্‌ছো মা? শান্তিপ্রিয় মাহিষ্মতী কারও পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ করে নি, তার সুখের ঘরে আগুন জ্বাল্‌বে কে?

জনা। দিগ্বিজয়ী ধনঞ্জয়।

প্রবীর। ধনঞ্জয়?

দীপঙ্কর। সে কি! তুমি সংবাদ পাও নি? পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব মাহিষ্মতীপুরে প্রবেশ করেছে, সঙ্গে এসেছেন সসৈন্য ভীমার্জ্জুন; শ্রীকৃষ্ণও বোধ হয় বাদ যান নি।

প্রবীর। তাই আজ শুষ্ক পত্র মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছে; অকালে বসন্তের মলয়, কোকিলের কণ্ঠ, সহকারমুকুলগন্ধে মাহিষ্মতী নূতন সাজে সেজেছে। নর-নারায়ণ আমাদের দ্বারদেশে, আগে বল নি কেন দীপঙ্কর? আমি গঙ্গার তরঙ্গমালা এনে পথের ধূলি ধুয়ে রাখ্‌তাম, পুরবাসীর অশ্রুজলে ধোয়া কুসুমের ডালি নিয়ে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁকে নিয়ে আস্‌তাম! চল—চল দীপঙ্কর, সম্মানিত অতিথির সংবর্দ্ধনা কর্‌বে চল! [প্রস্থানোদ্‌যোগ]

জনা। যেতে হবে না—ফেরো!

[প্রবীর ও দীপঙ্কর সবিস্ময়ে জনার মুখের দিকে চাহিল।]

প্রবীর। মা!

জনা। পুত্র! স্নেহের দুলাল আমার!

প্রবীর। তোমার মুখ বিষণ্ণ কেন মা? তোমার দু'চোখে ধারা বইছে কেন? কথা বল্‌ছো না যে? তুমি যে আমার আনন্দময়ী মা; তোমার চোখে জল দেখ্‌লে আমার বুকে মৃত্যুশেল বাজে মা!

জনা। [প্রবীরের মুখখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া] এমন পুত্র কার? এ যে কয়াধুর প্রহ্লাদ, কৌশল্যার রাম, যশোদার গোপাল। এ রাক্ষসীর গর্ভে কেন এলি তুই? আমি যে তোকে রাখ্‌তে পারবো না বাবা!

প্রবীর। কেন কাঁদ্‌ছো মা আমার?

জনা। না, কাঁদ্‌লে তো হবে না, আমি যে সত্যে আবদ্ধ।

প্রবীর। সত্যে আবদ্ধ? কার কাছে? কি সত্য মা?

জনা। জাহ্নবীর বরে তোমায় পেয়েছি, তাঁরই কার্য্যে প্রয়োজন হ'লে তোমায় ক্ষুধিত শার্দ্দিলের মুখে তুলে দিতে হবে, এই সত্যেই আমি আবদ্ধ। আজ সে দিন এসেছে, বক্ষে পাষাণ চেপে তাই তোমার কাছে কঠোর আদেশ নিয়ে এসেছি।

প্রবীর। কঠোর আদেশ? মা! তোমার কশাঘাত আমার পুষ্প-বৃষ্টি, তোমার মুখের কথা আমার বেদ, তোমার মুখের এক বিন্দু হাসি দেখ্‌বার জন্য শার্দ্দিলের মুখে তুচ্ছ কথা, আমি নরকে যেতে পারি। বল মা, আমায় নিয়ে কোন্ মহাব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে চাও?

জনা। পারবে? ভয় হবে না?

প্রবীর। মায়ের কার্য্যে প্রবীর তো ভয় জানে না মা। সে যমের মাথায় পা দিয়ে মায়ের গৌরব-ধ্বজা তুলে ধরে, মহাসিন্ধু গণ্ডূষে শোষণ ক'রে তার বিজয় শকট চালিয়ে দেয়, পাষাণের বুক চিরে ঝরণা বইয়ে তাঁর তৃষিত কণ্ঠ শীতল করে।

জনা। তবে আমার সত্য রক্ষা কর; দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুনের যজ্ঞীয় অশ্ব আবদ্ধ কর।

প্রবীর। মা—

জনা। কথা ক'স্ নে, সে জেগে উঠেছে—আমায় মন্ত্র ভুলিয়ে দেবে।

প্রবীর। [একটু ভাবিয়া] তবে তাই হোক্ মা! দূর হোক্ আমার আদর্শ; আমি তোমারই আদেশ পালন কর্‌বো,—তুমি যে আমার মা! ঈশ্বরের মাথার উপরে তোমার আসন, বৈকুণ্ঠের শীর্ষে তোমার স্থান, তেত্রিশ কোটি দেবতার আগে তোমার পূজা।

দীপঙ্কর। তবে আমি বলি যুবরাজ! শত ধনঞ্জয়ের উর্দ্ধে তোমার প্রতিষ্ঠা। [প্রবীরের হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত।

দূতের প্রবেশ।

দূত। অভিবাদন যুবরাজ! মহারাজ আপনাকে রাজসভায় স্মরণ করেছেন। [প্রস্থান।

প্রবীর। চল দীপঙ্কর!

জনা। যাও, কিন্তু মনে রেখো তোমার মায়ের আদেশ।

প্রবীর। শিরোধার্য্য—শিরোধার্য্য।

[দীপঙ্করসহ প্রস্থান।

জনা। নে মা জাহ্নবী, তোর দেওয়া নিধি তোরই নামে উৎসর্গ কর্‌লাম। রাখ্‌তে হয় রাখিস্, না হয়—চোখে জল আসে কেন? আমি যে রাক্ষসী মা, আমার মাতৃভক্ত সন্তানকে কালের কবলে ছেড়ে দিচ্ছি! আবার চোখে অশ্রু! মুছে ফেল্—মুছে ফেল্ জনা! বিশ্ববাসী ব্যঙ্গ কর্‌বে, প্রকৃতি অভিনয় ব'লে উপহাস কর্‌বে। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সুদেবের কক্ষ।

উত্তেজিতভাবে সুদেবের প্রবেশ।

সুদেব। সংসারের লোকগুলো সব পাজীর পাঝাড়া! আমার বুড়ো বাবা ম'লো, কোথায় আমায় সিংহাসনে বসিয়ে তোয়াজ করবি, না মায়ে-পোয়ে মিলে আমায় দিলে তাড়িয়ে! তোদের ভাল হবে? ছাই হবে। আমি ভাল মানুষ—তাই, আর কেউ হ'লে অমন সৎমা আর সৎভাইকে মারতো এক চড়—[নিজের গালেই চপেটাঘাত] উ-হু-হু-হু! দেখেছ, নিজের হাত, তাকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস নেই,—চারিদিকে শত্রু।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ভোমরা বঁধুর ঘুম ভেঙ্গেছে ফুলকুমারী ঘোমটা তোল্।
পেতে দে প্রাণবঁধুয়ায় শিশিরধোয়া পাপড়ি পাতার কোমল কোল॥
বঁধু, কোন্ নাগরীর কুঞ্জে গিয়ে গুঞ্জে নিশি ক'ল্লে ভোর,
হুল ফোটাতে শূল দিয়েছে, ছাপ দিয়েছে গরুচোর,
তাই শ্রীমুখখানি আমসিপারা, রাগে মুখে ফুটছে না রা,
মনে মনে ভাবছো বুঝি বদলে ফেলি নলচে খোল,
এবার গুঞ্জরণ ভুলে গিয়ে ধরবে হুক্কা-হুয়া বোল॥

সুদেব। আরে থাম্—থাম্, ভারী নাচ শিখেছে! কে তোদের আসতে বললে? সকাল নেই—সন্ধ্যা নেই, খালি দাপাদাপি আর গলাবাজী; বেরো।

১ম নর্ত্তকী। ও মা, মিন্‌সের ঢং দেখ? [নৃত্য-গীতের উপক্রম।]

সুদেব। আবার! মেরে ফেল্‌বো বল্‌ছি।

১ম নর্ত্তকী। এসেছি যখন, এক পাল্টা গাইবোই; কি বলিস্‌?

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

কঠিন প্রাণে সবই সয়।

সুদেব। [বাধা দিয়া] এই—কে আছিস্‌? এদের চাবুক মার্‌!

ময়নার প্রবেশ।

ময়না। মশাই গো মশাই! রাণী-মা আপনাকে ডাক্‌ছেন।

সুদেব। চাবুক মার্‌!

ময়না। মশাই! রাণী-মা—

সুদেব। আরে চাবুক মার্‌; আমার রাগ জল হ'য়ে গেল যে ছাই!

ময়না। আচ্ছা। [প্রস্থানোদ্‌যোগ]

সুদেব। আচ্ছা ব'লে চল্‌লি যে? রাগ করি না ব'লে মনিব নয়, না?

ময়না। মশাই! আপনি যে কি বল্‌ছো, আমি বুঝতে পাচ্ছি না; রাণী-মাকে চাবুক মারতে বল্‌লে, তাই তো যাচ্ছি।

সুদেব। মরেছে ব্যাটা। রাণী-মাকে মারতে বল্‌লুম?

ময়না। তবে কাকে?

সুদেব। [মুখভঙ্গি করিয়া] আমাকে! উল্লুক, গাধা—গজভুক্ত কোথাকার!

ময়না। মশাই! গাল দেন কেন?

সুদেব। বেশ করবো।

ময়না। [উরু চাপড়াইয়া তাল ঠুকিয়া] আও—লাগে!

সুদেব। ব্যাটা যতক্ষণ বকালে, ততক্ষণ কাজটা শেষ হ'য়ে যেতো।

ময়না। তা মশাই, আপনি যদি খুসী হও, তা না হয় মারছি।

সুদেব। আরে আমাকে নয় হতভাগা উল্লুক! রাগটা একেবারে মাটি হ'য়ে গেল। এই ছুঁড়িদের মার্!

ময়না। কেন, কি করেছে ওরা?

সুদেব। কি করেছে, সে কি আর মনে আছে ছাই! ছুঁড়ীগুলোর আস্পর্দ্ধা দেখ্ ময়না! এতবড় হুকুমটা দিলুম, একটুও কাঁপ্‌ছে না।

ময়না। [নর্ত্তকীদের প্রতি] এই, তোরা কাঁপ্ না!

১ম নর্ত্তকী। তুই কাঁপ্ না!

ময়না। তোদের ভয় হ'চ্ছে না?

১ম নর্ত্তকী। ছাই হ'চ্ছে।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

কঠিন প্রাণে সবই সয়।
সাগরে যে তলিয়ে গেল (তার) শিশিরবিন্দুর কিবা ভয়?
কুলের গলায় শূল দিয়েছি, হাতে তুলে বিষ খেয়েছি,
লজ্জা-মানের বালাই গেছে, (এখন) শরীরের নাম মহাশয়॥
মুখের হাসি চোখের ভাষা, বিলিয়ে দিছি ভালবাসা,
ওজন ক'রে আদায় দিয়ে, করতে আছি হৃদয় জয়,
মরণ নিয়ে ঘর করি, তাই হ'য়ে গেছি মৃত্যুঞ্জয়॥

ময়না। শুনছেন মশাই, আপনাকে মোটে আমলই দিচ্ছে না!

সুদেব। সব অকৃতজ্ঞ—সব পাজী! বের ক'রে দে ময়না, আর তুইও বেরিয়ে যা।

ময়না। মশাই—

সুদেব। দুত্তোর মশাই, আমায় টিকৃতে দেবে না দেখ্‌ছি।

ময়না। রাণী-মা—

সুদেব। রাণী-মা হোক্‌, রাণী-বাবা হোক্‌, সে আমি বুঝবো। এখন তুই এদের নিয়ে বেরুবি তো বেরো, নইলে আমি যাচ্ছে-তাই কাণ্ড ক'রে ফেল্‌বো; এই আমি রেগে-মেগে বস্‌লুম।

ময়না। [নর্ত্তকীগণের প্রতি] আয় না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি সঙ দেখ্‌ছিস ?

১ম নর্ত্তকী। সঙ্‌ই বটে।

[সুদেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সুদেব। সব পাজী, ইস্তক হালের গরুটা পর্য্যন্ত; কারু ভেতর ছিটে-ফোঁটা বুদ্ধি নেই। ধমক দিলে ভয় খায় না, রেগে উঠলে থর্‌-থর্‌ ক'রে কাঁপে না; এ রাজ্যিটাই অকৃতজ্ঞ।

গজাননের প্রবেশ।

সুদেব। তুমি আবার কে ?

গজানন। আমি গজানন।

সুদেব। হ'লেই বা তুমি গজানন, তা ব'লে কি আমি জল হ'য়ে যাবো ? স'রে পড়, আমি রেগেছি দেখ্‌ছো ?

গজানন। দেখ্‌ছি তো, সর্ব্বশরীর ভয়ে থর্‌-থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌ছে।

সুদেব। ভয়ে ? তুমিও দেখ্‌ছি ওই পাজীর দলের। সর্‌ বল্‌ছি, নইলে ম'লে !

গজানন। তা না হয় ম'লুম্‌, কিন্তু আপনি যে গেলেন !

সুদেব। কোথায় গেলুম ?

গজানন। চুলোয়; মহারাজের তলপ হয়েছে।

সুদেব। কে মহারাজ? মহারাজ আমায় ডাকে কি ব'লে?

গজানন। শালা ব'লে।

সুদেব। এ তো ভারি অন্যায়! উঠ্‌তে বস্‌তে খালি তলপ! দিদিকেই না হয় বিয়ে করেছে, আমাকে তো আর করে নি!

গজানন। না, তা আর কখন কর্‌লে!

সুদেব। দেখ বোঁচানন!

গজানন। বোঁচানন নয়—গজানন।

সুদেব। আচ্ছা, তাই হ'লো। দেখ, এদেশের লোকগুলো মনে করে, আমি রাজার শালা ব'লে যেন সবারই শালা।

গজানন। আজ্ঞে, তা কি হয়? অন্ততঃ হু'চার জন বাদ যাবে বই কি!

সুদেব। যাক্ গে। আমি যদি রাজা হ'তুম—

গজানন। হ'য়ে পড়ুন না।

সুদেব। কি ক'রে? রাজা রয়েছে যে!

গজানন। উনি তো হু'দিনেই পটল তুল্‌বেন।

সুদেব। তারপর প্রবীর আছে না?

গজানন। তার আর ক'দিন! অর্জ্জুনের এক টিপুনিতেই অক্কারাম হবে।

সুদেব। অর্জ্জুনটা কে? দুর্য্যোধনের ছেলে বুঝি?

গজানন। আজ্ঞে না, দ্রৌপদীর মেসো।

সুদেব। সে এখানে আস্‌ছে না কি?

গজানন। এসেছে, অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে।

সুদেব। তবে একটা কিছু না হ'য়ে যায় না, কি বল?

গজানন। তা তো বটেই!

সুদেব। তবে আমার রাজা হবার আশঙ্কা আছে!

গজানন। খুব আশঙ্কা আছে; আপনি হাত-পা ধুয়ে ঠিক হ'য়ে থাকুন।

সুদেব। যদি রাজ্য পাই. বৌচানন—

গজানন। গজানন—গ—জা—ন—ন।

সুদেব। যাই হোক্, রাজ্য পেলে একবার সৎমাকে দেখে নেবো।

গীতকণ্ঠে বিঘ্নলোচনের প্রবেশ।

বিঘ্নলোচন।—

গীত।

ফল্‌বে না রে ফল্‌বে না।
তুমি যতই কেন ফন্দি আঁট,
তোমার মাকাল গাছে অমৃত ফল ফল্‌বে না॥
এ যে উত্তাল সাগর ঘন ঘোর, জীর্ণ তরণী তোর,
এক নিমিষে তলিয়ে যাবে, তোরে জলতলে দেবে গোর,
তখন হাঁক-ডাকে আর দীর্ঘশ্বাসে একটী আঁখি গল্‌বে না—
মুখ ফিরিয়ে হাস্‌বে জগৎ, একটী কথা বল্‌বে না॥

[প্রস্থান।

সুদেব। এ কে রে? ইস্, ঘরটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া ক'রে গেল!

গজানন। তাই তো; লোকটা কে? কি ভয়ানক দৃষ্টি বাবা! যাক্—চলুন।

সুদেব। চল। [যাইতে যাইতে] দেখ বৌচানন!

গজানন। আবার বৌচানন?

সুদেব। দেখ, তুমি মনে ক'রো না যে আমি রাজার হুকুমে যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি নিজের রাগে।　　　　[প্রস্থান।

গজানন। তা তো বুঝ্‌তেই পার্‌ছি।　　　　[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মাহিষ্মতী—রাজসভা।

বীরবল ও নীলধ্বজের প্রবেশ।

নীলধ্বজ। বিষম সমস্যা সেনাপতি! শুনেছ বোধ হয়, পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব মাহিষ্মতীপুরে প্রবেশ করেছে, সঙ্গে ভীমার্জ্জুন? তিল মাত্র অবসর নেই; এই মুহূর্ত্তেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতে হবে। হয় মাহিষ্মতীর বুকের উপর দিয়ে দিগ্বিজয়ী পাণ্ডবের রথচক্র অবাধে চ'লে যাবে, না হয় এর শ্যামায়মান শস্যক্ষেত্র নররক্তে রঞ্জিত হ'য়ে উঠ্বে। বল, তোমার কি অভিরুচি?

বীরবল। আমার অভিরুচি মহারাজ? আমার অভিরুচি পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব দ্বিখণ্ডিত ক'রে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া। আমি চাই ধনঞ্জয়ের বিশ্বগ্রাসী দুরাকাঙ্ক্ষায় এমন কুঠারাঘাত করতে, যাতে পাণ্ডব-সৈন্য শৈলাপহত তরঙ্গের মত অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে এ দেশ থেকে চিরদিনের জন্য চ'লে যায়। রাজসূয়-যজ্ঞে সমগ্র জগৎ রাজা যুধিষ্ঠিরকে উপঢৌকন দিয়েছে, কুরুক্ষেত্রে অসংখ্য রাজন্যবর্গ তার পাশে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর তাণ্ডব-লীলা দেখেছে, তাতেও সাধ মেটে নি, আজ আবার অশ্বমেধের অনুষ্ঠান ক'রে তারা চায় আমাদের সবাইকে শৃঙ্খলিত করতে। এরা এতই কি শক্তিমান?

সহসা অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। হ্যাঁ, এরা এতই শক্তিমান। এদের ধর্ম্মবলে মৃত্যু-মলিন দেহে প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে, কোদণ্ডটঙ্কারে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাকাল

মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে, প্রেমের আহ্বানে স্বয়ং নারায়ণ এসে রথ-রশ্মি ধারণ করেন। কত বল্‌বো সেনাপতি! এদের বাহুবল পৃথিবীর বিস্ময়, এরা সঙ্কল্পের বেদীমূলে ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনকে ছাগশিশুর মত বলি দেয়। এই পাণ্ডব যখন রণভেরী বাজিয়ে কঙ্করময় পার্ব্বত্যভূমে তার বিজয়-শকট চালাবে, তখন গিরিরাজ হিমালয়ও সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেবেন, মাহিষ্মতী তো একটা তুচ্ছ জনপদ!

নীলধ্বজ। শুন্‌ছো—শুন্‌ছো সেনাপতি?

বীরবল। বৈশ্বানর!

অগ্নি। তুমি দেখ নাই—পাণ্ডবের সে অমিত বিক্রম দেখ নাই সেনাপতি! শুধু পাখীর কণ্ঠে জয়গান শুনেছ, জলপ্রবাহে কুরুক্ষেত্রের রক্তস্রাব দেখেছ, বীরশূন্যা বসুন্ধরার করুণ আর্ত্তনাদের একটু আভাস পেয়েছ মাত্র! আমি দেখেছি সেই খাণ্ডবদাহন। চোখের পলক পড়ে নি, মুখে ভাষা সরে নি, নির্ব্বাক্ পুত্তলিকার মত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। যখন জ্ঞান হ'লো, চেয়ে দেখি—আমার সম্মুখে অমন যোজনবিস্তৃত অরণ্যানী শ্মশানের ভস্মরাশি বুকে নিয়ে নিথর হ'য়ে প'ড়ে আছে।

নীলধ্বজ। তা হ'লে কি করা যায় বৈশ্বানর?

অগ্নি। সসম্মানে ভীমার্জ্জুনকে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসুন। চিরদুর্ব্বল এই মাহিষ্মতী আজ শক্তিমান পাণ্ডবের সঙ্গে মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হোক্; জগতের কোন শত্রু আর তার কেশস্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

বীরবল। তোমার দেবত্বের অভিমান এখানে টিক্‌বে না বৈশ্বানর!

অগ্নি। [উত্তেজিতভাবে] সেনাপতি!

নীলধ্বজ। বাক্-বিতণ্ডা রাখ বৈশ্বানর! সময় সঙ্কীর্ণ; বল, কি ভাবে আমরা ভীমার্জ্জুনের সম্বর্দ্ধনা কর্‌বো?

অগ্নি। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে।

বীরবল। তরবারি দিয়ে।

অগ্নি। মহারাজ! বীরপূজা শাস্ত্রের বিধান।

বীরবল। কিন্তু যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

অগ্নি। কিন্তু যুদ্ধ করবে কি নিয়ে সেনাপতি?

বীরবল। বুকভরা আশা নিয়ে, হৃদয়ভরা উৎসাহ নিয়ে, দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে। মরতে যদি হয়, আমি আগে মরবো; নরকে যেতে হয়, আমি শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে আগে আগে চলবো, মাহিষ্মতী আসবে আমার পশ্চাতে।

অগ্নি। তুমি ভ্রান্ত; মরুভূমির মৃগ-তৃষ্ণিকায় সলিল সন্দেহ ক'রে উল্লাসে এগিয়ে চলেছ। জান না, ঐ তপ্ত দগ্ধ মরুভূমির অনল-তরঙ্গে তোমার মত শত শত সেনাপতি মুহূর্ত্তে ছাই হ'য়ে যাবে, থাকবে শুধু একটা অনুশোচনার আর্ত্তনাদ; যুগের পর যুগ ধ'রে সেই এই মাহিষ্মতীর মুষ্টিবদ্ধ হস্ত শিথিল ক'রে দেবে।

নীলধ্বজ। বীরবল!

বীরবল। আমি যুদ্ধ চাই রাজা!

অগ্নি। কেন মরবে উন্মাদ? কতকগুলো সিংহশিশুর মস্তক অকারণ স্কন্ধচ্যুত হবে, কতকগুলো শান্তির সংসার ছারখার হ'য়ে যাবে, আবার কতকগুলো বিধবার করুণ আর্ত্তনাদে আকাশ প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠবে। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর ছিন্ন শির দেখেও কি আশা মেটে নি তোমার? কি আছে আর এ পৃথিবীর? একটা স্মৃতি—একটা স্বপ্ন—একটা দাহ!

গীতকণ্ঠে বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসুন্ধরা।— **গীত।**

শুধুই দাহ, শুধুই জ্বালা, জ্বালাময় ধরাতল।
হৃদয়ে হৃদয়ে শুধু মরুভূমি, শুধু ঝরে আঁখিজল॥

ভাঙ্গা এ বীণায় ওঠে নাকো বোল, ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার,
স্মৃতির পাতায় জমা হ'য়ে আছে শত শত হাহাকার,
আর ব্যথা বুকে দিও না পাষাণ,
এ কাল-নিশার হোক্ অবসান,
ব'য়ে যাক্ আজি ধরণীবক্ষে শান্তির পরিমল॥

[প্রস্থান।

নীলধ্বজ। শুন্‌ছো—শুন্‌ছো বীরবল, মাহিষ্মতীর মাটি ফুঁড়ে আজ দগ্ধ দীর্ণ ভারতের মর্ম্ম-বাণী বেরিয়ে আস্‌ছে। সে আজ কি চায়, জান? একটু শান্তি। তুমি ঠিক বলেছ বৈশ্বানর! কিসের বীরত্ব, কিসের অভিমান? এ পাণ্ডবের অশ্বমেধ নয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপনের মহাব্রত; এ ব্রত উদ্‌যাপনে মাহিষ্মতীর প্রত্যেক প্রজা ভীমার্জ্জুনের পতাকাতলে মাথা পেতে দেবে।

প্রবীরের প্রবেশ।

প্রবীর। কিন্তু আমি দিতে পার্‌বো না পিতা!

নীলধ্বজ। প্রবীর!

প্রবীর। ক্ষমা করুন পিতা! আমার এই সুজলা সুফলা শ্যামা জন্ম-ভূমির ঘরে ঘরে আমায় মরণের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়ে যেতেই হবে।

নীলধ্বজ। প্রবীর!

প্রবীর। পিতা! আমায় আদেশ দিন, আমি পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব আবদ্ধ করি।

অগ্নি। কুমার!

প্রবীর। আমায় টলাতে পার্‌বে না বৈশ্বানর! আমি আজন্মের সংস্কার দূরে ফেলে দিয়ে হিমাদ্রির মত অটল হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। পিতা! আদেশ দিন।

নীলধ্বজ। তা হয় না প্রাণাধিক! তুমি বালক, মাহিষ্মতীর এক-মাত্র আশা-ভরসা; তোমাকে আমি সাধ ক'রে যমের মুখে ঠেলে দিতে পার্‌বো না।

বীরবল। ক্ষত্রিয় পিতা চিরদিনই তার নয়নানন্দ পুত্রকে যমের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আজ মাহিষ্মতীর দুর্দ্দিন, ক্ষত্রিয়ের চরম দুর্ভাগ্য, তাই তার রাজ-সিংহাসনে আজ পিতার স্থান হয়েছে, রাজার স্থান হয় নি।

প্রবীর। আদেশ দিন পিতা! মিনতি কর্‌ছি—আমায় আদেশ দিন, আমি এই অর্জ্জুনকে একবার দেখ্‌বো।

অগ্নি। তুমি আবার কি দেখ্‌বে উন্মাদ? কর্ণ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, সবাই দেখে দেখে নীরব হ'য়ে গেল, কালান্তক যমের মত নারায়ণী সেনা একটা নিঃশ্বাসের ভর সইলে না, অমন শক্তিশালী নিবাত-কবচ সবংশে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌লে, আজ তুমি তাকে কি দেখ্‌বে বালক? কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে নরকপালের সংখ্যা গণনা ক'রে এসো, কতকটা বুঝ্‌তে পার্‌বে। প্রবীর! অর্জ্জুনকে নাগপাশে ধরা যায় না, তাকে পাওয়া যায় নারায়ণপূজার মধ্য দিয়ে। পূজা দাও—পূজা দাও, কুসুম-চন্দন আন, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাও; তারই ভাষায় তাকে অভ্যর্থনা ক'রে বল—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

প্রবীর। আমি তা পার্‌বো না বৈশ্বানর!

নীলধ্বজ। অবুঝ হ'য়ো না প্রবীর! আমি তোমায় কোন মতেই অনুমতি দিতে পার্‌বো না।

প্রবীর। অনুমতি না পেলেও এ কার্য্যে আমায় অগ্রসর হ'তে হবে; আমি প্রতিশ্রুত।

নীলধ্বজ। শুন্‌ছো বৈশ্বানর, শুন্‌ছো? এই আমার পুত্র, যার ক্ষুধিত মুখে আহার্য্য তুলে দিতে নিজের ক্ষুধা মনে থাকে নি—

প্রবীর। ক্ষমা করুন পিতা! এ ছাড়া অন্য উপায় নেই; এ আমার মায়ের আদেশ।

নীলধ্বজ। মায়ের আদেশ? আর আমি তোমার পিতা না? আমার প্রতি তোমার কোন কর্ত্তব্যই নাই, কেমন? ওঃ, এরই নাম সন্তান! অকৃতজ্ঞ—অবাধ্য—নিষ্ঠুর!

প্রবীর। আমি অকৃতজ্ঞ নই পিতা! আমি আমার মায়ের সন্তান।

নীলধ্বজ। তবে তুমি মায়ের সন্তান হ'য়েই থাকো, পিতার পুত্র হ'য়ে তোমার কাজ নাই। আমি এই রাজ্য একজন পথের ভিক্ষুককে বিলিয়ে দিয়ে যাবো।

প্রবীর। আমায় রাজ্যের লোভ দেখাবেন না পিতা! আমার মায়ের একবিন্দু অশ্রুজলে অমন শত সহস্র রাজ্য নিমিষে তলিয়ে যায়।

অগ্নি। ভুল বুঝ্‌লে কুমার! মাহিষ্মতীর শেষ রক্তবিন্দু শোষণ কর্‌লেও এ ভুলের সংশোধন হবে না। না—আর হ'লো না, মাহিষ্মতীর লোমহর্ষণ ভবিষ্যৎ আমি নখদর্পণে দেখ্‌তে পাচ্ছি। আজ যেখানে মনোহর পুষ্পোদ্যান, কাল দেখ্‌বে সেখানে একটা মহাশ্মশান!

[প্রস্থান।

বীরবল। ক্ষুব্ধ হ'য়ো না যুবরাজ! মহাশ্মশানই যদি জ্বলে, আমি আগে নিজেকে আহুতি দেবো, তার পূর্ব্বে তোমার একটা কেশও দগ্ধ হবে না।

নীলধ্বজ। বীরবল!

বীরবল। মহারাজ! বীরবল এই প্রথম রাজশক্তিকে অমান্য কর্‌লে; এ পাপের প্রায়শ্চিত্তকে কর্‌বো মাহিষ্মতীর গৌরবরক্ষায় আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ আহুতি দিয়ে।

[প্রস্থান।

নীলধ্বজ। ওঃ—এই পুত্র! এই পুত্র আমায় পুন্নাম নরক থেকে উদ্ধার করবে? দুরাশা—দুরাশা!

[প্রস্থান।

প্রবীর। কে তুমি ত্রিকালদর্শী ঋষি, আমার শ্রবণে বীণানিন্দিত স্বরে গান করছো—পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাহি পরমন্তপঃ? আবার তুমি কে? জলধির কলনাদ, মেঘের গর্জ্জন, ঝটিকার হুঙ্কার একসঙ্গে মিশিয়ে গভীর ওঙ্কারে বলছো—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। কে বড়? গর্ভধারিণী জননী, না জন্মদাতা পিতা? পিতা স্বর্গ, আর মা স্বর্গাদপি গরীয়সী। তবে আমার দোষ নাই শাস্ত্রকার! তুমি পিতাকে দিয়েছ স্বর্গ, মাকে রেখেছ স্বর্গের উর্দ্ধে। পিতার সন্তোষে দেবতারা তুষ্ট, আর মায়ের পদতলে তেত্রিশ কোটি দেবতা। ~~মা! মা! তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।~~

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গীত।

ভুলিস্‌নে ভাই, সুধার আকর মায়ের নাম।
এ নামের ইন্দ্রজালে শুক্‌নো গাঙ্গে জোয়ার খেলে,
নেমে আসে মর্ত্ত্যবাসে শান্তিভরা স্বর্গধাম॥
রোগের জ্বালা, শোকের তাপ, ভয় ভাবনা কিছু নয়,
মায়ের চরণরেণু মাথায় নিলে এক নিমিষে সর্ব্ব ক্ষয়,
কাজ কি রে ভাই গয়া কাশী, ঘরে বাঁধা তীর্থরাশি,
স্বর্গাদপি গরীয়সী একাধারে শ্যামা শ্যাম॥

[প্রস্থান।

বটুকের প্রবেশ।

বটুক। ঢের ঢের ঘোড়া দেখেছি বাবা, কিন্তু অশ্বমেধের ঘোড়ার মত অমন পাজী ঘোড়া আর কোথাও দেখি নি। সুমুদ্দির যেন মাথার দিব্বি, সোজা পথে চল্‌বে না। কখনও নাচ্‌তে নাচ্‌তে পাহাড়ে উঠ্‌লেন, কখনও কাঁটাবনের ভেতর দিয়ে চোঁ-চা দৌড় মার্‌লেন! এঃ—সমস্ত গা-টা ছ'ড়ে গিয়েছে। আঃ—রাত জেগে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে। [নিদ্রাভরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঢুলিতে লাগিল।]

মন্নুলালের প্রবেশ।

মন্নু। বাপ ! একখানা চড় ; মাথাটা বন্-বন্ ক'রে ঘুর্‌ছে ! ওঃ, বেটা ভগীরথ কে গা ? এক চড়ে মাথাটার দফা-রফা ক'রে দিলে !

বটুক। [নাসিকাধ্বনি]

মন্নু। নাক ডাকাচ্ছে কে বাবা ?

বটুক। [নাসিকাধ্বনি ও মুখে ভোঁস্-ভোঁস্ শব্দকরণ।]

মন্নু। আবার ভোঁস্-ভোঁস্ ক'রে নিঃশ্বাস ছাড়্‌ছো যে ? তবে তুমি বাবা না হ'য়ে যাও না ! ও বাবা ! বাবা !

বটুক। [পূর্ব্ববৎ নাসিকাধ্বনি]

মন্নু। [উচ্চৈস্বরে] ও বাবা ! বাবা !

বটুক। কে ?

মন্নু। আমি মন্নুলাল।

বটুক। আচ্ছা। [পুনঃ নাসিকাধ্বনি]

মন্নু। আবার নাক ডাকে ! আঃ—শোন না !

বটুক। [নাসিকাধ্বনি]

মন্নু। খবরদার বল্‌ছি, নাকডাকা বন্ধ কর।

বটুক। কে—মন্নু ? তুই এখানে যে ? ঘোড়া কোথায় ?

মন্নু। ঘোড়া লোপাট।

বটুক। বলিস্ কি রে মন্নু ? এই পাহাড়ে দেশে ঘোড়া ফাঁক ?

মন্নু। শুধু ঘোড়া ! আমার মাথাটাও চিচিংফাঁক ক'রে দিয়েছে।

বটুক। সে কি ?

মন্নু। তবে আর বল্‌ছি কি ? একখানা চড়—

বটুক। চড় ?

মন্নু। হ্যাঁ—একখানা চড়। একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া ফস্ ক'রে এসে লাগামটা ধর্‌লে; অপরাধের মধ্যে বলেছি—ঘোড়া ধরিস্ নি, অমনি একখানা চড়! মাথার মধ্যে ভোঁ-ভোঁ, কানের মধ্যে সোঁ-সোঁ, চোখের মধ্যে ধাঁ-ধাঁ, আর পেটের ভেতর খাঁ খাঁ কর্‌ছে।

বটুক। বলি, ঘোড়াটা ধর্‌লে কে?

মন্নু। তা কি আমায় জান্‌তে দিলে? এসেই একখানা চড়! আমার মাথাটা—

বটুক। থাম্ ব্যাটা! তোর মাথা গোল্লায় যাক্। এক চড়েই ঘুরে পড়্‌লি? বলি, নামটাও তো জিজ্ঞেস কর্‌তে হয়?

মন্নু। যাও—যাও! বলি, সে রকম চড় কখনও খেয়েছ? কি বল্‌বো যে আমার নজর ঠিক থাক্‌ছে না, নইলে তোমাকে একবার মেরে দেখাতুম।

বটুক। কি বল্‌লি নচ্ছার? মার্‌বো এক—[চড় বাগাইল।]

মন্নু। মার্‌বে কোথায়? মাথা কি আর আছে ছাই!

বটুক। ওঃ, এমন হতভাগাও হয়! তোর মত ছেলের বাপ হওয়ার চেয়ে বাঁজা হওয়া ঢের ভাল। [প্রস্থান।

মন্নু। আর তোমার মত লোকের বাবা হওয়ার চেয়ে মামা হওয়া ঢের ভাল।

বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। মন্নু! মন্নু! তুমি এখানে যে? অশ্ব কোথায়?

মন্নু। অশ্ব? সে এতক্ষণ ভস্ম।

বৃষকেতু। সে কি?

মন্নু। আর সে কি? মশায়, গো মশায়, বল্‌লে না পেত্যয় যাবে;

আমি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াচ্ছি, এমন সময় নদীর ভেতর থেকে একটা না পরী উঠে এক নিঃশ্বাসে ঘোড়াটাকে কোঁৎ ক'রে গিলে ফেল্‌লে ; আমার দিকেও হাত বাড়িয়েছিল, আমি একবারে কাছা খুলে চোঁ-চা দৌড় !

বৃষকেতু। [মন্নুকে চপেটাঘাত করিয়া] মূর্খ! ওই পাহাড়ের উপর অশ্বপৃষ্ঠে কে ?

মন্নু। যাক্ বাবা, এক গালে চড় খেয়ে মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল, এতক্ষণে সোজা হ'লো।

বৃষকেতু। চিন্‌তে পার্‌ছো ? ওই অশ্ব কার ?

মন্নু। আমাদের ব'লেই তো মনে হ'চ্ছে। পরী বেটি কি ঘোড়া খেয়ে আরোহীশুদ্ধ প্রসব কর্‌লে ?

বৃষকেতু। ছুটে যাও, আরোহীর পরিচয় নিয়ে ফিরে এসো।

মন্নু। শুধু পরিচয় নিয়ে ফির্‌বো ? এ চড় ভগীরথকে সুদ সমেত ফিরিয়ে দেবো, তবে আমার নাম মন্নুলাল।

[প্রস্থান।

বৃষকেতু। যুদ্ধ ! যুদ্ধ ! যুদ্ধ !
শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য হবে সংস্থাপন—
পাণ্ডবের জয়গানে বিধূনিত
হবে ভূমণ্ডল ; আর আমি ?
বিশ্বমাঝে কলঙ্কিত
চিরদিন সূতপুত্র কর্ণের সন্তান।
কত নদ-নদী, গিরি উপবন,
সাগর তটিনী অতিক্রমি দেশে দেশে
বহিলাম পাণ্ডবের বিজয়-বারতা,

কার তরে? মেদিনীর দীর্ণ বক্ষে
রথচক্রগ্রাস, হস্তিনার সভামাঝে
শত শত কলঙ্ক-কাহিনী
অন্যভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি আজ?

গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। না, হয় নাই—হবে না কখনো;
বৃথা তব কোদণ্ডটঙ্কার,
বৃথাই সমরক্ষেত্রে তপ্ত রক্ত ঢালা,
বৃথা—বৃথা পাণ্ডবের পাদুকালেহন।

বৃষকেতু। নারী!—নারী!

গঙ্গা। এই ধনঞ্জয় চিরশত্রু তব জনকের।
প্রখর উত্তাপে শুকায়েছে উন্মেষিত
মনুষ্যত্ব তার, পদে পদে মুখে তার
লেপিয়াছে কলঙ্ক-কালিমা।
রথহীন অস্ত্রহীন বীর বৈকর্ত্তন
এই অর্জ্জুনের শরাঘাতে
ফেলিয়াছে অন্তিম-নিঃশ্বাস।

বৃষকেতু। যাও নারী! অন্তরের নিরুদ্ধ গুহায়
আছে মোর শত শত করুণ কাহিনী,
অগ্নির স্ফুলিঙ্গে লেখা সমাচ্ছন্ন
ভস্মরাশিতলে; নির্দ্দয় কঠিন করে
উন্মুক্ত ক'রো না তায়,
এ দেহের তন্ত্রী ছিঁড়ে যাবে।

গঙ্গা। যাক্—প্রাণহীন দেহ
অচেতন কাষ্ঠ-পুত্তলিকা সম;
কিবা ফল বৃষকেতু এ দেহধারণে?

বৃষকেতু। প্রাণহীন দেহ?

গঙ্গা। নহে? যে অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধারণে
আর্ত্ত শরণাগত জনকে তোমার
ক্ষুদ্র পতঙ্গম সম করিল নিধন,
তাহারি পশ্চাতে আজি উল্লাসে নাচিয়া
কোন্ মুখে ফেরো মূর্খ দেশ-দেশান্তরে?
ওঠো—জাগো! হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে
থাকে যদি এক বিন্দু আত্ম-অভিমান,
এ শাঠ্যের দাও প্রতিফল।
নিয়ে এসো দেহচ্যুত পার্থের মস্তক,
চূর্ণ কর পাণ্ডবের বিশাল বাহিনী,
অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞে অশ্বসনে পঞ্চ ভ্রাতা
পাণ্ডবেরে দেহ বলিদান।

বৃষকেতু। পাণ্ডবেরে বলিদান?

গঙ্গা। যদি নাহি পার, তবে তব জনকের
অতৃপ্ত কামনা দ্বারে দ্বারে
তৃষিত চাতক সম মরুক্ কাঁদিয়া,
অশ্রুজলে তার মরুভূমে বহুক্ তটিনী;
আর তুমি, দন্তে ধরি পাণ্ডবের
ছিন্ন পাদুকায়, দেশ হ'তে দেশান্তরে
ঘুরে মর কুক্কুরের সম। [প্রস্থান।

বৃষকেতু। আমায় কোন্ পথে নিয়ে চলেছ নিয়তি? স্বর্গে না নরকে? আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে, না মন্দাকিনীর গৈরিক ধারায়? ঈশ্বর! আমায় পথ ব'লে দাও।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কিসের পথ বৃষকেতু?

বৃষকেতু। পিতৃব্য!

অর্জ্জুন। চোখে জল, মুখে বিষাদ,—অন্তরে বুঝি তোমার বিপ্লব চল্‌ছে বৃষকেতু? কেন প্রাণাধিক? পাণ্ডবের শেষ আশা-প্রদীপ, বীর বৈকর্ত্তনের স্মৃতির দীপশিখা! তোমার মুখে আবার মলিনতার ছাপ কেন?

বৃষকেতু। পিতৃব্য!

অর্জ্জুন। বৎস! তুমি জান না, তোমার চোখে একবিন্দু অশ্রু দেখ্‌লে আমার বুকে কি শেল বাজে। ওরে, তোর মুখে যে আমি অভিমন্যুর ছবি দেখ্‌ছি; যখন তার সেই অসহায় আর্ত্তনাদ আমার কানে বিষ ঢেলে দেয়, তখন তোর মুখের দিকে চেয়ে আমি যে সব ভুলে যাই।

বৃষকেতু। [স্বগত] নারায়ণ! নারায়ণ! আমায় রক্ষা কর—আমায় বিস্মৃতি দাও!

অর্জ্জুন। বৃষকেতু!

বৃষকেতু। পিতৃব্য! এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে চলুন; এর বাতাসে হিংসার বিষ আছে, আমার শরীরে কাঁটার মত বিঁধ্‌ছে। এরা যাদু জানে, আমাদের অস্তিত্ব লোপ কর্‌বে। চলুন—পালিয়ে চলুন।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। যাবার উপায় নেই বৃষকেতু! পথে তারা কণ্টক ছড়িয়ে দিয়েছে।

অর্জ্জুন। আর্য্য!

ভীম। সংবাদ পাও নাই, মাহিষ্মতীর যুবরাজ প্রবীর যজ্ঞীয় অশ্ব আবদ্ধ করেছে?

অর্জ্জুন। এই ক্ষুদ্র মাহিষ্মতী সম্রাট যুধিষ্ঠিরের বিপক্ষে অস্ত্র তুল্‌তে চায়? উত্তম। দাদা! তবে শিবিরস্থাপনের আদেশ দিন।

ভীম। অর্জ্জুন! প্রবীর বালক।

অর্জ্জুন। বালক ব'লে আগুন তো কাউকে ক্ষমা কর্‌বে না, সর্প তো ছেড়ে কথা কয় না, তবে ভীমার্জ্জুন প্রবীরকে কেন মার্জ্জনা কর্‌বে দাদা?

ভীম। কেন কর্‌বে, তা জানি না ভাই! তবে এ যুদ্ধটা আর আমার ভাল লাগ্‌ছে না অর্জ্জুন! দেখ, যদি বিনা যুদ্ধে—

অর্জ্জুন। উত্তম। বৃষকেতু!

বৃষকেতু। তাই হোক্ পিতৃব্য! আমি মাহিষ্মতীর রাজপ্রাসাদে চল্‌লাম। যদি অশ্ব ফিরিয়ে দেয়, উত্তম; না দেয়, আমি যুদ্ধের নিমন্ত্রণ দিয়ে আস্‌বো।

[প্রস্থান।

ভীম। অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। উপায় নেই দাদা! এ দুর্ব্বুদ্ধির জন্য মাহিষ্মতীকে অশ্রু-জলে ভাস্‌তেই হবে। আমি কি কর্‌বো? এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের বেদীমূলে আমার কুসুম-কোমল সন্তান বলি দিয়েছি, ভাই-বন্ধুর তাজা রক্ত ঢেলে পূজা-প্রাঙ্গণ কর্দ্দমাক্ত করেছি। আমি তো শান্তিই চেয়েছিলাম; এক দিকে শ্রীকৃষ্ণের গীতা, অন্য দিকে তোমার উত্তেজনা, এই দু'য়ের মাঝখানে আমার স্নেহ-করুণায় পুষ্পিত জীবনের সমাধি হ'য়ে গেল। আজ আমি মূর্ত্তিমান্ সংহার—সংহার—সংহার!

গীতকণ্ঠে প্রজাগণের প্রবেশ।

প্রজাগণ।—

গীত।

ওগো নররূপী নারায়ণ!
মোদের সুখের ঘরে কিসের তরে তুমি জ্বালতে এলে হুতাশন॥
তোমার বিজয়-রথের যাত্রাপথে মোরা কাঁটা হ'য়ে ফুট্‌বো না,
যজ্ঞফলের একটী কণা স্বপ্নে কভু লুট্‌বো না,
গলাগলি ভাই ভাই, মোরা শুধু বাঁচতে চাই,
হবো না কারো সুখের কাঁটা, কর ক্রুদ্ধ অসি সম্বরণ।
দীনের হ'তে আমরা দীন,
হৃদয়ে নাই উচ্চ আশা, অন্ন-বস্ত্র-শক্তিহীন,
রাহুর মত গ্রাস ক'রো না মোদের সোনার বৃন্দাবন॥

অর্জ্জুন। হবে না—হবে না; সংহার! সংহার!

[প্রস্থান।

ভীম। কাঁদ মাহিষ্মতী, কাঁদ; অশ্রুর প্লাবনে তোমার শত্রুর শেষ চিহ্নটী পর্য্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যাও; ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে, সবার হাতে হাতে অস্ত্র তুলে দাও; আর ভগবানের পায়ে সহস্র বক্ষের মিলিত দীর্ঘশ্বাস অঞ্জলি দিয়ে জানাও, যেন এই মুহূর্ত্তে পৃথিবীটা চৌচির হ'য়ে গিয়ে ভীমার্জ্জুনকে অতল সমাধি দান করে।

[সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির-প্রাঙ্গণ ; সম্মুখে বিগ্রহ।

গীতকণ্ঠে পুরবাসিনীগণের প্রবেশ।

পুরবাসিনীগণ।—

গীত।

গোকুল-দুলালং কদম্বমালং নমামি চারু পীতবেশম্।
বংশীবয়ানং রাধাহৃদি-শয়ানং নবঘন-কুঞ্চিত-কেশম্॥
কোকিল-কুহরিত নিকুঞ্জ কাননে, বিগত চিরং সখে মধুযুত উপবনে,
এহি এহি মাধব ত্বংহি ভবধব, বিতর মে করুণালেশম্॥
ত্বংহি মূলাধার নিখিল ঈশ্বর, ভুজযুগে শক্তি অজো অবিনশ্বর,
দেহি রাধাবল্লভ চারু পদপল্লব, চিরসুখ শান্তি দেশম্॥

[প্রস্থান।

জনার প্রবেশ।

জনা। তুমি পাষাণের দেবতা, তুমি নির্জ্জীব পুত্তলিকা। আমি ষোড়শোপচারে তোমার পূজা কর্‌বো, আর তুমি আমারই সুখের সংসার ছারখার কর্‌তে মত্ত হস্তী ছুটিয়ে দেবে! যাও পাষাণ, তুমি পাষাণে মিশে যাও। [বিগ্রহ তুলিয়া লইয়া নিক্ষেপ করিতে উদ্যতা হইলেন।]

সহসা গীতকণ্ঠে চিত্রলেখার প্রবেশ।

চিত্রলেখা।—

গীত।

আমায় দে মা, আমায় দে।
কাঞ্চনে তুই জলে ফেলে অঞ্চলে কাচ তুলে নে।

চিত্রলেখার রক্তলেখায় এই তো তোমার বিধান মা,
দেবতা কেঁদে চ'লে যাবে সুখের আলো জ্বল্‌বে না,
আপন দোষে পূজার ডালি
বিষের থালি হ'য়ে গেল, নিজেই ঘৃতের দীপ নিবালি,
এখন অন্ধকারে ঘোর পাথারে ভাঙ্গা তরী বাইবে কে ?

[জনার হাত হইতে বিগ্রহ লইয়া প্রস্থানোদ্‌যোগ ।]

সহসা অগ্নির প্রবেশ ।

অগ্নি । চিত্রলেখা ! এও তোমার সইলো না ? ক্ষুদ্র মাহিষ্মতীর অস্তিত্ব লোপ করতে দু'দুটো যমের কিঙ্কর পাঠিয়ে দিয়েছ, স্নিগ্ধসলিলা জাহ্নবীর বক্ষে দুরাকাঙ্ক্ষার বাড়বানল জ্বালিয়ে দিয়েছ, তবু তোমার তৃপ্তি নেই ? রাক্ষসী ! মাহিষ্মতীর মঙ্গলময় কুলদেবতাকেও আজ ছিনিয়ে নিতে এসেছ ? আমি দেবো না—কিছুতেই দেবো না। [বিগ্রহ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা ; চিত্রলেখার অন্তর্দ্ধান ।] ওঃ—নিয়তি কেন বাধ্যতে। কি করলে মা—কি করলে ! হাতে ধ'রে পরশমণি ডালি দিলে। ও যে মাহিষ্মতীর প্রাণ, ওর বরাভয় হস্ত তোমাদের অসংখ্য বিপদে রক্ষা ক'রে এসেছে। যাক্‌, আজ মাহিষ্মতী নিঃস্ব—একেবারে নিঃস্ব।

জনা। হোক্‌ নিঃস্ব, তবু আর এ হস্ত দেবতার পায়ে অঞ্জলি দেবে না ; দেবতারা বড় নিষ্ঠুর।

অগ্নি। ভুল—সম্পূর্ণ ভুল। দেবতারা যদি নিষ্ঠুর হ'তো, তা হ'লে চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌তো না, বাতাস স্তব্ধ হ'য়ে যেতো, এতখানি কৃতঘ্নতা স'য়েও পৃথিবী আর তোমাদের ফল-জল যোগাতো না।

নীলধ্বজের প্রবেশ ।

নীলধ্বজ। কাকে কি বল্‌ছো অগ্নি ? ও যে বধির ; ওর কাছে

বীণার ঝঙ্কার অর্থহীন, হিতৈষীর উপদেশ নিষ্ফল। ওঃ, করলে কি নারী? মা নামটা এমন ক'রে তিক্ত ক'রে ফেল্‌লে?

জনা। হ্যাঁ, ফেল্‌লাম। দণ্ড দিতে এসেছ? দাও—দণ্ড দাও!

নীলধ্বজ। ধিক্ তোমার জন্মে, শত ধিক্ তোমার মাতৃত্বে।

অগ্নি। ক্ষান্ত হও রাজা!

নীলধ্বজ। ক্ষান্ত হবো অগ্নি? জান, প্রবীর কি করেছে? পাণ্ডবের অশ্ব আবদ্ধ ক'রে দূতমুখে ভীমার্জ্জুনকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করেছে। পাণ্ডববাহিনী গঙ্গাতীরে শিবির সন্নিবেশ ক'রে রণসাজে সাজ্‌ছে। এখন উপায় কি বৈশ্বানর?

অগ্নি। উপায় সত্যই কিছু নেই রাজা!

জনা। নেই?

অগ্নি। না, এ রাজ্যের ঘোর অমঙ্গল আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। যে দেশে মা সন্তানকে স্নেহের অক্ষয় কবচে ঘিরে না রেখে তার মুখে হলাহল তুলে দেয়, যেখানে পিতার শাসন সন্তান মান্‌তে চায় না, পুত্রের মলিন মুখ দেখে রাজার শাসন-দণ্ড হাত থেকে খ'সে পড়ে, সে দেশের শোচনীয় পরিণাম বিধাতার লেখায় প্রস্তরফলকে আঁকা।

জনা। আর যে দেশে মা তার স্নেহের অঞ্চলে পুত্রকে আবদ্ধ রেখে তার নবনীত-কোমল দেহে রোদের আঁচ লাগ্‌তে দেয় না, সে দেশ বুঝি চিরদিন অক্ষয় হ'য়ে থাকে অগ্নি?

নীলধ্বজ। রাণী!

জনা। রাক্ষসী বল—পিশাচী বল।

নীলধ্বজ। রাক্ষসীর বুকেও পুত্রস্নেহ থাকে।

জনা। আমার নেই।

অগ্নি। কিন্তু আমি যে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমার এক চক্ষে জ্বালাময়

হুতাশন, অন্য চক্ষে মমতার শীতল প্রস্রবণ; উপরে কঠিন আবরণ, অন্তরের মধ্যে করুণার ফল্গুধারা। মা! মা! কার অঙ্গুলিসঙ্কেতে তুমি নিজের বুকে বজ্রাঘাত কর্‌তে চলেছ?

জনা। অগ্নি!

নীলধ্বজ। তুমি তো এমন ছিলে না রাণী! পশু-পাখীর ব্যথাতেও তোমায় দু'চক্ষে বান ডেকে আস্‌তো? এ আমার দুর্ভাগ্য, মাহিষ্মতীর দুর্ভাগ্য যে, তুমি আজ স্নেহ-করুণা ভুলে রণচণ্ডীর মত খড়্গ তুলে দাঁড়িয়েছ।

জনা। তিরস্কার কর রাজা—তিরস্কার কর! পার তো তোমার ওই শাণিত তরবারি দিয়ে আমার কণ্ঠচ্ছেদ কর। ওঃ, আমি কি কর্‌বো অগ্নি?

অগ্নি। মা! মা! আমি যে কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না; একবার দেখ্‌ছি তুমি খর্পরধারিণী রক্তলোলুপা রণচণ্ডী, আবার মনে হ'চ্ছে তুমি মমতার মন্দাকিনী। বল মা, কে তোমার মাতৃত্বের কণ্ঠরোধ ক'রে ধরেছে?

জনা। জাহ্নবী—যার বরে আজ আমি পুত্রের জননী।

অগ্নি। দেবী জাহ্নবী? তবে আর উপায় কি মহারাজ? দেবতার হাতে আজ বরাভয় নেই, স্নিগ্ধসলিলা ভাগীরথীর বক্ষে আজ বাড়বানল জ্ব'লে উঠেছে। বৃথা আক্ষেপ, বৃথা এই মমতার কান্না! অন্তরের মধ্যে বিস্ফোটক, বাহিরে প্রলেপ দিলে কিছু হবে না রাজা! বেজে উঠুক রণভেরী—গর্জ্জে উঠুক সহস্রকণ্ঠে ভৈরব সিংহনাদ—ঝল্‌সে উঠুক শত্রুশির লক্ষ্য ক'রে শাণিত তরবারি। এক দিকে গঙ্গার জলপ্লাবন, অন্য দিকে ভীমার্জ্জুনের যমদণ্ড; মর্‌তে যদি হয়, মাহিষ্মতী ক্ষত্রিয়ের গৌরব নিয়ে মরুক্।

নীলধ্বজ। তোমরা সবাই এক দিকে অগ্নি? ওঃ—বৈশ্বানর! সন্তান শুধু মাকেই চিন্‌লে, পিতার কাছে তার কোন ঋণ নেই?

অগ্নি। পাশা উল্টে গেছে রাজা! এ প্রকৃতির নিয়ম। একদিন শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনে যখন বনে গিয়েছিলেন, তখন কৌশল্যার শত অনুরোধেও তাঁর সঙ্কল্প টলে নি। আজ উল্টো গাইছে প্রকৃতি; এর কোন প্রতিকার নেই।

[প্রস্থান।

নীলধ্বজ। নারায়ণ! আমায় অপরাধী ক'রো না; আমার নিজের ঘরে আমি বন্দী। তবে তাই হোক্ অগ্নি! মাহিষ্মতীর শান্তিপ্রিয় প্রজাগণের ঘরে ঘরে আজ অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা বেজে উঠুক্, আর আমিও বহু দিনের জড়তাচ্ছন্ন দেহটাকে চাঙ্গা ক'রে তুলে মৃত্যুর লীলাতরঙ্গে সাঁতার খেলি।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। মহারাজ! পাণ্ডবের দূত দ্বারদেশে।

নীলধ্বজ। পাণ্ডবের দূত? জনা!

জনা। আমার দিকে তাকালে কিছু হবে না রাজা! একটা তুচ্ছ নারীর সত্যরক্ষার জন্য তোমায় আত্মবলি দিতে হবে না। পাণ্ডবের অশ্ব ফিরিয়ে দাও—অধীনতার শৃঙ্খল প'রে তুমি অনন্তকাল সুখে রাজত্ব কর, আর আমরা মাতা-পুত্রে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াই। [প্রস্থান।

নীলধ্বজ। সত্যরক্ষা? যার জন্য রামের বনবাস, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডালত্ব? কে যেন আমার কানে কানে বল্‌ছে, "নীলধ্বজ! এ নারী বড় নিরুপায়, একে উদ্ধার কর।" না—আমি স্বামীর কর্ত্তব্য

অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো; ক্ষত্রিয় আমি, নিজের হাতে সন্তানকে রণ-সাজে সাজিয়ে দেবো।

বীরবলের প্রবেশ।

বীরবল। তবে কে বলে আমাদের রাজা দুর্ব্বল, কে বলে এ দেশ কাপুরুষের লীলাভূমি? যাও প্রতিহারী, পাণ্ডব-দূতকে এইখানে নিয়ে এসো, আমি তাকে সমুচিত উত্তর দিই। [প্রতিহারীর প্রস্থান।] ওরে, কে আছিস্? ভেরী বাজা, জয়ধ্বনি দে; আজ ক্ষত্রিয়ের রুদ্ধ উৎস খুলে গেছে। জয় মহারাজ নীলধ্বজের জয়।

বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। কে মহারাজ নীলধ্বজ? আপনি? অভিবাদন রাজা!

নীলধ্বজ। অভিবাদন পাণ্ডব-দূত!

বীরবল। কি সংবাদ বহন ক'রে এনেছ দূত?

বৃষকেতু। মহারাজ! পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব আপনার প্রাসাদে আবদ্ধ।

নীলধ্বজ। জানি।

বৃষকেতু। জানেন? আমরা ভেবেছিলাম, মহারাজের অজ্ঞাতসারে কোন ছন্নমতি বালক—

বীরবল। পাণ্ডব-দূত! সে বালক মাহিষ্মতীর যুবরাজ।

বৃষকেতু। যাক্; আমি এসেছি মহারাজকে অনুরোধ করতে, যজ্ঞীয় অশ্ব ফিরিয়ে দিয়ে পাণ্ডবের বশ্যতা স্বীকার—

নীলধ্বজ। আমিও চাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে, পাণ্ডবগণ এই মাহিষ্মতীকে ক'বার মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেছে? কবে, কোন্ দারুণ সঙ্কটে ভীমার্জ্জুন আমার জন্য বুক পেতে দিয়েছে?

বৃষকেতু। আপনার জন্য না দিলেও, ভারতে ধর্ম্ম-সিংহাসন স্থাপনের জন্য তাঁরা অসংখ্য আত্মীয়কে বলি দিয়েছেন।

বীরবল। মিথ্যা কথা; পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্র-রণ হস্তিনার সিংহাসন লাভের জন্য, ভারতে ধর্ম্ম-সিংহাসন স্থাপনের জন্য নয়! অমন মহান্ উদ্দেশ্য যাদের, তারা সম্মুখে ক্লীব রেখে ভীষ্মের মত বীরকে শর-শয্যা দেয় না, রথহীন কর্ণের আর্ত্তনাদ গাণ্ডীবটঙ্কারে ডুবিয়ে দেয় না।

বৃষকেতু। [স্বগত] সেই এক কথা; এরাও শুনেছে সেই শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী। ওঃ—কোথা যাবো? পৃথিবীতে এমন স্থান কি নেই, যেখানে এ কথা কেউ জানে না? [মস্তক অবনত করিল।]

নীলধ্বজ। মাথা হেঁট কর্‌লে যে যুবক? পাণ্ডবের ধর্ম্ম-সিংহাসন-তলে মাথা পেতে দিতে তুমি না আমায় নিমন্ত্রণ কর্‌তে এসেছ?

বৃষকেতু। মহারাজের অভিপ্রায়?

বীরবল। আমিই বল্‌ছি, শোন। মাহিষ্মতী তোমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব রথের চাকায় জুড়ে দেবে, ভীমার্জ্জুনকে পুচ্ছবিমর্দ্দিত বৃষভের ন্যায় দেশ থেকে বিতাড়িত কর্‌বে; আর যেখানে তারা শিবির স্থাপন করেছে, সে অপবিত্র স্থান গঙ্গার জলে ধুয়ে—

বৃষকেতু। কি, ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ—

বীরবল। ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির তোমাদের কাছে, আমাদের কাছে নয়। পরম নির্ভরশীল গুরুকে যে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে হত্যা কর্‌তে পারে, পঞ্চ ভ্রাতার পত্নীকে যে নিজের খেয়ালে পণ রাখে, সে শুধু পাপী নয়—মহামূর্খ।

বৃষকেতু। পাষণ্ড বর্ব্বর! [অসি নিষ্কাশন]

বীরবল। সাবধান দূত! দূতের মত থাক। যাও, বলগে তোমার ভীমার্জ্জুনকে, মাহিষ্মতী মিত্রতা চায় না—যুদ্ধ চায়।

বৃষকেতু। উত্তম। তা হ'লে বিদায় রাজা! মনে থাকে যেন, এ ঔদ্ধত্যের মূল্য তোমায় কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করতে হবে। [বীরবলের প্রতি] তখন বুঝবে, মূর্খ তুমি, না সম্রাট যুধিষ্ঠির?

[প্রস্থান।

বীরবল। মহারাজ!

নীলধ্বজ। সৈন্য সাজাও, আদেশ তো দিয়েছি।

[বীরবলের প্রস্থান।

কঙ্কণের প্রবেশ।

কঙ্কণ। রাজা কই—রাজা কই?

নীলধ্বজ। কি প্রার্থনা আগন্তুক?

কঙ্কণ। তুমিই মাহিষ্মতীর রাজা? তোমার নাম নীলধ্বজ? তোমার ছেলের নাম প্রবীর তো? আঃ—এত দিনে—এত দিনে—

নীলধ্বজ। তোমায় পরিশ্রান্ত বোধ হ'চ্ছে আগন্তুক!

কঙ্কণ। হবে না? কোথায় চোল-রাজ্য আর কোথায় মাহিষ্মতী! ওঃ—পৃথিবীটা যে এত বড়, তা কি আগে জানতুম? এর পরে কি? হ্যাঁ—সব ফাঁক, না? চুলোয় যাক; আমার সব পরিশ্রম দূর হবে শুধু সেই মুখখানি দেখ্‌লে। আহা, কত দিন দেখি নি! যাও—দেরী ক'রো না; এখনি নিয়ে এসো—এখনি নিয়ে এসো।

নীলধ্বজ। কি ভদ্র?

কঙ্কণ। বেশী চালাকি ক'রো না। মনে করেছ, ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও জান্‌বে না? ছেলে বার কর বলছি, নইলে আমি এখানে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হবো।

নীলধ্বজ। যাও বৃদ্ধ, স্থানান্তরে যাও।

কঙ্কণ। কি, স্থানান্তরে যাবো? আমার অন্ধের নড়ি, শিবরাত্রির শল্‌তে তোমার প্রাসাদে বন্দী, আমার ঘর অন্ধকার, সিংহাসন শূন্যি, আর আমি অমনি চ'লে যাবো? তা হবে না; ছেলে দাও বল্‌ছি, নইলে আমি মহাপ্রলয় কর্‌বো।

নীলধ্বজ। কে আপনি? দীনবেশে কোন রাজ-রাজেশ্বর? আপনি কি দীপঙ্করের কোন আত্মীয়?

কঙ্কণ। হে-হে-হে, এই তো চিনেছ! আমি চোল রাজ্যের রাজা; তোমার ছেলে আমার পৌত্রকে কৃতদাস ক'রে রেখেছে। তোমার যে বউ, সে আমারই ঘর আলো কর্‌তো। মাঝখান থেকে তোমার ছেলেটা ধূমকেতুর মত হাজির হ'লো, দু'জনে যুদ্ধ হ'লো, প্রবীর জয়ী হ'য়ে রাজকুমারীকে ছোঁ মেরে নিলে, আর আমার অভাগা নাতিটা তার ক্রীতদাস হ'য়ে রইলো। দাও—ছেলে দাও; বস্তা বস্তা মোহর দেবো—হাজার হাজার জোয়ান ছেলে দেবো, চাই কি রাজ্যও দিতে পারি।

নীলধ্বজ। আসুন রাজা! প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ করুন।

কঙ্কণ। তা তো কর্‌বোই, এসেছি যখন! হে-হে-হে, তবে দেখ—এই—পাবো তো?

নীলধ্বজ। নির্ভয় রাজন্! মাহিষ্মতীর রাজপ্রাসাদ হ'তে অতিথি বিমুখ হ'য়ে ফেরে না।

কঙ্কণ। তবে চল। হে-হে-হে—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজোদ্যান।

সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।— গীত।

সখি লো, তোর শ্যাম নটবর চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়েছে।
খাবে না তোর পা-ধোয়া জল, পরাবে না চোখে কাজল,
দেবে না ফুল খোঁপায় গুঁজে, তোর কপাল ভেঙ্গেছে॥
সিকেয় তোল রাসলীলে সই,
ননীচোরা জানে না যে ননী মাখন ছানা বই,
ননী দিয়ে (তায়) চন্দ্রাবলী যাদু ক'রে নিয়েছে॥

মঞ্জরীর প্রবেশ।

মঞ্জরী। ফুল তুলেছিস্?

১ম সখী। তুলেছি। আচ্ছা বৌ-রাণী! আজ কি উৎসব গা? এত ফুল কি হবে?

মঞ্জরী। তোর মাথা হবে। দূর হ!

১ম সখী। মা গো মা! বড় মানুষের এম্‌নি ঠমক!

...[মুখ বাঁকাইয়া ঝাপ্‌টা মারিয়া অন্যান্য সখীগণসহ প্রস্থান।

মঞ্জরী। [স্বগত] ভাবনার শেষ নাই। ক্ষত্রিয়ের ঘরে মেয়ে কেন জন্মায়? আমার এতটুকু শক্তি নেই, তবু বুক পেতে বজ্রের আঘাত সইতে হবে। স্বামীরা যায় যুদ্ধে, আর এরা ঘরের কোণে ব'সে কাঁদে; তারা হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ দেয়, আর এদের সাধ আহ্লাদ চিরদিনের জন্য ঘুচে যায়।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ময়নার প্রবেশ।

ময়না। বউ-রাণী গো বউ-রাণী! এই এত বড় একটা ঘোড়া এসেছে; এত বড় ঘোড়া পিথিমিতে নেই।

মঞ্জরী। ঘোড়া কি?

ময়না। ঘোড়াই তো। আমি নিজের চোখে দেখ্‌লুম, তার ল্যাজ—

মঞ্জরী। কার ঘোড়া মূর্খ?

ময়না। যারই হোক্ না, তার ল্যাজ—

মঞ্জরী। আঃ, ঘোড়াটা ধর্‌লে কে? যুবরাজ? পাণ্ডবদের অশ্বমেধের ঘোড়া?

ময়না। তা কি জানি? তবে ল্যাজটা কিন্তু—

মঞ্জরী। [ময়নার কানে ধরিয়া] দূর হ' চক্ষুশূল!

ময়না। [স্বগত] এ রকম তো কথা ছিল না।

মঞ্জরী। ঘোড়া ধর্‌লেন। নাও, আমি এদিকে পুষ্পাঞ্জলি সাজিয়ে ব'সে আছি, সম্মানিত অতিথির আতিথ্যের বিরাট আয়োজন কর্‌ছি, আর তিনি ঘোড়া ধর্‌লেন! ধরুন, আমি কি কর্‌বো? তিনি ক্ষত্রিয়—তিনি বীর, আমার অনুরোধে তাঁর কি যায় আসে? আমার জন্য কেউ ভাবে না। ময়না!

ময়না। কথা ক'য়ো না বল্‌ছি; আমি তোমার উপর হাড়ে হাড়ে চটেছি।

মঞ্জরী। না, তোর কি অপরাধ? রাগ করিস্ নি; বল্, তুই কি চাস্?

ময়না। আমি ঐ ঘোড়াটা পুষবো!

মঞ্জরী। হায় অবোধ, ও যে পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব।

ময়না। কোন্ পাণ্ডবের ?

মঞ্জরী। হিংস্র ব্যাধ সুযোগ পেয়েছে, সবাইকে গলা টিপে মার্‌বে।

ময়না। তোমাকেও মার্‌বে না কি ? ইস্, তা আর হ'তে হয় না; আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখ্‌বো।

মঞ্জরী। কেন রে ময়না ? আমার জন্য কেন তোর প্রাণ কাঁদে বল্ তো ?

ময়না। তুমি যে আমায় ভাই বলেছ; তোমার জন্যে আমি যা তা কর্‌তে পারি। [প্রস্থান।

মঞ্জরী। [স্বগত] বনের পশুকে স্নেহ দিলে সেও প্রাণ ঢেলে দেয়। আর এই স্বামী ? যতই ভালবাসা দাও, এরা কিছুতেই [পোষ মান্‌বো না; পা দু'খানি জড়িয়ে কাঁদ, পদাঘাত ক'রে চ'লে যাবে। ধিক্, নারীজন্মেই ধিক্ !

স্বাহার প্রবেশ।

স্বাহা। এত ধিক্কার দিচ্ছ কাকে বোন্ ?

মঞ্জরী। তোমাকে, আমাকে, নারী জাতটাকে।

স্বাহা। বুঝেছি, ঝড় উঠেছে; যাক্। শুনেছ, প্রবীর পাণ্ডবের যজ্ঞের ঘোড়া ধরেছে ?

মঞ্জরী। বড় কীর্ত্তিই করেছেন ! কি দরকার ছিল ? পাণ্ডবেরা অশ্বমেধ করুন, স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করুন, তুমি বাধা দেবার কে ?

স্বাহা। তুমি তা বুঝ্‌তে পার্‌বে না বউ ! ক্ষত্রিয় মান চায়, কিন্তু প্রাণ চায় না। জীবনটা তার মৃত্যুর জাল দিয়ে ঘেরা; তার মধ্যে একটা ঘূর্ণি বায়ু, একটা ডাকিনী শক্তি আছে। নিশির ডাকের মত সে যখন তাকে আকর্ষণ করে, ক্ষত্রিয়সন্তান তখন উন্মাদ হ'য়ে ছুটে

যায়! মা-বোনের অশ্রুজল, পত্নীর কাতর অনুরোধ, জীবনের মোহিনী মায়া কিছুতেই তাকে ফেরাতে পারে না; এও সেই নিশির ডাক্।

মঞ্জরী। তবে তুমিও ঐ নিশির ডাকে রণরঙ্গিণী হ'য়ে যুদ্ধ কর্‌তে চাও?

স্বাহা। পুরুষ হ'লে তাই কর্‌তুম মঞ্জরী! কিন্তু আমি যে নারী, আমায় ভগবান যুদ্ধের জন্য সৃষ্টি করেন নি। প্রবীরের ধর্ম্ম যেমন যুদ্ধ, আমার ধর্ম্ম তেমনি সেবা। এসো ভাই—এসো, ঘরের কোণে জরাগ্রস্ত রোগীর মত ব'সে ক্রন্দন করা আমাদের সাজে না। তুমি স্ত্রী, আমি বোন্; দু'জনে মিলে শুভাকাঙ্ক্ষার কুসুম-চন্দনে তাকে সাজিয়ে দিই; আমি দিই উৎসাহ, তুমি দাও শক্তি। জয় হবে না? না হয়, দু'জনের চোখের জলে আর একটা গঙ্গার স্রোত ব'যে যাবে!

মঞ্জরী। দিদি! দিদি!

স্বাহা। চুপ! চুপ! ক্ষত্রিয়নারী কাঁদ্‌বে মৃতদেহ কোলে নিয়ে, জীবিতের পায়ের তলায় প'ড়ে নয়!

মঞ্জরী। ওঃ, নৃশংস পাণ্ডব! তুমি ধ্বংস হও—তুমি ধ্বংস হও।

স্বাহা। না বোন্, শত্রুকেও অভিশাপ দিতে নাই। বল, তারা দীর্ঘজীবী হোক্। তারা বীর, তারা ধর্ম্মপরায়ণ—

মঞ্জরী। আর তাদের মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ?

স্বাহা। স্বয়ং নারায়ণের অবতার।

মঞ্জরী। তবে সে পক্ষপাতী নারায়ণ।

স্বাহা। ছিঃ বোন, কৃষ্ণনিন্দা মহাপাপ।
জান না—জান না বোন্,
কি বিচিত্র শ্রীকৃষ্ণের গুণ।
মহেশ্বর পঞ্চমুখে গায়,

তবু তার নাহি পায় সীমা;
নামে তার পরিব্যাপ্ত নিখিল সংসার।
এক কণা রূপে তার,
আলোকিত বিশ্বচরাচর।
কি কহিব বোন্, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে
সে নামের নাই—নাই সমতুল।

[প্রস্থান।

মঞ্জরী।　কৃষ্ণ! তুমি নারায়ণ?
ধরাভার হরণের তরে যুগে যুগে
তুমিই হয়েছ অবতার?
তবে, কেন হরি তব নামে আত্মহারা
শান্তিময় নগরীর বুকে
পিশাচের তাণ্ডব-নর্ত্তন?
রোষদীপ্ত নয়নের একটা স্ফুলিঙ্গপাতে
এই দর্পী হিংস্র জল্লাদগণে
পার না—পার না দিতে অন্তিম শয়ন?
তবে তুমি কিসে নারায়ণ?
মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা তব দীনবন্ধু নাম।

~~গীতকণ্ঠে~~ গীতার প্রবেশ।

গীতা।—

গীত।

ব'লো না, ব'লো না, ও কথা ব'লো না।
ও যে আপনারে শুধু আঁখিঠারা বঁধু, অন্তর সনে ছলনা।

আজিও যমুনা যায় নি শুকায়ে, ভাগীরথীস্রোত প্রবহমাণ,
বংশীবটের শীতল ছায়ায়, আজিও মুরারি বাঁশরী বাজায়,
হৃদয়-বীণায় তারি সুর বাজে, স্পন্দনে তোলে তান ঃ—
সে যে নিখিল বন্ধু দীনের শরণ, অন্তরে তারে ক'রে নে বরণ,
আধি-ব্যাধি-ভয় যাবে সমুদয়, রবে না ত্রিতাপ-যাতনা ॥

মঞ্জরী। কে গো তুমি? কোন্ সুধা-সাগর মন্থন ক'রে, কার গৃহ আলো করতে তুমি উঠে এসেছ?

গীতা। ওগো, আমি বড় দুঃখী—বড় স্নেহের কাঙ্গাল! আমি এক সারথির মেয়ে; কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে রণসাজে সজ্জিত লক্ষ লক্ষ বীরের মধ্যে আমি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছি।

মঞ্জরী। কি চাও তুমি?

গীতা। নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাই; আমার গ্রহণ কর।

মঞ্জরী। তুমি নিরাশ্রয়? আহা, বড় দুঃখী তো তুমি!

গীতা। আঠার রকম জ্বালা গো, আঠার রকম জ্বালা! এ দধীচির দেশে কেউ আমায় আদর করলে না, তাই এসেছি মাহিষ্মতীর এই রাজপুরীতে, দেখি যদি এখানে একটু স্থান হয়।

মঞ্জরী। তোমার সিঁথেয় সিন্দুর দেখ্ছি, তোমার কি বিবাহ হয়েছে?

গীতা। ওমা, তা আর হয় নি! আমি যে বীরের স্ত্রী।

মঞ্জরী। বীরের স্ত্রী? তবু তোমার এ অবস্থা? সে কেমন স্বামী?

গীতা। এমন স্বামী কারো হয় নি, হবে না। কি তাঁর রূপ! আজানুলম্বিত বাহু, পদ্ম-পলাশের মত চোখ, পাহাড়ের মত ছাতি, আর তেমনি গুণবান; তাঁর গুণে মুগ্ধ হ'য়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথের সারথি।

মঞ্জরী। কে—কে? কে তোমার স্বামী? মহাবীর অর্জ্জুন?

গীতা। লজ্জা করে দিদি, লজ্জা করে। সে নাম তো মুখে আন্‌তে পারি না, সে নাম আমার অন্তরের মধ্যে গাঁথা।

মঞ্জরী। কে তুমি ছলনাময়ী, আমায় ছলনা কর্‌তে এসেছ? এই রাজপুরে তোমার স্বামী এনেছে গাণ্ডীব, আর তুমি এনেছ অশ্রু? তোমার স্বামী চায় পুষ্পাঞ্জলি, আর তুমি চাও আশ্রয়? এ যে একসঙ্গে হাসি আর কান্না, একযোগে আঘাত আর প্রলেপ, একদিনে শ্মশান আর ফুলশয্যা।

গীতা। ও, তা তো জান্‌তুম না। তা হ'লে আশ্রয় দেবে না দিদি? তবে যাই—[প্রস্থানোদ্‌যোগ]

মঞ্জরী। শত্রুপত্নী—শত্রুপত্নী—দেশের অমঙ্গল ধূমকেতু! না, কে শত্রু, আমি ক্ষত্রিয়ের কুলবধূ। যাক্ রাজ্য, যাক্ মান, যাক্ ঐহিকের স্বর্গ; এসো—এসো বোন্! আমার অন্তরের মাঝে সিংহাসন পেতে ব'সো—আমার সম্মুখে চিরপ্রোজ্জ্বল হ'য়ে বিরাজ কর।

প্রবীরের প্রবেশ।

প্রবীর। আবার কাকে সিংহাসনে বসাচ্ছ মঞ্জরী? ও কে?

মঞ্জরী। আমার বোন।

প্রবীর। [ঈষৎহাস্যে] তোমার বোন? আকাশ থেকে পড়্‌লো না কি?

গীতা। এক রকম।

প্রবীর। [গীতার প্রতি] বাঃ, কার সন্ধানে ফির্‌ছো গা তুমি?

গীতা। হিঃ-হিঃ-হিঃ—[হাস্য]

প্রবীর। একি হাসি? হাসির সঙ্গে কতকগুলো মুক্তা কেন ঝ'রে পড়্‌লো! আহা-হা, আবার হাস তো বোন!

গীতা। [নিকটে আসিয়া] হিঃ-হিঃ-হিঃ—[হাস্য]

প্রবীর। [illegible]? মঞ্জরী! মঞ্জরী! এ কোথা হ'তে কাকে নিয়ে এলে? এ দেবী, না মানবী? দেখ—দেখ, ঐ রসনাগ্রে অষ্টাদশ ভূমণ্ডল বন্‌-বন্‌ ক'রে ঘুর্‌ছে, তার এক একটী পরমাণু হ'তে শত শত আগুনের গোলা ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। ক্ষুদ্র দেহে এ যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ছবি! মা! মা! তুমি কে?

গীতা। আমি গীতা।

প্রবীর। ওই—ওই, দক্ষিণ নয়নপুটে
সজল জলদঘন সুনীলবরণ
সুদর্শন চক্রধারী বাঁকা শ্যাম
মুকুন্দ মুরারি অঙ্গুলিসঙ্কেতে যেন
আমারে করিছে আবাহন—
"সাজ—সাজ—সাজ রে প্রবীর!"
ওই বাম চক্ষে আজানুলম্বিত বাহু,
তালবৃক্ষ জিনি বরতনু,
গাণ্ডীবশোভিতকরে দর্পভরে
রয়েছে দাঁড়ায়ে; আঁখি পালটিতে
সহস্র বীরের শির লুণ্ঠিত ধরায়।
একি! একি! একি অপরূপ!
এ যে একাধারে বিশ্ব ভূমণ্ডল!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! চিনেছি—চিনেছি
তোমা; ভস্মরাশি আচ্ছাদনে
প্রণবাগ্নি সম্মুখে আমার।

মঞ্জরী। কুমার! কুমার!

প্রবীর। [ভাবাবেশে] কেবা কার ?
এ সংসার মায়ার আগার।
অনিত্য জীবন পদ্মপত্রে করে টলমল,
নিমেষে শুকায়ে যাবে কাল-মরুভূমে।
ভগবান্! তুমি যদি এ যজ্ঞের হোতা,
পরম আনন্দভরে হাসিমুখে
আমি দিব আহুতি আমায়।

[প্রস্থান।

মঞ্জরী। কুমার—কুমার—[প্রস্থানোদ্যোগ]

গীতা। ভিক্ষা দাও, অর্জ্জুনের পতাকাতলে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপিত হবে; ভিক্ষা দাও।

মঞ্জরী। [আতঙ্কে] কি ভিক্ষা ?

গীতা। তোমার সিঁথির সিন্দুর।

মঞ্জরী। রাক্ষসী! রাক্ষসী! তুই স'রে যা—তুই দূর হ'। ওমা! আমার একি হ'লো মা? নারায়ণ! আমায় রক্ষা কর— আমার স্বামীকে বর্ম্মের মত ঘিরে রাখ।

[প্রস্থান।

গীতা। কি করবো অভাগিনী! ও আমার চাই, নইলে অর্জ্জুন যে বাঁচে না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

অর্জ্জুন ও বৃষকেতুর প্রবেশ।

অর্জ্জুন। অশ্ব দিলে না বৃষকেতু?

বৃষকেতু। না পিতৃব্য! মাহিষ্মতীর রাজা সন্ধি চান না, যুদ্ধ চান।

অর্জ্জুন। স্পর্দ্ধা এই ক্ষুদ্র মাহিষ্মতীর। হুঁ, কি বল্‌লেন?

বৃষকেতু। বল্‌লেন—পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্র-রণ তুচ্ছ স্বার্থের জন্য; ভীমার্জ্জুনের রণজয় একটা পৈশাচিকতার ইতিহাস, আর—আর সম্রাট যুধিষ্ঠির বিশ্বাসঘাতক—মহাপাপী মূর্খ। [প্রস্থান।

অর্জ্জুন। কি? কি? ফণিশির বিদলিত
মণ্ডুকের পায়? সত্যসন্ধ মহাপ্রাণ
রাজা যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য
সংস্থাপনে করেছেন উৎসর্গ জীবন,
মাহিষ্মতী-রাজপুরে তাঁর নিন্দাবাদ?
তবে আর কিসের মমতা?
দগ্ধ, চূর্ণ, রেণু রেণু হোক্ মাহিষ্মতী।
[গাণ্ডীবে শরযোজনা।]

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। [গাণ্ডীব ধারণ করিয়া] পার্থ!
এত রোষ কার 'পরে প্রাণাধিক?

অর্জ্জুন । দাদা !

ভীম । সম্বর গাণ্ডীব ভাই !
ক্ষীণজীবী মাহিষ্মতী গাণ্ডীবের ভর কি রে
পারে সহিবারে ? মুহূর্ত্তে বিচূর্ণ হ'য়ে
রসাতলে করিবে প্রবেশ ।

অর্জ্জুন । রসাতল ? তাই তার উপযুক্ত স্থান ।
জান কি হে মধ্যম পাণ্ডব,
এই মাহিষ্মতী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের
শতমুখে করে নিন্দাবাদ ?

ভীম । এই কথা ? এরই তরে অর্জ্জুনের
নেত্রবহ্নি ধক-ধক্ উঠেছে জ্বলিয়া ?
রে অবোধ ! পর্ব্বতের বক্ষোপরে
মহাসিন্ধু করে আস্ফালন,
পর্ব্বত কি ক্ষয় হ'য়ে যায় ?
মহাপ্রাণ যুধিষ্ঠির সমাসীন
আমাদের হৃদয়ের স্বর্ণ-সিংহাসনে ।

অর্জ্জুন । তবে তার মহাযজ্ঞে ভীমের ও ভীম গদা
কেন আজি নিশ্চল নিথর ?
পাণ্ডব-শিবিরে কেন নাহি রণ-উদ্দীপনা ?
বৃকোদর সহোদর যার, তার
অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ হবে না পূরণ ?

ভীম । পাণ্ডবের মধ্যমণি রাজা যুধিষ্ঠির,
চারিদিকে স্তম্ভ সম চারি দিক্‌পাল,
তবু তার অশ্বমেধ অসম্পূর্ণ রবে ?

ধিক্ তবে বৃকোদর নামে,
ধিক্ তব গাণ্ডীবধারণে,
শত ধিক্ কৃষ্ণশক্তি ধরণীমাঝারে।

অর্জ্জুন। তবে এসো—
ছিঁড়ে ফেল মমতার গ্রন্থি সমুদয়।
স্নেহের মঙ্গল ঘট ভেঙ্গে ফেল পদাঘাতে;
দেহ আজ্ঞা দাদা! এই দণ্ডে
আমি আজ আক্রমিব পুরী।

ভীম। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, মাহিষ্মতী দুর্ব্বল নয়। জ্বল্‌বে তো আগুনের মত জ্ব'লে ওঠো; যুদ্ধ কর্‌বে তো পাণ্ডবের শেষ শক্তিবিন্দু নিয়ে থধূপের মত ফেটে পড়। ভুলে যেও না, স্বয়ং অগ্নিদেব এই মাহিষ্মতীর জামাতা।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। অগ্নিও বোধ হয় ভুলে যায় নি যে, এই অর্জ্জুন একদিন তার তৃপ্তির জন্য খাণ্ডবদাহন করেছিল।

অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। না, ভোলে নি অর্জ্জুন! অগ্নি সে কথা একদিনের জন্যও ভোলে নি। পাণ্ডবের সেই প্রাণঢালা সেবা তার হৃদয়ের মধ্যে সোনার অক্ষরে লেখা। তাই এসেছি আজ নিশীথের অন্ধকারে মুখ ঢেকে পাণ্ডবের শিবিরদ্বারে।

অর্জ্জুন। কেন?

অগ্নি। আমি তো ভিখারী সর্ব্বগ্রাসী হুতাশন—অমৃতের ভাণ্ড নিঃশেষ ক'রে হলাহল উদ্গীরণ করি, মনোহর পারিজাত-কুঞ্জ গ্রাস

ক'রে উপহার দিই একমুঠো ভস্ম। কি আছে আমার? কি প্রতিদান দেবো তোমায় অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন। কিছুই দিতে হবে না দেবতা! প্রতিদানের আশায় অর্জ্জুন কারও উপকার করে না।

অগ্নি! তাই তুমি বিশ্বজয়ী, তাই শ্রীকৃষ্ণ তোমার রথের সারথি। তবে তাই হোক্ অর্জ্জুন! মাহিষ্মতীর তপ্ত সমীরণ তোমারই জয়গানে ভ'রে উঠুক্, এর গগনচুম্বী সমরানলে তোমারই যাত্রাপথ আলোকিত হোক্। আসুক্ জলপ্লাবন, ব'য়ে যাক্ ঝটিকা, কাঁদুক্ মৃত সন্তান কোলে নিয়ে হতভাগ্য মাহিষ্মতী। এসো—এসো ধনঞ্জয়! গ্রহণ কর নারায়ণের পাদোদকস্নাত আমার ঐকান্তিক কামনার কেন্দ্রীভূত শক্তি।

অর্জ্জুন। তোমার হাতে কি ও বৈশ্বানর?

অগ্নি। দেবতার নির্ম্মাল্য, আমার দীর্ঘ বিনিদ্র রজনীর নারায়ণ-পূজার মোক্ষফল; আমার বাহুর শক্তি, নয়নের অশ্রু, হৃদয়ের সহানুভূতি। গ্রহণ কর—গ্রহণ কর, পিছিয়ে যেও না অবোধ। গ্রহণ কর, এ ইন্দ্রের বজ্র, দধীচির হাড়ে গড়া। ধর ধনঞ্জয়! জয়ী হবে; গোটা পৃথিবীটা তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়্‌বে। [নির্ম্মাল্য প্রদান]

অর্জ্জুন। এমন শক্তি তুমি আমার জন্য সঞ্চয় ক'রে রেখেছ বৈশ্বানর? কিন্তু প্রবীরকে কি দিয়ে এলে দেবতা?

অগ্নি। কিছু না; শুধু দু' ফোঁটা অশ্রু, একটা দীর্ঘশ্বাস। রাত্রির অন্ধকারে মুখ ঢেকে চোরের মত পালিয়ে এসেছি। প্রাসাদতোরণে প্রবীরের সঙ্গে দেখা, সে কুসুম-কোমল সরল মুখখানির দিকে আমি চাইতে পার্‌লাম না, আমার দেহের গ্রন্থিগুলো মুচ্‌ড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌লে, তবু আমি পাষাণে বুক বেঁধে চ'লে এসেছি।

অর্জ্জুন। ফিরে যাও বৈশ্বানর! [নির্ম্মাল্য মস্তকে স্পর্শ করাইয়া

ফিরাইয়া দিলেন।] এ দধীচির বজ্র তাকেই দিও; আমি শুধু তোমার আশীর্ব্বাদ নিয়েই চল্‌লাম, এই আমার অক্ষয়-কবচ।

অগ্নি। ওঃ—ভুল বুঝ্‌লে দাম্ভিক! আত্ম-গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে বিজয়-স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেল্‌তে চাও?

অর্জ্জুন। গর্ব্ব নয় বৈশ্বানর, এই পাণ্ডবের রণনীতি—এ অর্জ্জুনের ত্যাগ। আমার আছে শিবের পাশুপত, ইন্দ্রের কিরীট, আর তোমার আশীর্ব্বাদ; প্রবীরের তো কিছুই নাই, আছে শুধু বক্ষোভরা উদ্যম। তার বাহুতে ঐ রক্ষা-কবচ বেঁধে দাও, তোমার সমস্ত শক্তি তার দেহে সঞ্চারিত কর, আমি আর একবার রণক্ষেত্রে আমার অভিমন্যুকে দেখি।

অগ্নি! বুঝ্‌তে পার্‌লে না পাগল, কার খড়্গের নীচে গলা বাড়িয়ে দিয়েছ! তার স্রোতের বেগে ইন্দ্রের ঐরাবতও ভেসে গিয়েছিল, তুমি তো একটা মানুষ! মর—আমি কি কর্‌বো! এনেছিলাম মৃত্যুর প্রতিষেধক, চেয়েছিলাম তোমায় অক্ষয়-কবচে ঘিরে রাখ্‌তে, হ'লো না—হ'লো না, মঙ্গল ঘট পায়ে ঠেলে দিলে।

অর্জ্জুন। কার কথা বল্‌ছো তুমি বৈশ্বানর? কে আমার মৃত্যুর জন্য ফাঁদ পেতে ব'সে আছে?

অগ্নি। দেবী জাহ্নবী।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। জাহ্নবী?

গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। হ্যাঁ—জাহ্নবী। ভেবেছ কি অর্জ্জুন, সংসারের বুকের উপর তোমার এ অত্যাচার চিরদিনই প্রকৃতি নীরবে সইবে? একবারও সে বিরাট ভূমিকম্পে ন'ড়ে উঠ্‌বে না? উঠ্‌বে—উঠ্‌বে! ভীষ্মের

মরণ-যন্ত্রণা, কর্ণের অসহায় আর্ত্তনাদ, দ্রোণাচার্য্যের মৌন অভিশাপ নিয়ে সে আজ আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়্‌বে, আর তুমি তোমার বিরাট বপু নিয়ে ছাই হ'য়ে যাবে।

অর্জ্জুন। মা! তুমিই কি ত্রিতাপহারিণী ভাগীরথী?

গঙ্গা। হ্যাঁ, আমিই তোমার যম।

অর্জ্জুন। তা তো নয় মা! তুমি যে আমার বংশের উৎস, সপ্ত পুরুষের তীর্থ, আমার পিতৃ-পিতামহের স্নেহময়ী জননী। এসো মা— এসো, অতীতের মর্ম্মভাঙ্গা ব্যথার উপর বিস্মৃতির যবনিকা ফেলে দিয়ে নবীনের শ্যামল বক্ষে ধারায় ধারায় ব'য়ে যাও।

গঙ্গা। বল্‌তে পার্‌ছো অর্জ্জুন? ভীষ্মের সেই অসহায় মৃত্যু বুঝি আর মনে নাই?

অর্জ্জুন। আছে, এই অন্তরের মধ্যে সহস্র বিস্ফোটকের মালায় গেঁথে সে কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছি। তুমি তার কতটুকু বুঝ্‌বে দেবী? তুমি তো রাক্ষসী মা; নিজের গর্ভজাত অমন সাত সাতটা দিক্‌পালকে তুমি হাতে ধ'রে ডালি দিয়েছ।

গঙ্গা। তাই মনে করেছ বুঝি, আমি পুত্রের এ নৃশংস হত্যাও নীরবে সইবো?

অর্জ্জুন। না, স'য়ো না; কেন সইবে? আমার পুত্রশোকের দাবানলে জয়দ্রথ ছাই হ'য়ে গেছে, আর তোমার দীর্ঘনিশ্বাসে একটা অর্জ্জুন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে না? এসো, নিক্তির ওজনে আমাদের মাতা-পুত্রের জ্বালার পরিমাণ হোক্। তুমি দুকূল ছাপিয়ে উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠো, আমি আগ্নেয়-অস্ত্রে অগ্নিতরঙ্গ বইয়ে দিই; দেখি—তুমিই শুকিয়ে মরুভূমি হ'য়ে যাও, না আমি গ'লে জল হ'য়ে যাই!

~~গঙ্গা। তার আর বিলম্ব নাই অর্জ্জুন! যম তোমার রন্ধ্রগত।~~

পর্য্যায়ক্রমে মায়া, চিত্রলেখা ও
রুদ্রভৈরবের প্রবেশ।

গীত।

মায়া।— হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ,
মিথ্যা এ তোর জীবনঘাতী জল্পনা।
চিত্রলেখা।— এ যে শূন্যে প্রাসাদ, স্বপ্নে রাজা,
আকাশ-কুসুম কল্পনা॥
রুদ্রভৈরব। রুদ্র ভোলার বিষাণ-বাণী, ভরেছে শ্যাম বনানী,
মায়া।— যজ্ঞাহুতি তোমার দুলাল এ তো মিছে গল্প না॥
চিত্রলেখা।— দেখ—দেখ চিত্রলেখা,
মায়া।— বিধির কলম পাষাণরেখা,
রুদ্রভৈরব।— বর্ণে বর্ণে সত্যি হবে, একটুখানি অল্প না॥

[মায়া, চিত্রলেখা ও রুদ্রভৈরবের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। বুঝেছি হে পাণ্ডব-সখা! তুমিই পাঠিয়েছ আমার রক্ষার জন্য এই দুর্দ্দমনীয় দেবসেনা; তবে নিষ্ফল—নিষ্ফল চেষ্টা তোমার ভাগীরথী! [প্রস্থান।

গঙ্গা। দূর হ' রে পথের কণ্টক সব!

গীতকণ্ঠে বিঘ্নলোচনের প্রবেশ।

বিঘ্নলোচন।—

গীত।

আমি একলা তোমার সাথী গো, একলা তোমার সাথী।
আমার একটী চোখের দৃষ্টি ভস্ম করে সৃষ্টি,
গণপতির মুণ্ড খসাই, শুভ দৃষ্টি পাতি গো শুভ দৃষ্টি পাতি॥

চাঁদের কোলে সূর্য্য ঢলে, ধরায় ভূমিকম্প,
যখন বেজে ওঠে রুদ্রতালে আমার জগঝম্প,
জ্বালা তুই আগুন জ্বালা, আমি দিই প্রলয়-দোলা,
বাসুকির কাঁধ ভেঙ্গে দিই, একটা মারি লাথি গো একটা মারি লাথি ॥

[প্রস্থান।

গঙ্গা। বহ ঝড়, ছোট উল্কা, জাগো মহাকাল!
মুখ ঢাক হস্তিনা নগরী,
কেঁপে ওঠো সিংহাসনে রাজা যুধিষ্ঠির,
কাঁদ তুমি পাণ্ডবের সখা,
অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞে পার্থে দিব বলি।
পশুক্ অতল গর্ভে দেবত্ব-গরিমা,
ব্যঙ্গ-হাস্যে দিঙ্‌মণ্ডল হোক্ বিধূনিত,
তবু আমি তৃপ্তি দেবো তোমারে সন্তান,
অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞে পার্থে দিব বলি।

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

জনার কক্ষপার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণ।

স্থদেব ও গজাননের প্রবেশ।

স্থদেব। দেখ গজানন! তুমি একটি প্রকাণ্ড গাধা।

গজানন। তা হঠাৎ আমার সম্বন্ধে প্রভুর এ ধারণা হ'লো কেন?

স্থদেব। হবে না? তুমি একটি ভণ্ড, অপগণ্ড, ষণ্ড।

গজানন। অনেকগুলো অণ্ড বিয়েই ফেল্‌লেন যে! কথাটা কি?

সুদেব। কথা আবার কি? তোমার দ্বারা কিছু হবে না।

গজানন। আরে মশায়, ঘাব্‌ড়ান কেন?

সুদেব। ঘাব্‌ড়াবো না? তুমি তো খালি আমায় আশাই দিচ্ছ!

গজানন। ও, সেই সিংহাসনের কথা? তার আর কি! আপনি একবার কোমর বাঁধুন দেখি।

সুদেব। আচ্ছা বাঁধলুম—[কোমর বন্ধন]

গজানন। তারপর তলোয়ার হাতে নিন্।

সুদেব। এই নিলুম—[তরবারি গ্রহণ]

গজানন। এইবার ছুটে গিয়ে ঐ অর্জ্জুনের সঙ্গে জুটে পড়ুন; রাজাকে মারুন, রাজকুমারকে মারুন, মহারাণীকেও সাবাড় ক'রে দিন। তখন দেখ্‌বেন, আপনাকে সিংহাসনে বসাতে পারি কি না?

সুদেব। আরে ছাই, যুদ্ধে যদি মরি, তখন রাজ্য ভোগ কর্‌বে কে?

গজানন। কেন, আপনি!

সুদেব। দূর কচুপোড়া! তুমি একটি নির্জ্জলা গব্যঘৃত। ম'রে, আবার রাজ্যভোগ কর্‌বো কি ক'রে?

গজানন। কেন, ভূত হ'য়ে?

সুদেব। এঁ্যা, ভূত হবো কি?

গজানন। হবেন না? একশোবার হবেন। ভূত হ'য়ে পা ঝুলিয়ে সিংহাসনে বস্‌বেন।

সুদেব। সে ভারী বিশ্রী হবে গজানন!

গজানন। বিশ্রী কেন হবে? এখন আপনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুন গে, আপনাকে আমি সিংহাসনে বসাবোই; তবে কথা হ'চ্ছে, ভাগাভাগিটা কি রকম হবে?

সুদেব। কিসের ?

গজানন। রাজ্যের।

সুদেব। তুমি কি রকম চাও ?

গজানন। ধরুন, আমার হ'চ্ছে আট আনা, আর আমার মজুরি চার আনা, আর ফাউ চার আনা।

সুদেব। আর আমার ?

গজানন। বাকিটা সবই আপনার।

সুদেব। তাই সই ; তুমি কাজ আরম্ভ ক'রে দাও গজানন ! যত শীগ্‌গির পার ঐ ছোঁড়াটাকে সরিয়ে দাও। ছোঁড়া যখনই আমার দিকে কটমটিয়ে তাকায়, আমি নাকে চোখে অন্ধকার দেখি। তবে ঐ কথা রইলো, কেমন ? আচ্ছা। [প্রস্থান।

গজানন। [স্বগত] থাম বাবা শিখণ্ডী, তোমাকে সাম্‌নে রেখেই আমি কাজ হাসিল কর্‌বো। প্রবীর ! তোমার বড় সুখ, না ? র'সো বাপধন, তোমার সুখের হাট আমি ভাঙ্গছি দাঁড়াও।

দীপঙ্করের প্রবেশ।

গজানন। এই যে ভায়া !

দীপঙ্কর। আঃ, এখানেও তুমি ?

গজানন। কেন, আমায় দেখ্‌লে মহাশয়ের গা চিড়বিড়িয়ে ওঠে না কি ?

দীপঙ্কর। যাও—যাও, সর।

গজানন। ইস্‌, তুমি যে ভারী রোগা হ'য়ে গেছ হে ! চোখে কালী পড়েছে, গাল তুব্‌ড়ে গেছে, পাকা পেয়ারার মত মুখখানা—আহা-হা, এ সব দাসত্ব কি তোমার সয় গা ? আমি বলি, তুমি দেশে চ'লে যাও।

দীপঙ্কর। সে উপায় নেই, সে পথ রুদ্ধ।

গজানন। কেন?

দীপঙ্কর। তুমি কেন জান্‌তে চাও, জানি না। তবে বল্‌তে কোন বাধা নেই, শোন; রাজকুমারী মদনমঞ্জরীর পিতার পণ ছিল, কন্যার জন্য যত প্রার্থী উপস্থিত হবে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীরকে তিনি কন্যাদান কর্‌বেন। আমি সবাইকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলাম, পারি নাই এই প্রবীরকে। দু'জনের মধ্যে এই সর্ত্ত ছিল, যে পরাস্ত হবে, আজীবন সে বিজয়ীর ক্রীতদাস হ'য়ে থাক্‌বে। আজীবন—বুঝ্‌লে?

গজানন। আচ্ছা, আজ যদি রাজকুমার পটলচয়ন করেন?

দীপঙ্কর। তা হ'লে আমি মুক্ত।

গজানন। তবে এক কাজ কর না কেন, প্রবীরটাকে সরিয়ে দাও!

দীপঙ্কর। তোমার স্বার্থ?

গজানন। আমার স্বার্থ পরোপকার!

দীপঙ্কর। যদি সফল হই?

গজানন। আমাকে কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দিও।

দীপঙ্কর। আর যদি বিফল হই?

গজানন। তা হ'লে তোমার ব্যবস্থা শূল।

দীপঙ্কর। আর তোমার ব্যবস্থা অর্দ্ধচন্দ্র—[ঘাড় ধরিয়া নাড়া দিল।]

গজানন। আঃ—ছাড় না হে! উঃ, দুত্তোর! আরে বেটা ছাড়্ না, পৈতৃক গলাটা গেল যে!

দীপঙ্কর। [ছাড়িয়া] সাবধান! ও অভিসন্ধি ত্যাগ কর, নইলে তোমার মাথাটা আমিই টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌বো।

গজানন। বলি, হাতে লাগে নি তো? আচ্ছা বাবা, নমস্কার।

[প্রস্থান।

দীপঙ্কর। কে জানে, এর পরিণতি কোথায়?

আহুতির প্রবেশ।

আহুতি। কি গো! বেশ সুখে আছ?

দীপঙ্কর। [সবিস্ময়ে] একি! আহুতি?

আহুতি। আহুতি নই, মালিনী।

দীপঙ্কর। মালিনী? আহুতি! তুমি মালিনী? এই শুষ্ক কঠোর মুর্ত্তি—এই দীন বেশ, এ তো তোমার নয় আহুতি!

আহুতি। শুধু বাইরের আবরণটাই দেখ্‌ছো পাষাণ, অন্তরের ভিতরটা তো দেখ্‌লে না!

দীপঙ্কর। দেখেছি আহুতি, সেখানে একটা ধূ-ধূ মরুভূমি।

আহুতি। সে মরুভূমি কার রচনা?

দীপঙ্কর। জানি আমার রচনা; আমারই উপেক্ষায় কুন্দকুসুম শুকিয়ে গেছে। তোমার এই রুক্ষ কঠোর দীনবেশ দেখে—

আহুতি। বড় দুঃখ হ'চ্ছে, না? তোমার এই রাজবেশ দেখে আমার কিন্তু করতালি দিয়ে নাচ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে। মনে আছে, একদিন বলেছিলাম, "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ"? দেখ্‌লে, কেমন অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে? তুমি অনার্য্য-রাজপুত্র—সংসারের একটা আবর্জ্জনা, আর্য্য-রাজকুমারীর উপর শ্যেনদৃষ্টি দিতে কেন গিয়েছিলে? কাকের আবার ময়ুর হবার সাধ কেন?

দীপঙ্কর। তুমি কি আমার সঙ্গে কলহ করতে এসেছ আহুতি?

আহুতি। হ্যাঁ, তাই এসেছিলাম, অনেক কথা ছড়া গেঁথে নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে এসে তোমার ঐ রাজবেশ শুষ্ক মুখ দেখে আর সে প্রবৃত্তি নাই। আমার ঘৃণা হ'চ্ছে, আমি যেন একটা গলিত কুষ্ঠরোগীর সম্মুখ দাঁড়িয়ে।

দীপঙ্কর। [উত্তেজিতস্বরে] আহুতি!

আহুতি। [দৃঢ়স্বরে] ক্রীতদাস!

দীপঙ্কর। বেশ! ঘৃণাই কর আহুতি, তবু কতকটা শান্তি পাবে। আমি তো তোমার ভালবাসার মর্য্যাদা রাখি নি, তোমার ভূলুণ্ঠিত দেহ দু'পায়ে দ'লে রাক্ষসের মত চ'লে এসেছি।

আহুতি। তবু আমি মরি নি—তবু চুর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে মাটিতে মিশে যাই নি, ধূলিমলিন দেহটা টেনে তুলে তোমারই পিছনে পিছনে ছুটে এসেছি।

দীপঙ্কর। কেন এলে অভাগিনী? তোমার হৃদয়ের অনন্ত ভালবাসা নিয়ে মরুভূমিতে নন্দন-কানন প্রতিষ্ঠা কর্‌লে না কেন? আমি যে শৃঙ্খলিত! তোমার ঐ করুণ মুখ দেখে, তোমার ব্যর্থ জীবনের মর্ম্মভেদী হাহাকার শুনে আমার বুক ঠেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠ্‌বে, কিন্তু এক ফোঁটা অশ্রু তো ফেল্‌তে পার্‌বো না!

আহুতি। পার্‌বে না?

দীপঙ্কর। না; আমি যে আজ নূতন জগতের জীব! এ জগতে অশ্রু নেই, ভালবাসা নেই, অনুভূতির লেশমাত্র নেই; এখানে একের দুঃখে অন্যে কাঁদে না, শাসন এসে গলা টিপে ধরে. একজনের মুখের গ্রাস আর একজন তুলে নিতে পারে না, কঠোর নিয়ম এসে তার জিহ্বা উৎপাটন করে।

আহুতি। কুমার!

দীপঙ্কর। যাও কল্যাণী, যাও; বিবাহ ক'রে সংসারী হও, সুখে-সম্পদে তোমার জীবন কাণায় কাণায় ভ'রে উঠুক্—এই আমার আশীর্ব্বাদ। আমার জন্য দুঃখ ক'রো না, আমার কোন অভাব নেই; মা হারিয়ে মা পেয়েছি, ভাই হারিয়ে ভাই পেয়েছি; এই নূতন সংসার নিয়েই আমি এ জীবনের সাধ মেটাবো আহুতি!

আহুতি। আর আমি বুঝি রিক্তহস্তে ফিরে যাবো প্রাণভরা ব্যর্থতার হাহাকার নিয়ে? তা হবে না। তুমি যদি সাগরে ঝাঁপ দাও, আমি ভেলা হ'য়ে তোমায় তুলবো; তুমি যদি ঝড়ের বেগে উড়ে যাও, আমি পাখী হ'য়ে তোমায় পথ দেখাবো; তুমি যদি ক্রীতদাস হ'য়ে জীবন কাটাতে চাও, আমি জন্ম জন্ম মাহিষ্মতীর দাসী হ'য়ে থাকবো। [প্রস্থান।

দীপঙ্কর। ঈশ্বর! আমায় সইবার শক্তি দাও।

কঙ্কণের প্রবেশ।

কঙ্কণ। কেমন আছিস্ দাদু?

দীপঙ্কর। কে? দাদু? তুমিও এসেছ? তোমরা কি সবাই আজ ঘরছাড়া? বুঝেছি, চোল-রাজ্য বানের জলে ভেসে গেছে, নয় তো কোন শত্রু এসে সিংহাসন কেড়ে নিয়ে সবাইকে পদাঘাতে দূর ক'রে দিয়েছে; আর আমি—মদমত্ত মাতঙ্গ আজ মাহিষ্মতীর দ্বারে শৃঙ্খলাবদ্ধ! ওঃ, দাদু—[ক্রন্দন]

কঙ্কণ। কাঁদিস্ নি—কাঁদিস্ নি! ওরে, আমি থাকতে তুই কেন কাঁদ্‌বি দাদু? কারো কিছু হয় নি রে, শুধু আমার বুকটা খালি হ'য়ে গেছে। চোল-রাজ্য যেমন ছিল, তেমনই আছে; এখনও সূর্য্যের আলো প্রাসাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সোনা ঢেলে দিয়ে যায়, এখনও পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তার প্রান্তরে দুধের বিছানা পেতে দেয়। সব আছে, শুধু তুই নাই, একা তোর অভাবে আমার সোনার গোকুল আজ অন্ধকার।

দীপঙ্কর। আমার মা কেমন আছে রে দাদু? আমার ভাই, আমার ছোট বোনটি আছে তো?

কঙ্কণ। আছে—আছে—সব আছে, শুধু তুই নেই। সেই কৃষ্ণসার গাভীর বাঁটে দুধ জ'মে ঝ'রে প'ড়ে যায়, কেউ দোয় না; বাগিচায়

কত জুঁই, মালতি, গোলাপ ফুটে গাছেই শুকিয়ে যায়, কেউ ছেঁড়ে না। ওঃ—দাদু, তুই কি নিষ্ঠুর!

দীপঙ্কর। সত্যই নিষ্ঠুর আমি; এতগুলো জীবন আমিই বিষাক্ত ক'রে তুলেছি। শুধুহাতে ফিরে যাস্‌নে দাদু! পারিস্ তো আমার মাথাটা নিয়ে যা, নয় তো আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা উপ্‌ড়ে নে, মাকে উপহার দিয়ে বলিস্, তার পুত্র কৃতঘ্নতার প্রায়শ্চিত্ত এমনিভাবে করেছে।

কঙ্কণ। অভিমান করিস্ নি; যদি জান্‌তিস, আমার বুকটাকে তুই কেমন ক'রে দ'লে চ'ষে দিয়েছিস্, তা হ'লে তোরও দু'চোখ ফেটে জল বেরুতো! কেন পালিয়ে এলি দাদু? আমি যে তোকে পাখীর মত পক্ষপুটে ঢেকে রেখেছিলুম। আয়—ফিরে চল্, আমার আঁধার ঘর আবার চাঁদের জ্যোৎস্নায় ভ'রে উঠুক্।

দীপঙ্কর। আমি তো যেতে পার্‌বো না দাদু!

কঙ্কণ। কেন?

দীপঙ্কর। আমি যে ক্রীতদাস—আমি যে বন্দী!

কঙ্কণ। আমি ভিক্ষা চেয়ে নেবো। মাহিষ্মতীর পায়ে আমার রাজ্যৈশ্বর্য্য সব পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তোকে আমি ভিক্ষা ক'রে নিয়ে যাবো।

প্রবীরের প্রবেশ।

প্রবীর। ভিক্ষার প্রয়োজন নাই অনার্য্যরাজ! আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে তোমার আনন্দদুলালকে মুক্তি দিলাম।

কঙ্কণ। তোমার মঙ্গল হোক্, তোমার নাম জগৎবাসীর জপমালা হ'য়ে থাক্! আহা-হা, এমন নইলে রাজপুত্র!

প্রবীর। তবে যাও বন্ধু! হাসিমুখে মায়ের কোলে ফিরে যাও।

দীপঙ্কর। মুক্তি দিলে কুমার! [বিস্ময়দৃষ্টিতে চাহিল।]

প্রবীর। হঁ্যা; অবাক্ হ'য়ে চেয়ে আছ কি? দেখ্‌ছো না, আজ আমি মাতৃপূজায় আত্মবলি দিতে চলেছি! তোমারও গৃহ হ'তে আজ মায়ের আহ্বান এসেছে, আর তো আমি তোমায় বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌বো না।

দীপঙ্কর। ক্ষমা কর কুমার! আমি মুক্তি নিতে পার্‌লুম না।

প্রবীর। [সবিস্ময়ে] মুক্তি নেবে না?

দীপঙ্কর। না।

কঙ্কণ। দীপঙ্কর!

দীপঙ্কর। তা হয় না দাদু! আমি তো বিজয়ীর লৌহ-শৃঙ্খলে বন্দী নই, আমি বন্দী আমার মুখের কথায়। কুমার আমায় মুক্তি দিতে পারেন, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য তো আমায় মুক্তি দেবে না; আমার প্রতিশ্রুতির নিগড়ে সে আমায় শক্ত ক'রে বেঁধেছে।

কঙ্কণ। মুক্তি চাই—মুক্তি চাই! আমি মহামূল্য দেবো!

দীপঙ্কর। কি মূল্য দেবে তুমি বৃদ্ধ? অর্থ? রাজ্য? অধীনতা? বৃথা—বৃথা! এ মূল্য তোমার রাজ-ভাণ্ডারে নাই, এ একটা কৃতঘ্ন পৈশাচিকতা—একটা কল্পনাতীত নৃশংসতা!

কঙ্কণ। কি? কি সে?

দীপঙ্কর। এই উদার যুবকের মৃত্যু।

কঙ্কণ। মৃত্যু?

দীপঙ্কর। নইলে আমার মুক্তি নেই। আমি পণবদ্ধ, এর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আমি ক্রীতদাস।

প্রবীর। তবে এই নাও তরবারি—[দীপঙ্করের হস্তে তরবারি দিয়া] দাও আমায় মৃত্যু! আমার মৃতদেহের উপর তোমার মুক্তির আনন্দ পুষ্পবৃষ্টির মত ছড়িয়ে পড়ুক্।

দীপঙ্কর। [তরবারি প্রবীরের পদতলে রাখিয়া] না—না—না, মহান্ যুবরাজ! তুমি বেঁচে থাক, তোমার বাঁচ্‌বার বড় প্রয়োজন।

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি]

প্রবীর। ঐ তূর্য্যধ্বনি! শুন্‌ছো—শুন্‌ছো দীপঙ্কর? ঐ আবার! এ আমার মাতৃপূজার শঙ্খনাদ; আমার এ মাতৃপূজায় আর একজন মায়ের অভিশাপের বন্যা নিয়ে এসো না; মুক্তি নাও—মুক্তি নাও ভাই!

কঙ্কণ। আয় দাদু, আয়! তোর মা বড় কাঁদে রে! আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে এসেছি, যেমন ক'রে হোক্, তোকে নিয়ে যাবো। আয়—

দীপঙ্কর। দাদু! দাদু! আমায় ভুলে যা, আমি তোদের কেউ নই। মাকে বলিস্, তার ছেলে আর তার নেই; সে আজ নূতন মায়ের কোলে নূতন জীবন পেয়েছে। [প্রস্থান।

প্রবীর। আমার অপরাধ নেই রাজা!

কঙ্কণ। না—আমার অপরাধ! তুমি তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তার পায়ে পাষাণভার চাপিয়েছ, সে আমার অপরাধ! তাকে নিঃসহায় একাকী পেয়ে সবাই মিলে যাদু করেছ, সে আমার অপরাধ! এ আমি সইবো না—কিছুতেই সইবো না। মুক্তি চাই! রাজ্য দিয়ে হোক্, ঐশ্বর্য্য দিয়ে হোক্, এ বৃদ্ধের প্রাণ দিয়ে হোক্, যেমন ক'রে হোক্ মুক্তি চাই, নইলে মহাপ্রলয় হবে। [প্রস্থান।

[নেপথ্যে পুনরায় তূর্য্যধ্বনি]

প্রবীর।
দ্বার খোল—দ্বার খোল জননী আমার,
মাতৃপূজা শুভলগ্ন দেখ ব'য়ে যায়।
এসো মা, এসো, ধরি তব পদরজঃ শিরে
চ'লে যাই প্রবাহে ভাসিয়া।

[নেপথ্যে পুনঃ পুনঃ তূর্য্যধ্বনি]

জনার প্রবেশ।

জনা। কি এ? এত কাছে তূর্য্যধ্বনি?

প্রবীর। কোথায় ছিলে মা? শত্রু যে পুরী অবরোধ করেছে!

জনা। আয়—আয়, এইবেলা পালাই!

প্রবীর। পালাবো? যুদ্ধে যাবো না? তা হ'লে তোমার সত্যরক্ষা কিসে হবে মা?

জনা। কিসের সত্য? আমি যে মা! সন্তানের মঙ্গলসাধনই আমার একমাত্র সত্য—সন্তানের হাসিমুখই আমার অনন্ত স্বর্গ।

প্রবীর। সে স্বর্গ লাভ কর্‌তে আমায় যে তুমি নরকে ডোবাচ্ছ মা! না মা, তা হয় না; আমি জীবন দিয়েও তোমায় সত্যমুক্ত কর্‌বো।

জনা। আমি যেতে দেবো না।

প্রবীর। না দাও, আমি তোমায় বন্দী ক'রে রেখে যাবো।

গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। কর বন্দী, তবু দেখ্‌বে জগৎ আর একটা রামচন্দ্র।

জনা। জেগেছ রাক্ষসী মা! কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা নিয়ে, অগস্ত্যের সাগরশোষণী তৃষ্ণা নিয়ে জেগে উঠেছ? তবে এসো—তুমি রসনা বিস্তার কর, আমি এই হৃদ্‌পিণ্ডটা নিজের হাতে তোমায় উপহার দিই।

গঙ্গা। জনা!

প্রবীর। কে তুমি মা? তোমার স্বচ্ছ দৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমি যে আর একটা জগৎ দেখ্‌তে পাচ্ছি। সেখানে সুখের তরঙ্গে ভাটা পড়ে না, মিলনের গানে বিচ্ছেদের সুর বাজে না, একের ঐশ্বর্য্য অন্যে হস্তক্ষেপ করে না! তাই তো, আমি কোথায়? আমি কে?

গঙ্গা। তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি বীর, তুমি মাহিষ্মতীব দীপশিখা। একটা পঙ্কিল জলস্রোত তোমার রাজ্যের দিকে তরঙ্গ তুলে ধেয়ে আস্‌ছে, সবাই আতঙ্কে ফেরুপালের মত বিবরে লুকাতে চায়। ক্ষত্রিয়কে দারুণ লজ্জা হ'তে তুমি উদ্ধার কর বালক! জীবন পণ ক'রে ঐ স্রোতের মুখে পাযাণ-প্রাচীর তুলে দাও। পারবে?

প্রবীর। পারবো', কারণ এ আমার মায়ের আদেশ।

গঙ্গা। তবে যেতে ওঠ মাতৃপূজায়, ধর এই মন্ত্রপূত শাণিত তরবারি' নিয়ে এসো সেই শিকারী ব্যাঘ্রের উদ্ধত মস্তক।

[প্রস্থান।

জনা। ওঃ, মা হওয়ার এত জ্বালা! [দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।]

প্রবীর। [ব্যাকুলভাবে।] মা! মা গো! ওঠ মা আমার! আমি যে আর দেরী কর্‌তে পারছি না, আমার লগ্ন যে ব'য়ে যায়!

জনা। যাচ্ছ বাবা? আমার কৌশল্যার রাম, আমি তোমায় বনবাসে দিচ্ছি বাবা! কি কর্‌বো—আমি বড় নিরুপায়, আমার মাতৃত্ব তোমায় স্নেহের বন্ধনে বেঁধে রাখ্‌তে চায়, কর্ত্তব্য এসে তার গলা টিপে ধরে।

প্রবীর। কর্ত্তব্যই তোমার বড় হোক্ মা! মাতৃত্বকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাও; সংসার জানুক, তুমি শুধু মা নও, তুমি মাহিষ্মতীর মহারাণী। তবে বিদায় জননী! তুমি বরণডালা নিয়ে প্রাসাদতোরণে দাঁড়িয়ে থাক, আমি অর্জ্জুনের হাত থেকে বিজয়-লক্ষ্মীকে ছিনিয়ে আসি।

স্বাহার প্রবেশ।

স্বাহা। যাও, কিন্তু মনে থ'কে যেন ভাই! এ যুদ্ধ ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নয়, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য। ধর্ম্মপথ থেকে যে এক তিল বিচ্যুত হবে না, জয়ের গৌরব তার।

প্রবীর। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর ভগ্নী, ধর্ম্মই যেন আমার বর্ম্ম হয়।

স্বাহা। তবে এসো ভাই—এসো বীর! বিজয়-গৌরবে মাহিষ্মতীর রাজপথ আলোকিত ক'রে হাসতে হাসতে ফিরে এসো। আমি কুসুমের মাল্য নিয়ে নয়নভরা স্নেহের অশ্রু নিয়ে তোমার আশাপথ চেয়ে রইলাম; যখন ফিরে আস্‌বে, মঙ্গল-শঙ্খনাদে আমিই যেন তোমায় প্রথম বরণ কর্‌তে পাই।

গীতকণ্ঠে পুরনারীগণের প্রবেশ।

পুরনারীগণ।—

গীত।

তুমি এসো গো, ফিরে এসো গো, জয়-গৌরবমণ্ডিত ভালে।
অরুণ কিরণ ছানিয়া, শোণিতলিপ্ত শক্রর শির আনিয়া,
লজ্জাবনত জননীর মুখ দাও উষার আলোকে রাঙিয়া,
জয়লক্ষ্মীরে নিয়া ফিরে এসো বীর সমর-তূর্য্যতালে॥
এসো উজল দীপ্ত কান্ত, কর উজল যুগ-যুগান্ত,
বরণ করিতে করে নিয়ে আছি পুষ্প স্বর্ণথালে॥

জনা। দে তো মা! কুসুম-চন্দনের বর্ম্ম পরিয়ে দে তো মা! তোদের সমবেত আশীর্ব্বাদে এ কণ্টকপথ সুগম হোক্—শুভ হোক্--প্রদীপ্ত হোক্।

[প্রস্থান।

স্বাহা। এসো ভাই! আর বিলম্ব ক'রো না; পিতা আর সেনাপতি মশায় তোমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

[পুরনারীগণসহ প্রস্থান।

প্রবীর। নারায়ণ!

শক্তি দাও করিবারে আত্ম-বলিদান।

অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। শক্তি চাও কুমার? এই নাও, তোমাকেই দিলাম।

প্রবীর। কি এ?

অগ্নি। সহস্র মত্ত মাতঙ্গের শক্তি; ঝটিকার বেগ, বিষাণের গর্জ্জন, সুদর্শনের দিগন্তব্যাপী দাহ ওর মধ্যে কেন্দ্রীভূত। যাও—নির্ভয়ে চ'লে যাও; অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হাত থেকে খ'সে পড়্বে—ভীমের গদা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাবে, এতখানি তেজ ওই নির্ম্মাল্যে।

প্রবীর। পার্থ-প্রবীরের যুদ্ধে তুমি কার জয়ধ্বনি দেবে বৈশ্বানর?

অগ্নি। তোমার; মাহিষ্মতীর প্রাসাদশীর্ষে দাঁড়িয়ে মেঘমন্দ্রে ব্যোমমণ্ডল কাঁপিয়ে একবার নয়, সহস্রবার তোমার জয়ধ্বনি কর্‌বো। বাঁচুক মাহিষ্মতী, ডুবে যাক্ হস্তিনার সূর্য্য, তেত্রিশ কোটী দেবতার পুষ্পাঞ্জলি তোমার শিরে বর্ষিত হোক্!

প্রবীর। তা হ'লে তুমিও চাও পাণ্ডবের পরাজয়?

অগ্নি। নইলে যে মাহিষ্মতী বাঁচে না! যাদের অক্লান্ত সেব আমার জীবনের পরম লাভ, যাদের সঙ্গ আমার সুখ-স্বপ্ন, তারা যে ভীমার্জ্জুনের অস্ত্রমুখে তৃণের মত উড়ে যায়। দেখ্‌ছো না বালক আমারই আশ্বাস নিয়ে মাহিষ্মতী আজ শূন্যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর্‌ছে তার স্বপ্ন সফল হোক্। আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব নই; যাও কুমার! ঐ অক্ষয় কবচ নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে যাও।

প্রবীর। অর্জ্জুনকে কি দিয়ে এলে দেবতা?

অগ্নি। কিছু না—কিছু না।

প্রবীর। অথচ সে তোমার জন্য খাণ্ডবদাহন করেছিল।

অগ্নি। আবার সেই পুরাতন স্মৃতির পঙ্কোদ্ধার? সে যে নিলে না, আমি কি করবো?

প্রবীর। নিলে না? তাই এ প্রত্যাখ্যাত রক্ষা-কবচ আমায় দিতে এসেছ? ফিরিয়ে নাও—ফিরিয়ে নাও বৈশ্বানর, তোমার মত্ত মাতঙ্গের শক্তি! মাহিষ্মতী দুর্ব্বল, কিন্তু ভিক্ষুক নয়; তার জয়লক্ষ্মী আসবে ক্ষুরধার খড়্গের উপর দিয়ে, গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে নয়।

অগ্নি। প্রবীর! নির্ম্মাল্য নেবে না?

প্রবীর। তোমার আশীর্ব্বাদই যথেষ্ট বৈশ্বানর! হোক্ পরাজয়—আসুক্ মৃত্যু, তবু মনে সান্ত্বনা থাকবে—প্রবীর দুর্ব্বল, কিন্তু ভিক্ষুক নয়।

[প্রস্থান।

অগ্নি। খাসা চ'লে গেল। নিলে না, এমন মহার্ঘ রত্ন কেউ নিলে না; পরার্থের যূপকাষ্ঠে অম্লানবদনে স্বার্থকে বলি দিলে। এর নাম দর্প না বীরত্ব? অভিমান না ন্যায়নিষ্ঠা, না এই মানবত্বের স্বরূপ? ওরে মানব! যদি সব মানব এমনি হয়, তা হ'লে স্বর্গ তোমাদের, বৈকুণ্ঠ তোমাদের, ত্রিলোকের আধিপত্য তোমাদের জন্য।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মদনমঞ্জরীর কক্ষ।

ময়নার প্রবেশ।

ময়না। বাবা বেটাকে আমি দু' চ'ক্ষে দেখ্‌তে পারি না। একটুখানি বসেছি কি, অমনি এটা কর—সেটা কর, ওখানে যাও—সেখানে ছোট! দুত্তোর চা্‌কৃরীর মুখে আগুন।

মদনমঞ্জরীর প্রবেশ।

মঞ্জরী। ময়না!

ময়না। আজ্ঞে বৌ-রাণী!

মঞ্জরী। তুই এখনো এখানে যে?

ময়না। তাই তো দেখ্‌ছি।

মঞ্জরী। তোকে কোথায় পাঠিয়েছিলাম?

ময়না। আপনার বাপের বাড়ী। আপনার ভাই এসে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধে লাগ্‌লে অর্জ্জুন-ফর্জ্জুন সব ফুঁয়ে উড়ে যাবে। কেমন, এই তো? ঠিক মনে আছে, আমি কাঁচা ছেলে নই।

মঞ্জরী। তুই গিয়েছিলি?

ময়না। না।

মঞ্জরী। কেন?

ময়না । ওটা আমি পারবো না বৌ-রাণী ! কুটুম্ববাড়ী বিনা নেমন্তন্নে যেতে আছে ?

মঞ্জরী । থাক্, আর তোকে যেতে হবে না। একবার কুমারকে সংবাদ দে।

ময়না । ওটা আমার দ্বারা হবে না; আর কিছু হয় তো বল।

মঞ্জরী । মহারাজের কাছে একবার যেতে পারবি ?

ময়না । ও ভারটা আর কাউকে দাও না !

মঞ্জরী । তবে তুই আছিস্ কি করতে ?

ময়না । খেতে, ঘুমুতে, হাই তুলতে, আর গিয়ে—

মঞ্জরী । দূর হ' অপদার্থ, দূর হ'; আমি তোকে জবাব দিলুম।

ময়না । আমিও তোমাকে জবাব দিলুম।

মঞ্জরী । একটা কাজও তোর দ্বারা হয় না রে ময়না ?

ময়না । এতক্ষণে ঠিক বুঝেছ বৌ-রাণী ! আমি কিছুই করতে পারবো না। পোষায় রাখ, না পোষায় মাইনে মিটিয়ে দাও; ভদ্র লোকের এক কথা ! [প্রস্থান।

মঞ্জরী । কি সরল এই বালক, যেন একটী অনাঘ্রাত কুসুম; সংসারের সহস্র কুটিলতা যেন ওকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়েছে। বেঁচে থাকো বালক ! আমার আশীর্ব্বাদে তুমি দীর্ঘজীবী হও।

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ ।—

গীত।

বউ কথা কও।

অমন মলিনমুখে ঘোমটা টেনে কেন ব'সে চেয়ে রও ॥

শুষ্ক হ'লো কুসুমফোটা বন,
ব্যর্থ হ'লো পাখীর গাওয়া মন্দ সমীর আন্দোলন,
কে দিয়েছে বুকে ব্যথা, কেন দুঃখ দিয়ে দুঃখ সও॥

মঞ্জরী। কি চুলোর ছাই গাইলি! না আছে রস, না আছে গন্ধ, তোরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়েছিস্। দূর হ' আমার সম্মুখ থেকে; আর আমার মনোরঞ্জন কর্‌তে হবে না।

সখীগণ।—

গীত।

মনের মাঝে ঘুণ ধরেছে আমরা কর্‌বো কি?
এ যে বেনা-বনে মুক্তো ঢালা, পান্তা ভাতে ঘি॥
এ যে ছাই-কপালে সিঁদুরফোঁটা, কাণার চোখে কাজল গো,
ফোক্‌লা দাঁতে মিশি দেওয়া, ন্যাড়া মাথায় টেরি গো:—
এই ভিজে বেড়াল বনে গেলে, হালুম্ ক'রে মানুষ গেলে,
কে চায় তোমার মাছের কাঁটা থাক্ না প'ড়ে ছিঃ॥

[প্রস্থান।

মঞ্জরী। কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। সমস্ত রাজপুরী রণরঙ্গে মেতে উঠেছে; এ যেন আমারই মারণ-যজ্ঞ!

ধীরে ধীরে আহুতির প্রবেশ।

আহুতি। তুমি বৌ-রাণী, না?

মঞ্জরী। কে তুমি? [নিরীক্ষণ]

আহুতি। মালিনী। আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছো? আমি বড় রূপসী, না?

মঞ্জরী। সত্যই বালিকা, এত রূপ আমি জীবনে দেখি নাই,

যেন একখানা নিখুঁত চিত্র! শুধু মালিনী ব'লে তো তোমায় বোধ হ'চ্ছে না; কোথা হ'তে এসেছ, পরিচয় দাও।

আহুতি। দেবার মত পরিচয় তো কিছুই নেই; আমি একটা স্রোতের ফুল, ভাস্‌তে ভাস্‌তে এ দেশে এসে ঠেকেছি। দু' দিন পরে আবার কোথায় ভেসে যাবো, জানি না।

মঞ্জরী। আমার কাছে কেন এসেছ? শুধু ফুল যোগাতে?

আহুতি। না; এসেছি দেখ্‌তে কেমন সে রূপসী, যার রূপের আগুনে দু' দুটো বীরপুরুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে—যার কাছে আমার এই রূপরাশি মলিন হ'য়ে যায়।

মঞ্জরী। কি দেখ্‌লে?

আহুতি। দেখ্‌লুম আমি স্বর্গ, তুমি নরক; আমি সুধা, তুমি হলাহল; আমি স্বর্গের তিলোত্তমা, আর তুমি মর্ত্ত্যের সূর্পনখা।

মঞ্জরী। রূপের গর্ব্ব তুমি কর্‌তে পার বালিকা, কিন্তু তোমার স্পর্দ্ধাকে ধন্যবাদ!

আহুতি। স্পর্দ্ধা আমার না তোমার? এই রূপ নিয়ে তুমি দু' দু'জনকে যাদু করেছ? এই রূপের অষ্টপাশে অমন একটা দিক্‌পালকে তুমি ক্রীতদাসের মত বেঁধে রেখেছ? ধন্য যাদুকরী, ধন্য!

মঞ্জরী। বুঝেছি প্রহেলিকাময়ী, তুমি দীপঙ্করের—

আহুতি। চোখের তারা—বক্ষের স্পন্দন—জীবনের ধ্রুবতারা ছিলুম, আজ আর কেউ নই।

মঞ্জরী। কেন নও?

আহুতি। নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার অন্তরের পৈশাচিকতাকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি নারী—দুঃখীর তপ্ত ললাটে তুমি স্নেহের কর বুলিয়ে দেবে, তুমি রাজবধূ—তোমার করুণা ছোট বড় সবার উপর

জ্যোৎস্নার মত ছড়িয়ে পড়্‌বে, মুখের কথায় লক্ষ লক্ষ দাস-দাসী তোমাদের পদসেবা কর্‌তে আস্‌বে, তবু সেই হতভাগ্যের অশ্রুজলে তোমাদের চরণ ধৌত না কর্‌লে তোমাদের চল্‌বে না?

মঞ্জরী। তোমার এমন রূপ, তবু সে একজনকে না হ'লে তোমার চল্‌বে না? কেন এ মুকুলিত যৌবনে এক হতভাগ্যের জন্য নিজের শত শত আকাঙ্ক্ষার দ্বার রুদ্ধ ক'রে রেখেছ?

আহুতি। কেন রেখেছি? এ কথা নারী হ'য়ে তুমি আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছো? তুমি বোধ হয় কখনও কাউকে ভালবাস নাই! বোধ হয় ব্যাধের মত লালসার ফাঁদ পেতে সারা জীবন শুধু পুরুষ শিকার ক'রে বেড়িয়েছ!

মঞ্জরী। [সক্রোধ] বালিকা!

আহুতি। অস্ত্র আন—অস্ত্র আন; শুধু মুখের কথা, চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমায় বিঁধতে পার্‌বে না। আমি উল্কার মত ছুটে চলেছি, আমি ধূমকেতুর মত আগুন ছড়িয়ে চলেছি, আমি রাহুর মত মুখব্যাদান ক'রে তোমাদের গ্রাস কর্‌তে এসেছি।

মঞ্জরী। কি—কি বল্‌লি রাক্ষসী?

আহুতি। বল্‌তে পার্‌ছি না পিশাচী! আমার বুকে এ জ্বালা যে আমি তাকে ভাষায় রূপ দিতে পার্‌ছি না; তা যদি পার্‌তুম তা হ'লে আমার পায়ের তলায় পৃথিবীটা বিদীর্ণ হ'য়ে যেতো।

মঞ্জরী। তার পূর্ব্বে তোমার দেহটা যদি স্কন্ধচ্যুত হয়, কি কর্‌বে তুমি বালিকা?

আহুতি। তোমায় আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাবো।

মঞ্জরী। আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাবে?

আহুতি। কেন দেবো না? দুঃসহ ব্যাধির যন্ত্রণায় যে দিবারাত্র ছটফট্ কর্‌ছে, বিষ তার কাছে অমৃত—মৃত্যু তার বড় আদরের।

মঞ্জরী। তবে তোমায় মৃত্যু দেবো না।

আহুতি। দেবে না?

মঞ্জরী। না।

আহুতি। তবে আমি বাতাসের মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌বো। তোমার তৃষিত কণ্ঠে বিষ ঢেলে দেবো, তোমার গর্ব্বের প্রাসাদ ধূলিসাৎ কর্‌বো; তুমি আমার বুকে পাষাণভার চাপিয়েছ, আমি তোমার ঐ সিন্দুরচর্চ্চিত ললাট ভেঙ্গে চূরমার ক'রে দিয়ে যাবো। [প্রস্থান।

মঞ্জরী। এ আবার আর একটা অমঙ্গল, চারিদিক থেকে রক্তপাগল রাক্ষসের দল আজ আমাকেই গ্রাস কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে! কেউ এনেছে অস্ত্র, কেউ এনেছে অভিশাপ, কেউ বাজাচ্ছে মহাকালের ভৈরব বিষাণ। কি কর্‌বো, কোন্ দিকে যাবো? হায় ক্ষত্রিয়! তোমার কি আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই?

অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। না, আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। দেবতারও নেই, মানুষেরও নেই, নইলে আমি কেন মাহিষ্মতীর নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখাকে জ্বালিয়ে তোল্‌বার এখনও নিষ্ফল চেষ্টা কর্‌ছি? জানি এর জীবনীশক্তি ফুরিয়েছে, একটা অসার জাত্যভিমান এর অন্তরটাকে দগ্ধ ক'রে ফেলেছে, তবু দিচ্ছি মৃতের মুখে মহৌষধ—তবু দেখ্‌ছি এই শ্মশানের মধ্যে প্রাসাদের স্বপ্ন।

মঞ্জরী। দেবতা! দেবতা! তোমারও আজ মলিন মুখ! কেন? দুশ্চিন্তার পাষাণভার ব'য়ে আমরাই জাগ্‌বো বিনিদ্র রজনী, তুমি কেন বিষাদের বোঝা বইবে?

অগ্নি। কেন যে ব'য়ে মরি, তা আমিই জানি না। এই মাহিষ্মতী আমার পায়ে শৃঙ্খল জড়িয়েছে। নইলে এর নদীসৈকতে বাঁশীর সুর

কেন বাজে ? এর ধূলিকণায় নূপুরধ্বনি কেন শোনা যায় ? এর পথে ঘাটে এত স্নেহ ঢেলে দিয়েছে বিধাতা, আমার সাধ্য নেই একে ছেড়ে যাই।

মঞ্জরী। এত ভালবাস যদি এই দেশ, বৈশ্বানর, তবে আজ তাকে এই বিপদের মুখ থেকে রক্ষা কর।

অগ্নি। রক্ষা কর্‌বো, আমি এ সৌন্দর্য্যের খনি রসাতলে যেতে দেবো না। ধর—ধর, তুমিই ধর এ রক্ষা-কবচ! [নির্ম্মাল্য দিলেন]

মঞ্জরী। দেবতার নির্ম্মাল্য ? [মাথায় ঠেকাইয়া] আমার জন্য কেন বৈশ্বানর, আমার স্বামীকে দাও। দিগ্বিজয়ী ধনঞ্জয়ের যুদ্ধে তার সোনার অঙ্গে বর্ম্ম পরিয়ে দাও।

অগ্নি। সবার মুখে ঐ কথা ; অর্জ্জুন বলেছে, তুমিও বল্‌ছো। সে যে বীর, সে যে দর্পী, অগ্নির দেওয়া রক্ষা-কবচ নিয়ে সে যুদ্ধ জয় কর্‌বে ? তা হ'লে আর জয়ের গৌরব রইলো কই ? মঞ্জরী! আমি তাকে দিয়েছিলাম, সে ফেলে দিয়ে সোজা চ'লে গেল।

মঞ্জরী। স্বামী নিলে না ? তবে তো আমিও নিতে পারি না দেবতা! স্বামীর যাতে অনাস্থা, মহার্ঘ রত্ন হ'লেও আমার কাছে তার কোন মূল্য নেই। দুঃখ ক'রো না, এ আমার দর্প নয়—নির্ব্বুদ্ধিতা নয়, এ আমার নারী-ধর্ম্ম। [নির্ম্মাল্য ফিরাইয়া দিল।]

অগ্নি। নারী-ধর্ম্ম ? [স্বগত] দেখ্‌ছো কি দেবতা, তোমাকে আর কেউ চায় না। তুমি পুষ্পবৃষ্টি কর, এরা পায়ে ঠেলে চ'লে যাবে। তবে যাও অথর্ব্ব, এই নির্ম্মাল্যের সঙ্গে তোমার নামটাও ঐ শুষ্ক পত্ররাশির সঙ্গে মিশে যাক্‌। [দূরে নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ।]

মঞ্জরী। বৈশ্বানর! বৈশ্বানর! এ কি অপরূপ দৃশ্য দেখালে ? দেখ—দেখ, ঐ নির্ম্মাল্যের স্পর্শ পেয়ে একটা শুষ্ক তরু শাখা-পল্লবে গজিয়ে উঠ্‌লো! কি কর্‌লুম—কি কর্‌লুম আমি দেবতা ? [ক্রন্দন]

অগ্নি। বৃথা—বৃথা—বৃথা এ অশ্রুজল।

[প্রস্থান।

মঞ্জরী। কি হ'লো? কি হ'লো?
হেলায় মহার্ঘ রত্ন ডালি দিনু
অতল সলিলে! সুধাভাণ্ডে
ঢেলে দিনু তীব্র হলাহল!
পৃথিবী টলিবে, অরাতি হাসিবে,
রুষ্ট হবে দেবতানিকর।
হায় স্বামী! হায় মাহিষ্মতী!

[ললাটে করাঘাত করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের সম্মুখ।

[নেপথ্যে পাণ্ডবসৈন্যগণ "জয় সম্রাট যুধিষ্ঠিরের জয়", মাহিষ্মতী-সৈন্যগণ "জয় মহারাজ নীলধ্বজের জয়" উচ্চারণ করিতেছিল।]

ঝড়ের মত প্রবীরের প্রবেশ।

প্রবীর। ঐখানে, ঐ উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে হবে! চিত্রলেখা! তোমার চিত্রপটে কার বিসর্জ্জন এঁকেছ? প্রবীরের না অর্জ্জুনের?

বীরবলের প্রবেশ।

বীরবল। অর্জ্জুনের।

প্রবীর। সত্য?

বীরবল। সত্য; আমার অন্তর্দেবতা বল্ছে সত্য। এতখানি পাপ প্রকৃতি সয় না, সইতে পারে না; তা যদি হয়, তা হ'লে শাস্ত্র মিথ্যা, ভগবান অন্ধ, ধর্ম্মাধর্ম্ম শুধু মুখের কথা।

প্রবীর। সবাই চায় এই অর্জ্জুনের পরাজয়, অথচ সে সমান দর্পে পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দ'লে চ'ষে দিয়ে যাচ্ছে; কারও অস্ত্রাঘাতে তার একটা কেশও বিচ্ছিন্ন হ'লো না। ওঃ, কত শক্তি ধর তুমি ধনঞ্জয়? তুমি কি মৃত্যুঞ্জয়ী নীলকণ্ঠ, না সৃষ্টির বহির্ভূত জীব?

বীরবল। না—না, সে তোমারই মত মানুষ; শঠচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে দেশে দেশে বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়েছে। পার একবার প্রমত্তবিক্রমে ঐ সৈন্যব্যূহের মধ্যে বাঘের মত লাফিয়ে পড়্তে? পার তার ছলনার মুখোস খুলে দিয়ে জগতকে তার আসল রূপটা দেখাতে?

প্রবীর। কই—কোথায়—কতদূরে ধনঞ্জয়? আমায় দেখাও সেনাপতি! আমি দেখ্‌বো, কোন্ গুণে সে বিশ্বজয়ী।

বীরবল। দেখ্‌বে? তবে এসো; তুমি টেনে আন অর্জ্জুনের গাণ্ডীব, আর আমি ভেঙ্গে ফেলি ভীমের গদা।

দীপঙ্করের প্রবেশ।

দীপঙ্কর। আর আমি?

প্রবীর। তুমিও এসেছ? এ আমারই মাতৃপূজা, তোমার তো নয়; তুমি কেন এলে দীপঙ্কর?

দীপঙ্কর। মর্‌তে!

প্রবীর। মর্‌তে পার্‌বে?

দীপঙ্কর। পরীক্ষা কর।

বীরবল। নিষ্প্রয়োজন! তোমার শক্তি আমি জানি বীর! আমরা এসেছি স্বার্থের আহ্বানে, তুমি এসেছ স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিতে; আমরা চাই দেশের কল্যাণ, তুমি চাও আত্মপ্রসাদ মাত্র। যুবক! তুমিই মাহিষ্মতীর শ্রেষ্ঠ সৈনিক।

দীপঙ্কর। মাহিষ্মতীর মঙ্গলের জন্য এ ক্ষুদ্র সৈনিক হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ দেবে।

বীরবল। তবে অগ্রসর হও; ঐ পাণ্ডবের চক্রব্যূহ। তুমি বাম পার্শ্ব আক্রমণ কর, যুবরাজ দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করুন, আর আমি সম্মুখ হ'তে দু'হাতে মুষলধারে রক্ত ঢেলে যাই; দেখি, ভাগ্যলক্ষ্মীর বরমাল্য কার জন্য? মাহিষ্মতীর না হস্তিনার? [প্রস্থান।

প্রবীর। দীপঙ্কর! তুমিও এলে?

দীপঙ্কর। আস্‌বো না? শত্রুর শরাঘাতে তোমার সোনার অঙ্গ ব'য়ে যখন গৈরিকধারা ছুট্‌বে, কে তখন মত্ত হুঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল কাঁপিয়ে তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে? কে দেবে প্রভু তোমার ক্ষত-বিক্ষত দেহে আশ্বাসের প্রলেপ? আমি মাহিষ্মতীর এক দীনহীন সৈনিক; ভীমার্জ্জুনকে রণশয্যায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে তুমি যখন বিজয়-গৌরবে ফিরে যাবে, তখন আমিই তোমার রথ টেনে নিয়ে যাবো।

প্রবীর। আর যদি পরাজয়ের কলঙ্ক নিয়ে ফিরে যেতে হয়?

দীপঙ্কর। ফিরে যাবো, কিন্তু শুধু হাতে নয়। এই অসি নিয়ে তোমার শিরশ্ছেদ ক'রে সেই ছিন্নমুণ্ড মায়ের পায়ের তলায় ফেলে দেবো; বল্‌বো, আমার প্রভু শির দিয়েছে, কিন্তু মান দেয় নি।

[প্রস্থান।

প্রবীর। [সোল্লাসে] তবে নির্ভয় মাহিষ্মতী! নির্ভয় প্রজাগণ! জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য আমার।

গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। হ্যাঁ—তোমার। মাতৃ-নাম কর তো বীর—মাতৃ-নাম কর। ভুলো না—মনে রেখো, যতক্ষণ এ নাম তোমার স্পন্দনে স্পন্দনে সাড়া দেবে, ততক্ষণ ভীমার্জ্জুন তুচ্ছ, যমও তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না। কর মাতৃ-নাম—ঝাঁপিয়ে পড় ঐ পাণ্ডব-সৈন্যব্যূহের উপর একটা আকস্মিক জলপ্রপাতের মত।

[প্রস্থান।

প্রবীর। কই মা? কোথা মা?
ধ্যানে এসো, জ্ঞানে এসো জননী আমার।
ঐ—ঐ আকাশের শ্যামলিমা করিয়া মন্থন
অশ্রুমুখী বিষাদ-প্রতিমা দাঁড়ায়েছে
সম্মুখে আমার। আহা—এই কি মা?
ও আবার কার ছবি? মধ্যাহ্নের সূর্য্য সম
দীপ্ত দু' নয়ন, অনল উগারি উঠে
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে! এও মা?
কোথা পথ, কোন্ দিকে, কহ ভগবান!
গঙ্গা আর যমুনার অপূর্ব্ব সঙ্গমে
দিশেহারা—দিশেহারা আমি অভাজন।

সশস্ত্র অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কই—কই? কোন্ ক্ষুদ্র পতঙ্গম
সাধ করে বহ্নি-আলিঙ্গনে?

[প্রবীরকে দেখিয়া অপলকে চাহিয়া রহিলেন।]

প্রবীর। কে তুমি? আজানুলম্বিত বাহু,

শাল তরুসম দীর্ঘকায়,
উন্নত ললাটতলে আকর্ণবিশ্রান্ত আঁখি,
অমানুষী প্রতিভায় মহাজ্যোতির্ম্ময় ?
তুমিই অর্জ্জুন ? তোমারি গুণের দায়ে
দ্বারে বাঁধা শ্রীকৃষ্ণ মুরারি ?

অর্জ্জুন। নিজগুণে গুণধাম বাঁধা মোর
অন্তরের নিরুদ্ধ গুহায় ;
তিনি প্রভু, আমি তাঁর চরণের রেণু।
দেহ তব পরিচয়—
কাহার নয়নানন্দ, কোন্ দেশে বাস ?
কার স্নেহ-নন্দনের তুমি পারিজাত ?

প্রবীর। ধনঞ্জয় !—

অর্জ্জুন। মরি মরি কুসুম-কোমল অঙ্গে
বর্ম্ম চর্ম্ম কে পরায়ে দিল ?
কোন্ নিরদয় কনক-চম্পক করে
তুলে দেছে অসি খরশাণ ?

প্রবীর। তুমি ধনঞ্জয়, আর কেহ নয় ;
ফল-জল-সুধাভরা শান্তিকুঞ্জ হ'তে
তুমি মোরে এনেছ টানিয়া
খরধার রক্তস্রোতে দিতে সন্তরণ।

অর্জ্জুন। বালক !

প্রবীর। তুমি বীর, নরদেহে নারায়ণ
বিদিত ভুবনে। আপনি মুরারি
বরাভয়-ছত্র ধরি ফেরে তব সাথে,

তবু তব মিটিল না তৃষা?
এই দীন মাহিষ্মতী
সৃষ্টিমাঝে অতি তুচ্ছ, নগণ্য এ দেশ;
ক্ষুদ্র তার সুখ-দুঃখ নিয়া
ঘুমঘোরে আছিল মগন,
স্বপনেও করে নাই
পাণ্ডবের অশুভ কামনা,
তবে কেন কালফণী সম
তারি শির লক্ষ্য করি তুলিয়াছ ফণা?

অর্জ্জুন। অবোধ বালক! পাণ্ডবের অশ্বমেধ—

প্রবীর। অশ্বমেধ? হাসালে ফাল্গুনি!
বাঁকা শ্যাম বংশীধর যার গৃহে বাঁধা,
কোন্ আশা অপূর্ণ রহিল তার?
অশ্বমেধে কি গৌরব করিবে বর্দ্ধন?
শত যজ্ঞফল তাঁর চরণ-পঙ্কজে।
নিয়ে যাও ভাণ্ডার খুলিয়া
মণি মুক্তা মহার্ঘ রতন,
মাহিষ্মতী ফিরে চাহিবে না;
শুধু দিয়ে যাও বক্ষঃ চিরি
তোমার অন্তরে গাঁথা
সেই এক নীলকান্ত মণি।

অর্জ্জুন। বয়সে বালক তুমি, জ্ঞানে গরীয়ান্;
বুঝিলাম মাহিষ্মতী-নৃপতির
পরম বান্ধব তুমি।

তোমারে হেরিয়া
কেন মোর উদ্বেলিত হিয়া,
আঁখি ভ'রে কেন আসে জল?
ফুল্ল ইন্দিবর সম আর একখানি মুখ
ভেসে ওঠে নয়নের পটে;
এই সাজে—এই সাজে তাহারেও
দেখেছিনু কুরুক্ষেত্রে নীরব নিথর।
বল—বল রে বালক!
কার পুত্র, কি নাম তোমার?

প্রবীর। মাহিষ্মতী-যুবরাজ কুমার প্রবীর।

অর্জ্জুন। তুমি—তুমি?
তুমিই ধরেছ মোর বাজী?
তোমারি কোমল অঙ্গে
অস্ত্রাঘাত করিবে অর্জ্জুন?
না—না, আমি পারিব না!

প্রবীর। তবে ফিরে যাও দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ।

অর্জ্জুন। ফিরে দাও—ফিরে দাও
যজ্ঞীয় ঘোটক, সাধ ক'রে
মৃত্যুরে দিও না আলিঙ্গন।

প্রবীর। রণে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের স্বর্গের সোপান।
মৃত্যুভয়ে ভীত যদি পার্থ বৃকোদর,
আছে ঐ গুপ্ত গিরিপথ,
নতশিরে ফিরে যাও হস্তিনা নগরে;
প্রাণান্তেও মাহিষ্মতী নাহি দিবে বাজী।

অর্জ্জুন। কেন রে অজ্ঞান, কেন এত
মরণের সাধ ? শোন নাই
অর্জ্জুনের বীরত্ব-কাহিনী ?

প্রবীর। শুনেছি ফাল্গুনি! যে দিন
বিরাটপুরে বৃহন্নলারূপে
একা তুমি ছিন্নভিন্ন করেছিলে
কৌরবের সেনা, সেই দিন পুষ্পাঞ্জলি
দিয়েছিনু উদ্দেশে তোমার ;
কিন্তু যবে শুনিলাম
অন্যায় সমরে ভীষ্ম আর কর্ণবধ
তোমারি রচনা, সেই দিন হ'তে
ভুলে গেছি 'ধনঞ্জয়' নাম।
এসো—এসো নৃশংস ঘাতক!
মর্ম্মান্তিক শত্রু আমি তব।

অর্জ্জুন। নহ শত্রু, এসো মোর মিত্রতা-বন্ধনে।
থাক্ যজ্ঞ, প'ড়ে থাক্ যজ্ঞীয় ঘোটক ;
শোকতপ্ত এ বক্ষের নিবিড় বেষ্টনে
তোরে আমি চুরি ক'রে
নিয়ে যাব হস্তিনা নগরে,
যেথা মোর পুত্রহারা প্রিয়া
অহর্নিশি করে হাহাকার,
যেথা হস্তিনার সিংহাসনে বসি
ধর্ম্মরাজ ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
আয়—আয়, যাবি ? [আলিঙ্গনোদ্যত]

[নেপথ্যে গীতা গাহিতেছিল।]

গীত

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

অর্জ্জুন। [কাঁদিতে কাঁদিতে পিছাইয়া আসিলেন।]
কই—কই, কোথা তুমি পাণ্ডবের সখা?
দাও দেখা পতিতপাবন!
মোহমুগ্ধ শক্তিহীন আমি অভাজন
পলে পলে বিপথে ছুটিয়া যাই।
এস হে সারথি, রথ-রশ্মি ধর
অর্জ্জুনের; ভ্রান্তির কুয়াশা ভেদি
অখণ্ডমণ্ডলাকারে
জ্ব'লে ওঠ তুমি জ্যোতির্ম্ময়!

[প্রস্থানোদ্যোগ]

প্রবীর। কোথা যাও ধনঞ্জয়?
দেহ রণ, নহে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হ'য়ে
নতশিরে মাগো পরাজয়।

অর্জ্জুন। আয়—আয় চন্নমতি পতঙ্গম!
রণসাধ মিটাইব তোর।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

যুধ্যমান ভীম ও বীরবলের প্রবেশ।

বীরবল। পরাজয় মাগো বৃকোদর! যজ্ঞ-অশ্ব
রাখিয়া পশ্চাতে ফিরে যাও হস্তিনা নগর।

ভীম। যাবো—যাবো, সঙ্গে ল'য়ে
তোমাদের মৃত্যুর বারতা।

বীরবল। তবু তব অশ্বমেধ হবে না পূরণ;
মাহিষ্মতী প্রাণ দেবে, তবু অশ্ব
দেবে না ফিরায়ে। নিষ্ঠুর পাণ্ডব!
ভাবিয়াছ মনে, তোমাদের অনন্ত পিপাসা
রক্ত দিয়ে নিতি নিতি মেটাবে সংসার,
শত শত ক্ষুধিতের কাড়িয়া মুখের গ্রাস
তোমাদের রাজভোগ যোগাবে জগৎ?
তিষ্ঠ—তিষ্ঠ, নিষ্পাণ্ডবা হবে ধরাতল।

ভীম। দুর্য্যোধন নিষ্পাণ্ডবা করেছে ধরণী,
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা
তাই আজি নিস্পন্দ নীরব।
জরাসন্ধ, শিশুপাল, মাতুল শকুনি
শতমুখে পাণ্ডবেরে করেছে দংশন,
ওইখানে আছে তারা তব প্রতীক্ষায়;
শুভ লগ্ন ব'য়ে যায়; এসো হে সেনানী!
তোমাকেও পাঠাইব শমন-সদনে।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

যুধ্যমান বৃষকেতু ও দীপঙ্করের প্রবেশ।

দীপঙ্কর। তুমি বুঝি সূতপুত্র কর্ণের সন্তান?

বৃষকেতু। অস্ত্রমুখে লহ পরিচয়।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে পলায়মান মাহিষ্মতী-সৈন্যগণের প্রবেশ।

সৈন্যগণ।—

গীত।

ও বাবা রে, আস্তখেকো বাস্তঘুঘু যমরাজার ঐ যমজ ভাই।
বাঁচ্‌বি তো পালিয়ে চল্‌, নইলে কারো রক্ষা নাই॥
ও যেমন ধনু তেমনি গদা, কেউ তো নয় রে কম,
ক'চ্ছে কচুকাটা হলুদবাঁটা ফেল্‌তে দেয় না দম,
এই কানমলা—এই নাকমলা,
আক্কেল খুব হ'য়ে গেছে, ও পথে আর যাবে কোন্ শালা,
মাথায় থাকুক্ রাজার হুকুম পালিয়ে আগে প্রাণ বাঁচাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মাহিষ্মতী—প্রাসাদ।

অগ্নি।

অগ্নি। দিন ফুরিয়েছে, মর্ত্ত্যবাসের দিন ফুরিয়ে এসেছে; আবার স্বর্গ তার অপরূপ মাধুর্য্য নিয়ে আমার তৃষিত নয়নে উজ্জ্বল হ'য়ে প্রতিভাত হবে। আনন্দ কর বৈশ্বানর! মুক্তির রথ আস্‌ছে, তার অবিরত ঘর্ঘর শব্দে আমি নারায়ণের নূপুবধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছি। এসো! এসো পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণ! মাহিষ্মতীর বাতাসে তোমার নূপুরপরা রাঙা পায়ের পদ্মগন্ধ ছড়িয়ে দাও! তুমি না এলে যে আমার মুক্তি নাই। আহা—এ কি রূপ তোমার মাহিষ্মতী! মৃত্যুর পূর্ব্বে তুমি যে আজ

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ফলে, পুষ্পে, বর্ণে, গন্ধে বিবাহের কন্যার মত সেজেছ! হায়, এ যে অন্ধের ফুল-সাজ, এ যে শ্মশানে বাসর-শয্যা! অশ্রু ফেল মা, অশ্রু ফেল; তোমার যে আজ বিজয়া-দশমী অভাগিনী!

স্বাহার প্রবেশ।

স্বাহা। কার বিজয়া-দশমী বৈশ্বানর?

অগ্নি। মাহিষ্মতীর।

স্বাহা। তুমি যার জামাতা, তোমার পায়ে ফুল-জল না দিয়ে যে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জলগ্রহণ করে না, সে দেশ এই উন্মেষিত যৌবনে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাবে? তবে তুমি আছ কি করতে বৈশ্বানর? সর্ব্বভুক হুতাশন! তুমি কি শুধু নিয়েই যাবে, দিয়ে কিছু যাবে না?

অগ্নি। কি দেবো বল? আমার বক্ষ-পঞ্জরের একখানা অস্থি খুলে মাহিষ্মতীকে দিয়ে যাবো? আমার চোখ দু'টো উপ্‌ড়ে ফেলে তার ঋণ শোধ কর্‌বো? আমার অস্তিত্বটাকে মাহিষ্মতীর ধূলায় পিষে ফেল্‌বো? কিন্তু—নিষ্ফল, তবু মাহিষ্মতীর রক্ষা নাই।

স্বাহা। বৈশ্বানর! [অশ্রু মুছিলেন।]

অগ্নি। অশ্রু ফেল—অশ্রু ফেল, তুমিও দু'ফোঁটা অশ্রু ফেল। যে দেশ বীরপূজা জানে না, সে দেশের অসহায় আত্মা এমনি ক'রেই কাঁদে। ঐ চেয়ে দেখ, নগরের রাজপথ দিয়ে ভগ্নোদ্যম মাহিষ্মতীসেনা নতমুখে ফিরে আস্‌ছে। ওরা কতগুলো নির্দ্দোষ মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে এলো, জান? হাজার হাজার! তাদের গৃহে আজ ক্রন্দনের রোল উঠ্‌বে, সে ক্রন্দন শুনে মাহিষ্মতীর প্রাসাদটা থর্‌-থর্‌ ক'রে কেঁপে উঠ্‌বে না? তাদের সুপ্তি-ঘোর থেকে তুলে এনে বিনাদোষে বলি দিয়েছে, তারা কি একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসও ফেলে যায় নি? তবু চাও মাহিষ্মতীর জয়? তা হয় না স্বাহা!

স্বাহা। তবে কি হবে দেবতা?

অগ্নি। পালিয়ে চল। কাঁদুক্ প'ড়ে মাহিষ্মতী, উঠুক্ জ্ব'লে ঘরে ঘরে শ্মশানের বহ্নিজ্বালা! আর ফিরে চেও না; আমাদের দিন ফুরিয়েছে, পালাই চল। ওই আস্‌ছে তারা মলিনমুখে শত শত মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে; এখনি রাজপুরীটা একটা বুকফাটা আর্ত্তনাদে ভেঙ্গে পড়্‌বে। আমি যে পুররক্ষী; এর সমস্ত গ্লানি আমারই বুকটা ভেঙ্গে দেবে স্বাহা! এসো—এসো, পালাই চল!

গীতকণ্ঠে বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসুন্ধরা।—

গীত।

জানি গো জানি সবারি যাবার আয়োজন।
আমারি চরণে কঠিন শৃঙ্খল, আমিই বিশ্বে অচল অটল,
ভাঙ্গা হাট পাশে নিশি জেগে রই, যাবার নাহিক প্রয়োজন।
কত আসা যাওয়া, কত ভাঙ্গা গড়া,
কত ডুবে গেল বাণিজ্য-পসরা,
কত ব্যথা সহি বৃদ্ধ পিতামহী, আমি আছি চির পুরাতন।

[প্রস্থান।

স্বাহা। তুমি যেতে হয় যাও, আমি মাহিষ্মতীকে বিপদে ফেলে এমন চোরের মত পালাতে পার্‌বো না।

অগ্নি। স্বাহা!

স্বাহা। তুমি পাথরের দেবতা, তোমার অনুভূতি নেই। তুমি যাও—তুমি যাও! [ক্রন্দনে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।] আমি তোমায় ত্যাগ কর্‌তে পারি, কিন্তু আমার রুগ্ন মরণাপন্ন মাতৃভূমিকে ছেড়ে যেতে

পারি না। আমরা ভাই-বোনে জীবনের প্রভাতে একে দু'ভাগে ভাগ ক'রে নিয়েছি। সে দেবে ঐশ্বর্য্য, আমি দেবো সেবা; সে আন্‌বে বিজয়-গৌরব, আমি দেবো শান্তির প্রলেপ; সে ধর্‌বে রাজদণ্ড, আমি সাজাবো পূজার বেদী।

অগ্নি। তুমি শুধু তোমার মাতৃভূমিকেই চিন্‌লে স্বাহা?

স্বাহা। তুমি বুঝ্‌বে না বৈশ্বানর! তোমরা দেবতা, অনন্ত বিশ্ব তোমাদের লীলাভূমি; আমাদের তো তা নয়! এই ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড নিয়েই আমাদের সারা জীবনের ধূলা-খেলা। এ মায়ের ঋণ শোধ হবার নয়; কুবেরের ভাণ্ডার নিঃশেষ ক'রে দিলেও এর একটা ধূলি-কণার মূল্য হয় না।

অগ্নি। তবে তুমি তোমার মাতৃভূমিকে নিয়েই থাকো; আমি চল্‌লাম। বিদায় স্বাহা, বিদায়!

স্বাহা। নিষ্ঠুর! পাষাণ! তোমার একটা অঙ্গুলিসঙ্কেতে মাহিষ্মতীর সব বিপদ কেটে যেতে পারে, তবু তুমি একে দু'পায়ে দ'লে চ'লে যাচ্ছ! একদিনের জন্যও কি সে তোমার পায়ে ফুল-জল দেয় নি? যাও—যাও, তোমায় বিদায় দিলাম। [দুঃখভারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।]

অগ্নি। স্বাহা! না—কাঁদ, তোমার অশ্রুজলে মাহিষ্মতীর মালিন্য ধুয়ে যাক। মাহিষ্মতী! তোমার মৃতদেহ কোলে নিয়ে কাঁদ্‌বার জন্য আমার এই অশ্রুমতীকে রেখে গেলাম; তুমি শীতল হও—তুমি শীতল হও। [পুনঃ প্রস্থানোদ্যোগ]

ত্রস্তভাবে নীলধ্বজের প্রবেশ।

নীলধ্বজ। অগ্নি! অগ্নি! দেখ্‌বে এসো, কি অপরূপ সাজে সেজেছে মাহিষ্মতী। তোরণদ্বারে দলে দলে পুত্রহারা জননী, পতিহারা পত্নী

এসে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে, তারা জান্‌তে চায়, কোন্ অধিকারে তাদের রাজা তাদের সুখের ঘরে আগুন দিয়েছে? জান্‌তে চায়, স্বয়ং অগ্নিদেব যাদের ঘরে বাঁধা, তাদের পতি-পুত্র কেন শত্রুর হাতে মরে? কি উত্তর দেবো, বল? বাইরে শত শত বিদ্রোহী প্রজা ক্ষুধিত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে, তারা ক্রুদ্ধ অজগরের মত সহস্র ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। বল, কি উত্তর?

অগ্নি। আমি কি উত্তর দেবো রাজা? যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করুন, মহারাণীকে জিজ্ঞাসা করুন; তাঁদের কাছে উত্তর আছে, আমার কাছে নেই। অগ্নি তার কৃতজ্ঞতার কণ্ঠরোধ ক'রে মাহিষ্মতীর হাতে রক্ষা-কবচ বেঁধে দিতে চেয়েছিল, সে যে নিলে না রাজা! সে মাথা উঁচু ক'রে রসাতলে প্রবেশ কর্‌বে, তবু হেঁট মাথা নিয়ে স্বর্গে উঠ্‌তে চায় না। আমার কর্ম্ম শেষ; এ করুণ ইতিহাসের মধ্যে আর আমায় জড়িও না রাজা! আমায় বিদায় দাও!

নীলধ্বজ। বিদায়? অগ্নি! তোমাকে আজ বিদায় দিতে হবে? বুঝেছি, আমাদের অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে, তাই তুমি আগেই স'রে যাচ্ছ। যাও, কিন্তু তার আগে মাহিষ্মতীকে কাল-ঘুমে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাও, সে যেন আর জেগে না ওঠে!

অগ্নি। রাজা—

নীলধ্বজ। কেন এলে তুমি বৈশ্বানর! দু'দিনের অমৃতের আস্বাদ দিয়ে দেশটাকে কেন পাগল ক'রে গেলে? তোমায় বিদায় দিতে, ওঃ, বৈশ্বানর! তোমায় বিদায় দিতে আজ আমাদের বুক যে ভেঙ্গে যায়!

অগ্নি। শুধু কি তোমাদের বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে রাজা! আমার কি হ'চ্ছে জান? মনে হ'চ্ছে, আজ আমি আমার সুখ-নীড় হ'তে চির-নির্ব্বাসিত হ'তে চলেছি। আজ আমার মুক্তির আনন্দে হাস্‌বার

কথা, তবু দু'চোখে শ্রাবণের ধারা নেমে আসে। থাকৃতে যে পারি না রাজা! এই দিনটির জন্য আমি এতকাল উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা কর্‌ছিলাম। [স্বাহার প্রতি] ওঠ অভাগিনী—ওঠ!

নীলধ্বজ। কে, স্বাহা! ধূলায় কেন কন্যা? ওঠ—ওঠ মা! মুখ তুলে চাও; আজ তোমার বিদায়যাত্রা জননী!

স্বাহা। বাবা! আমি কোথায় যাবো বাবা?

নীলধ্বজ। স্বর্গে।

স্বাহা। তোমরাই আমার স্বর্গ, তোমাদের স্নেহই আমার কুবের-ভাণ্ডার; আমি অন্য স্বর্গ চাই না। তোমার কন্যা হ'য়ে, প্রবীরের ভগ্নী হ'য়ে আমি এই মাটির স্বর্গেই প'ড়ে থাকৃতে চাই বাবা! আমায় ধ'রে রাখ, আমায় যেতে দিও না বাবা!

নীলধ্বজ। মা আমার—[বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।]

জনার প্রবেশ।

জনা। এখানেও কান্না! রাজ্যশুদ্ধ কি আজ ক্রন্দনের মহোৎসব লেগেছে?

নীলধ্বজ। তুমিই এর মূল রাণী! ওঃ, আজ আমার অর্দ্ধেক সৈন্য নিহত; তাদের গঠন কর্‌তে আমার এক যুগ কেটেছে। একদিনে সব নিঃশেষ—শুধু একদিনে! আরও কি সাধ আছে রাণী?

জনা। আছে; সমস্ত সৈন্যের বিনিময়েও যদি আজ ভীমার্জ্জুনের ছিন্ন শির নিয়ে আস্‌তে পার, তা হ'লে অর্দ্ধেক পৃথিবী আনন্দে জয়ধ্বনি দেবে।

অগ্নি। সে যে আকাশ-কুসুম কল্পনা মহারাণী! মুষ্টিমেয় সৈন্য যখন নিঃশেষ হ'য়ে যাবে, তখন যুবরাজের পার্শ্বে দাঁড়াবে কে?

জনা। তুমি।

অগ্নি। আমি ?

জনা। হ্যাঁ, তুমি ; সে কথা বল্‌তেই আমি এসেছি। তোমার বরাভয় অস্ত্র দিয়ে জলমগ্ন তরণী রক্ষা কর।

অগ্নি। [স্বগত] নিয়তির চক্রটা ঠিক ঘুর্‌ছে। ক্লান্তি নেই—অবসাদ নেই, অবিশ্রাম চলেছে ; সে আজ আমাকে শুদ্ধ পিষে মার্‌তে চায়। [প্রকাশ্যে] না—আমি পার্‌বো না মহারাণী, অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুল্‌তে আমি কিছুতেই পার্‌বো না। যাক্‌, আমি চল্‌লাম। বিদায় মহারাজা! বিদায় মহারাণী!

সহসা মদনমঞ্জরীর প্রবেশ, পশ্চাতে পুরনারীগণ।

মঞ্জরী। আমায় কি ব'লে বুঝিয়ে যাবে বৈশ্বানর ? আমি যে অর্ঘ্য নিয়ে এসেছি ; আমায় বর না দিয়ে তো যেতে পাবে না!

পুরনারীগণ।—

গীত।

হে পাষাণের দেবতা!
তুমি যেও না—যেও না ছু'পায়ে দলিয়া,
মোরা চরণে জড়িতা লতা॥
এই ফুল্ল কুসুমহারে, এই অঞ্জলি উপ হারে,
চন্দনগন্ধে নয়ন-আসারে,
তোমারে করিব বন্দী, এ মোদের অভিসন্ধি,
তবু যদি যাও, রথের চাকায় প্রাণ দেবে অনুগতা॥

অগ্নি। [স্বগত] আমায় বেঁধেছে, এইখানে আমায় বেঁধে ফেলেছে। সহস্র মদমত্ত করীর প্রবল আকর্ষণেও আর আমায় এক তিল সরাতে পার্‌বে না। বুঝ্‌তে পার্‌ছি এর পরিণাম, দেখ্‌ছি ওই একটি ললাট

লক্ষ্য ক'রে সহস্র বজ্র গ'র্জ্জে উঠেছে, তবু এ আবর্জ্জনায় আমায় নাম্‌তেই হবে! [প্রকাশ্যে] বল, কি বর চাও?

মঞ্জরী। মাহিষ্মতীর কল্যাণে তুমি অস্ত্রধারণ কর।

অগ্নি। তবে ডুবে যাক্ দেবতার নাম, ভুলে যাক্ সংসার গৌরবের পরিচয়, বিস্মিত-আতঙ্কে নির্ব্বাক হ'য়ে যাক্ পাণ্ডবগণ। রাজা! আমি গ্রহণ কর্‌লাম তোমাদের নিমন্ত্রণ; কিন্তু নিষ্ফল—নিষ্ফল!

[অগ্নিসহ সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থল।

বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। নীরব রণস্থল! ভয়ে গাছের একটা পাতা নড়্‌ছে না—একটা শবলুব্ধ পশু পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে না, যেন একটা মায়াপুরীর নির্জ্জন প্রান্তরে একা আমি নরকপালের সংখ্যা গণনা কর্‌ছি। কেন জান? ঐ শবরাশির মধ্যে একটা অশরীরী আত্মা যেন আমাকে খুঁজে মর্‌ছে; সেও এমনি এক রণস্থলে ঐ অর্জ্জুনের হাতে প্রাণ দিয়েছিল।

গজাননের প্রবেশ।

গজানন। [স্বগত] কে? ও বাবা—বৃষকেতু! বেটা এখানে রাত্তির বেলা ঘুরে মর্‌ছে কেন? মতলবখানা কি? যাক্, কাছাকাছি যখন পাওয়া গেছে, দিই ব্যাটাকে ক্ষেপিয়ে; যা শত্রু পরে পরে। [প্রকাশ্যে] ওহে ছোক্‌রা—ওহে ছোক্‌রা!

বৃষকেতু। কে তুমি?

গজানন। যা হোক্ একটা এঁচে নাও না!

বৃষকেতু। পরিচয় দাও; তুমি নিশ্চয় মাহিষ্মতীর গুপ্তচর। সত্য কথা না বল্‌লে বৃষকেতুর হস্তে নিস্তার নেই। [তরবারি নিষ্কাশন]

গজানন। ইস্, ফস্ ক'রে তলোয়ার বার ক'রে ফেল্‌লে যে? কাদের ছেলে তুমি? কি নাম তোমার?

বৃষকেতু। আমার নাম বৃষকেতু।

গজানন। যা—যা, ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবহার কর্‌তে জানে না, ওর নাম বৃষকেতু। জন্মে বৃষকেতুর নাম শুনেছিস্?

বৃষকেতু। তুমি শুনেছ?

গজানন। শুনেছি কি? রোজ তিন বেলা ক'রে দেখ্‌ছি। অমন একটা মহাপুরুষ,—

বৃষকেতু। মহাপুরুষ?

গজানন। একশোবার মহাপুরুষ; সে নিজে মহাপুরুষ, তার বাপ ছিল মহাপুরুষ, তার মাও মহাপুরুষ। জানিস্, ঐ ছেলেকে তারা কেটে অতিথির পাতে ধ'রে দিয়েছিল! সে কি ছেলে, হীরের টুক্‌রো! কিন্তু মহাপুরুষ হ'লে কি হবে—অপদার্থ!

বৃষকেতু। সে কি?

গজানন। কিন্তু বলিহারি তার ধৈর্য্যকে।

বৃষকেতু। কার ধৈর্য্য?

গজানন। ঐ বৃষকেতুর। অমন একটা বাপ হাজার চেষ্টা কর্‌লেও আর পাবে কি? যেমন বীর, তেমন দাতা; তাকে কি না ঐ অর্জ্জুনটা হাত-পা বেঁধে খুঁচিয়ে মার্‌লে!

বৃষকেতু। পথিক! তুমি যাও—তুমি যাও, আমায় দগ্ধ ক'রো না।

গজানন। শোনই না হে! তারপর বেহায়া অর্জ্জুনটা কি করলে জান? ছেলেটার মাথায় খানিকটা পায়ের ধুলো ছড়িয়ে দিলে, ছেলেও অমনি তার কেনা হ'য়ে রইলো। একটা শোধ তুলতে পারতিস, তা হ'লে বুঝতুম- হ্যাঁ।

বৃষকেতু। [স্বগত] জগৎ-সংসার জেনেছে, এ একটা নৃশংস পৈশাচিকতা, তবু আমি এখনও নীরব। [প্রকাশ্যে] পথিক! তুমি ঠিক বলেছ, বৃষকেতু নিতান্ত অপদার্থ—পশু।

গজানন। কিন্তু ধন্য তার ধৈর্য্য! আহা, ত্রেতায় ছিল অঙ্গদ, আর দ্বাপরে এই বৃষকেতু, দুটিই সমান; তফাতের মধ্যে তার একটা ল্যাজ ছিল, এর নেই। আমি যদি বৃষকেতু হ'তুম, তা হ'লে ঠিক তেমনি ক'রে অর্জ্জুনটাকেও খুঁচিয়ে মারতুম, নইলে জলের সঙ্গে বিষ খাইয়ে দিতুম—হ্যাঁ!

বৃষকেতু। ঈশ্বর! আমায় শক্তি দাও—আমায় শক্তি দাও—

[উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান।

গজানন। যাক, খানিকটা বিষ উগরে দিয়ে গেলুম, দেখি যদি এতেই ফাঁড়াটা কেটে যায়। ঘুমোও বাছাধন—ঘুমোও, কাল হয় তো আর সূর্য্যের মুখ দেখতে হবে না। অনেকের সর্ব্বনাশ করেছ কি না, এইবার তোমার সুভদ্রার হাতের খাড়ু খুলুক। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সুদেবের প্রবেশ।

গজানন। কে?

সুদেব। আমি। কই, তারা আসছে?

গজানন। হাঁ, এইবার আসবে; এইখানেই আসবার কথা।

সুদেব। ঠিক মনে আছে ত? যেন তারা ঘুণাক্ষরে বুঝতে না পারে যে, তোমার কোন উদ্দেশ্য আছে।

গজানন। কোন ভাবনা নেই মশায়! গজাননের মগজের ভেতর ঢুক্‌বে, এমন লোক পৃথিবীতে জন্মায় নি।

সুদেব। তুমি আমার পরম বন্ধু।

গজানন। [স্বগত] সেটা এক আঁচড়েই বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি যখন রাজ্যের লোভে ভাগ্নেকে খুন কর্‌তে চলেছ, তখন কাজ ফুরুলে একদিন আমারই কোন্ গলা টিপে না ধর্‌বে!

সুদেব। কি ভাব্‌ছো গজানন? পার্‌বে তো?

গজানন। বড় শক্ত কাজ মশায়! শেষ পর্য্যন্ত আপনাকেই না শূলে যেতে হয়।

সুদেব। সে কি? শূলে দেবে কি গজানন?

গজানন। ভয় নেই—ভয় নেই; এখনই কি আর দেবে? আপনি খেয়ে-দেয়ে আজকের রাতটার মত বিশ্রাম করুন না, কাল সকালে ধীরে-সুস্থে উঠে একেবারে নিশ্চিন্দি হ'য়ে শূলে গিয়ে বস্‌বেন।

সুদেব। শূলে বস্‌বো?

গজানন। তবে কি পালঙ্কে বস্‌বেন? এ সব ব্যাপারে শূলেই বস্‌তে হয়। তা আপনাকে বেশী বেগ পেতে হবে না; ঘ'সে মে'জ এমনি ছুঁচোলো ক'রে দেবে যে একেবারে ঘ্যাঁচ ক'রে মাথা ফুঁড়ে উঠ্‌বে।

সুদেব। আঃ, থাম না।

গজানন। আচ্ছা, তা হ'লে এখন আপনি ঘুমুন গে। আমি এ দিকে সব ঠিক্ ঠাক্ ক'রে রাখ্‌ছি। সকালবেলা আপনাকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলে এনে একেবারে শূলে—

সুদেব। আবার শূল?

গজানন। যান—যান, ঐ তারা আস্‌ছে। মনে থাকে যেন, রাজত্ব পেলে আমার মন্ত্রিত্বটা—

সুদেব। ঠিক মনে থাকবে, তুমি কিছু ভেবো না; রাজ্যটা পেলেই তোমার সাধ মেটাবো। [প্রস্থানোদ্যোগ]

গজানন। আর যদি শূলে বস্‌তে হয়?

সুদেব। আঃ, তুমি বড় ভয় দেখাও!

গজানন। আচ্ছা, যান—যান। [সুদেবের প্রস্থান] বোকার সর্দ্দার! রাজ্যটা খোলামকুচি আর কি, তোর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই হ'লো! দূর হ' গো-ভূত! তোকে সিংহাসনে বসিয়ে আমি পূজো করবো? সে আশায় অষ্টরম্ভা! কে ও, ময়না?

ময়নার প্রবেশ।

ময়না। ব্যাপারখানা কি বাবা?

গজানন। এসেছিস্? আহা, বেঁচে থাক্ বাবা! তুই যে আমার কথামত এখানে আস্‌বি, এ আমি ভাব্‌তেই পারিনি, এমন পিতৃভক্ত—

ময়না। ছাই ভক্ত! আমি আস্‌তুমই না; তবে ইচ্ছা হ'লো বাবার মতলবখানা কি একবার বুঝে আসি, নইলে রাত্রে এমন আরামের ঘুম ছেড়ে আমি আস্‌তুম না কি? দায় পড়েছে আমার!

গজানন। তুমি বাবা দিনে দিনে বড় বকাটে হ'চ্ছো!

ময়না। তা তো হ'চ্ছি। এখন কথাটা কি বল দেখি? এই নিশুতি রাত, কেউ কোথাও নেই, এমন সময় এখানটায় নিয়ে এলে কেন?

গজানন। একটু হাওয়া খেতে বাবা!

ময়না। হাওয়া খেতে? মাঠ নেই, ঘাট নেই, হাওয়া খেতে আন্‌লে এই যুদ্ধক্ষেত্রে? আর তাও এই সময়?

গজানন। তোর দেহটা বড় খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে বাবা, সেই জন্যে।

ময়না। ইস্, তোমার যে আমার উপর ভারি টান দেখ্‌ছি, তবু যদি না আমার খাবার ভোগা দিয়ে খেতে!

গজানন। কবে রে নচ্ছার, কবে?

ময়না। মনে নেই বুঝি? সেবার মামার বাড়ী থেকে আমার জন্য এক হাঁড়ি সন্দেশ পাঠিয়েছিল, তুমি পথে আস্‌তে আস্‌তে সবগুলো সাবাড় ক'রে আমার জন্য একটা পেয়ারা নিয়ে এলে!

গজানন। ওরে, ও সব সেকেলে কথা, এখন আসল কথা হোক্। তোকে বাবা একটা কাজ—

ময়না। কাজ! তোমার সঙ্গে না আমার কথা হয়েছিল, কাজ আমি কর্‌বো না?

গজানন। আরে তেমন কিছু নয়।

ময়না। যেমনই হোক্ না, কাজ তো? আমি পার্‌বো না।

গজানন। পার্‌বি—পার্‌বি, এতে ভারি মজা আছে। ঐ যে দস্যুগুলো আস্‌ছে না, তাদের—

ময়না। ধরিয়ে দিতে হবে?

গজানন। আরে না—না, পাকে-চক্রে ওদের যুবরাজের সাম্‌নে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌তে হবে; আর দীপে ছোঁড়াটাকে আমি দেখ্‌ছি।

ময়না। বাবা! তুমি তো বড় সোজা ছেলে নও; তোমার পেটে পেটে এত?

গজানন। তোরই ভালর জন্য বাবা—তোরই ভালর জন্য। আমার কি, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। আচ্ছা, তা হ'লে তুই—

ময়না। আমি পার্‌বো না।

গজানন। পার্‌বি এখন; তোর পক্ষে এ শক্ত কাজ নয়। আমি অনেক দূর এগিয়েছি, আজ রাত্রেই এ কাজটা না কর্‌তে পার্‌লে

আমার গর্দ্দান যাবে। কি বলিস্, তা হ'লে রাজি? আচ্ছা, আমি আস্‌ছি, তুই একটু আড়ালে থাক্। [প্রস্থান।

ময়না। থামো বাবা! তুমি যুবরাজকে মেরে টাকার গদীর উপর বস্‌বে, আর বৌ-রাণীর অমন দগ্‌দগে সিঁথের সিঁদুরটা মুছে যাবে, আর আমি তাই দেখ্‌বো বুঝি? দুত্তোর! গর্দ্দান যায় তো তোমারই যাক্, অন্যের যাবে কেন বাবা? আমি যুবরাজের সাম্‌নে তাদের নিয়ে ফেল্‌বো? আমার ব'য়ে গেছে।

[বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া প্রস্থান।

কঙ্কণের প্রবেশ।

কঙ্কণ। নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে সব; কারও একটা নিঃশ্বাস পড়্‌ছে না। থামো, মজা দেখাচ্ছি! বোকা ছেলেটাকে মাথায় হাত বুলিয়ে যাদু করেছ; ভেবেছ তার কেউ নেই—সে বানের জলে ভেসে এসেছে! র'সো—আছে কি না আছে, একবার দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। আমি চুরি ক'রে নিয়ে যাবো; সাধ্য থাকে, আটকাও!

গজাননের প্রবেশ।

কঙ্কণ। হ্যাঁ হে কর্ত্তা, এসেছ? চল তো দাদা, ছোঁড়াটা কোথায়, দেখিয়ে দেবে চল তো!

গজানন। আছে তো কাছেই, কিন্তু—

কঙ্কণ। আরে রাখ তোমার কিন্তু; আমি ওসব কিছু মান্‌বো না। আমি চুরি ক'রে নিয়ে যাবো; বাধা দেয়, এই যে, হুঁ-হুঁ—[ছুরিকা প্রদর্শন]

গজানন। বাধা নিশ্চয়ই দেবে; এখন আপনি সাম্‌লে থাক্‌তে পার্‌লে হয়।

কঙ্কণ। সে তুমি দেখে নিও; ছোঁড়াটাকে একবার পেলে হয়। ঘুমুচ্ছে বুঝি? কোথায় ঘুমুচ্ছে বল দেখি? একবার চুপিসারে ব'লে আস্‌তে পার দাদা! সে হয় তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছে—তার বুক ঠেলে নিঃশ্বাস উঠ্‌ছে, আমি ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছি। সে তো জানে না তার দাদু তাকে নিতে এসেছে! সেদিন জান্‌লে হে কর্ত্তা, ভারি দেমাক্ ক'রে বলা হচ্ছিল, আমি যাবো না। আরে না যাবি তো নেই, কার কি ব'য়ে গেল? তোকে না হ'লে যেন বুড়োর আর চল্‌বে না! এই তো ক বছর কাটিয়ে দিলুম, কি হ'লো?

গজানন। ছাই হ'লো।

কঙ্কণ। তাই বল! তবে কথাটা তা নয়; ভায়ার অভিমান হয়েছে। ভাব্‌লে দাদু আমায় ভিক্ষে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, আমি যেন একটা পণ্য। আজ যখন জোর ক'রে নিয়ে যাবো, ভায়ার মুখে হাসি আর ধর্‌বে না, বুঝ্‌লে?

গজানন। আজ্ঞে হ্যাঁ; কিন্তু আর দেরী করা চলে না। আপনারা এগোন; ঐ গাছের আড়ালে আমার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, সে আপনাকে ঠিক্ পথে নিয়ে যাবে। কোন ভয় নেই; কিন্তু আমার নামটী কর্‌বেন না যেন, সাবধান!

কঙ্কণ। গা-টা বড় ছম্-ছম্ কর্‌ছে—

গজানন। তা অমন করে; আসুন।

কঙ্কণ। মা কালী! মুখ রেখো। হ্যাঁ, দেখ কর্ত্তা! আচ্ছা, তোমার এত গরজ কেন বল দেখি?

গজানন! ঐ যে বল্লুম—পরোপকার।

কঙ্কণ। পরোপকার? বেশ—বেশ, তোমার কথা আমি ভুল্‌বো না, আমায় নাতির বে'তে তোমার নেমন্তন্ন রইলো দাদা, যেতে

:ন! দেখ্‌বে, সে কি হৈ-হৈ ব্যাপার! গণ্ডা গণ্ডা মোষবলি, ঘরবোঝাই মেঠাই-মণ্ডা, জালায় জালায় মদ; খাও—ফেল—দান কর, কারু 'না' বল্‌বার যোটী নেই। আচ্ছা, তবে এই কথা রইলো—

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। সব সুপ্ত। সুপ্ত বায়ু, সুপ্ত ব্যোম,
প্রসুপ্ত জগৎ, শুধু নিদ্রা নাই
আমাব নয়নে; দুগ্ধফেননিভ শয্যা
মোর কাছে কণ্টকের বন।
নারায়ণ! নাহি ক্ষোভ তাহে;
তব কার্য্যে ডালি দিছি নয়নের তারা,
স্নেহ প্রেম অনুকম্পা দিছি বিসর্জ্জন,
শাস্তি দাও—শুধু শাস্তি দাও
অভাগা অর্জ্জুনে।

বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। পিতৃব্য!

অর্জ্জুন। কে? বৃষকেতু?
কেন বৎস এখনো জাগ্রত?

এ গভীর নিশিযোগে
কেহ তো জাগিয়া নাই,
তবে তুমি কেন বিশ্রামে বঞ্চিত?

বৃষকেতু। বিশ্রাম? বিশ্রাম লভিব পার্থ,
মরণের কোলে।

অর্জ্জুন। না—না, নির্ভয় বালক! পাণ্ডবের
শূন্য গৃহে তুমি মাত্র স্নেহের দুলাল।
তোরে আমি এইখানে—
এই বক্ষমাঝে রাখিব লুকায়ে,
মৃত্যু তোর পাবে না সন্ধান।
জানিস্—জানিস্,
ডালি দিয়া কত হায় মহার্ঘ জীবন,
তোরে আমি পেয়েছি হৃদয়ে?
দে তো—দে তো, একবার দগ্ধ বুকে
হাতখানি দে তো বুলাইয়া।
বড় দুঃখী আমি,
বড় শ্রান্ত জীবন-সংগ্রামে।

বৃষকেতু। [স্বগত] নারায়ণ! আমায় পাষাণ কর। পিতার অতৃপ্ত আত্মা আমার দিকে তৃষিতনয়নে চেয়ে আছে, আমায় কর্ত্তব্য পালন কর্‌বার শক্তি দাও। [প্রকাশ্যে] পিতৃব্য!

অর্জ্জুন। [কাঙ্গালের মত] একবারও
'পিতা' ব'লে পার না ডাকিতে?
আমি যে কত কাল শুনি নাই
ওই সম্ভাষণ! বল্—ওরে বল্,

রাজ্য দেবো, ইন্দ্রপ্রস্থ—হস্তিনার
দেবো সিংহাসন; বল্, সেই কণ্ঠে—
সেই মমতায়—[আলিঙ্গনোদ্‌যোগ]

বৃষকেতু। না—না, আমায় স্পর্শ ক'রো না; তোমার আলিঙ্গন আমার সর্ব্বাঙ্গে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

অর্জ্জুন। বৎস! তুমি রাত্রিজাগরণে অসুস্থ হয়েছ—

বৃষকেতু। না, আমি অসুস্থ নই; সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হ'য়েই আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—

অর্জ্জুন। বৃষকেতু!

বৃষকেতু। আমি উন্মাদ হয়েছি। দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুনের কাছে আমি আজ মুখোমুখী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কোন্ রণ-নীতিতে আমার পিতা নিরস্ত্র রথহীন অবস্থায় পাণ্ডবের হস্তে নিহত?

অর্জ্জুন। বৃষকেতু!

বৃষকেতু। ও স্বর আমি চিনি; জানি, এই মুহূর্ত্তে একটা বজ্রপাত হবে, আমি তবু এর উত্তর চাই।

অর্জ্জুন। উত্তর পাবে না।

বৃষকেতু। পাবো না?

অর্জ্জুন। না, অর্জ্জুনের কাছে উত্তর চাইবার এ প্রথা নয়। তার কার্য্যের প্রতিবাদ কর্‌তে হ'লে অস্ত্র ধ'রে সোজা বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হয়।

বৃষকেতু। প্রয়োজন হয়, তাই কর্‌তে হবে; তবু এর উত্তর চাই।

অর্জ্জুন। তার পূর্ব্বে যে তোমার বাক্‌শক্তি চিরকালের জন্য রুদ্ধ হ'য়ে যাবে।

বৃষকেতু। হোক্—বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হোক্—মহাবীর কর্ণের বংশ বিলুপ্ত হ'য়ে যাক্, আমি তবু এর উত্তর চাই—উত্তর চাই! এই তুচ্ছ

জীবন, যার পরিচয়ে গৌরব নেই, যার পরিপুষ্টি পিতৃহন্তা পাণ্ডবের রাজভোগে, এই ঘৃণিত জীবন—যা দেখে সবাই ঘৃণাভরে স'রে যায়, সে জীবন আমি একটুও ভালবাসি না। আমায় হত্যা কর পাণ্ডব! যে অস্ত্রে আমার পিতাকে যমালয়ে পাঠিয়েছ, সে অস্ত্র আমারও বুকে বিদ্ধ কর। আমায় শাস্তি দাও—আমায় বিস্মৃতি দাও!

অর্জ্জুন। শুধু নিজের দিকটাই দেখ্‌ছো! আমার অন্তরের অন্তস্তলে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে দেখ, কি শ্মশান জ্বল্‌ছে সেখানে! চোখের উপর আমার নন্দন-কানন শুকিয়ে গেল, তবু আমি বেঁচে আছি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, আমি জীবিত না মৃত? নিশীথ-শয়নে বিনিদ্র চোখের উপর তারা আমার সহস্র আঁখি মেলে চেয়ে থাকে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠে আমার বুকের পাঁজরটা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেয়! তোর পিতা, আর আমার যে ভাই—বিধিবিড়ম্বিত চিরনির্য্যাতিত সহোদর!

বৃষকেতু। পিতৃব্য!

অর্জ্জুন। পিতৃহন্তার রক্ত চাও?

বৃষকেতু। হাঁ—চাই।

অর্জ্জুন। তবে এসো, এই সুবর্ণ-সুযোগ! পৃথিবী সুপ্তিময়, প্রকৃতি নিস্তব্ধ। যদি দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুনের রক্তপাত কর্‌তে চাও, তার এই সময়; নইলে সংসার জেগে উঠ্‌বে, দিনের আলোকে সহস্র শাণিত তরবারি ঝল্‌সে উঠ্‌বে।

বৃষকেতু। [তরবারি নিষ্কাশন করিল, ক্ষণপরে কম্পিত হস্ত হইতে উদ্যত তরবারি পড়িয়া গেল, বৃষকেতু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।]

অর্জ্জুন। [বৃষকেতুকে ধরিয়া] মূর্চ্ছিত! থাক্—একটু ভুলে থাক। বৎস! প্রাণাধিক! ঘুমোও। দিনের পর দিন রৌদ্র-বৃষ্টি মাথায় ক'রে তুমি ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছো, পাষাণে বুক বেঁধে আমার

আদেশ হাসিমুখে পালন করেছো, একদিনের জন্যও অন্তরের ব্যথা আমায় জান্‌তে দাও নি ; ভগবান তোমায় শান্তি দিন।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। ধীরে ; দেখ্‌ছো না, একটা দুঃখের হিমালয় এইখানে নিথর হ'য়ে প'ড়ে আছে! ওকে জাগিও না—একটু বিশ্রাম দাও, ও আজ বড় কাঙ্গাল।

ভীম। বৃষকেতু নয়? এখানে—এ অবস্থায়? পার্শ্বে উন্মুক্ত তরবারি! এ সব কি অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন। কিছুনা দাদা, ও একটা ক্ষণিকের ভ্রম। আমি ওর পিতৃহন্তা—

ভীম। অর্জ্জুন! আমি কি শিশু যে আমায় ছলনায় ভুলাতে চাও? আমি জানি, এ বালক তোমার পরম শত্রু ; ওর উদ্যত খড়্গ তোমার স্কন্ধে পড়্‌বাব জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে অবসর খুঁজ্‌ছে!

অর্জ্জুন। ছিঃ দাদা!

ভীম। কথা ক'স্‌নে অর্জ্জুন! আমি ভীম, যার গদার আঘাতে শত ভ্রাতা কৌরব চূর্ণ হ'য়ে গেছে। এ মূর্চ্ছা আমি ভাঙ্গতে দেবো না ; এই দণ্ডে এই বিষধর সর্পকে—[গদা উত্তোলন]

অর্জ্জুন। করছো কি দাদা? ছিঃ, তুমি না বীর? মহাবীর কর্ণের গচ্ছিত ধন এমন ক'রে অবহেলায় ডালি দিও না। বৃষকেতু! ওরে ওঠ্‌—ওঠ্‌, শিয়রে তোর যমের কিঙ্কর খড়্গ তুলে দাঁড়িয়েছে ; সহস্র অর্জ্জুনের সাধ্য নেই তোকে রক্ষা করে। তবু তোকে বেঁচে থাক্‌তে হবে, মহাবীর কর্ণের বংশের স্মৃতি বক্ষে ধারণ ক'রে তোকে জীবনধারণ কর্‌তেই হবে। ওঠ্‌—ওঠ্‌ বৃষকেতু!

বৃষকেতু। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] আমায় হত্যা কর, আমায় বিস্মৃতি দাও!

অর্জ্জুন। যা অবোধ, স'রে যা।

ভীম। [সরোষে] বৃষকেতু!

অর্জ্জুন। ক্ষমা কর দাদা! এ অবোধ বালক।

বৃষকেতু। আমি ক্ষমা চাই না, আমি মৃত্যু চাই। পিতৃহন্তার অনুগ্রহদত্ত জীবনের চেয়ে মৃত্যু আমার অনেক সুখের।

ভীম। কৃতঘ্ন পশু! পাণ্ডবের প্রাণঢালা স্নেহের এই বুঝি প্রতিদান? ওরে কাল সাপ, যদি জান্‌তাম তোর রসনায় এত বিষ, তা হ'লে আমি যে তোকে অনেক আগেই টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌তাম। আমারই ভুল; শৃগালবিবরে সিংহের জন্ম হয় না।

বৃষকেতু। [সগর্জ্জনে] বৃকোদর!

ভীম। অনেক সয়েছি অর্জ্জুন—এ জীবনে অনেক অবিচার সয়েছি, আর বাধা দিস্ নে। চিরকালই দেখে এলাম, যে সয়, তারই শুধু পরাজয়—তারই পুত্র অকালে মরে—তারই ঘরের বালিকা বধূর সিঁথির সিন্দূর মুছে যায়। ছেড়ে দে অর্জ্জুন! শত্রুর শেষ আমি রাখ্‌বো না। [পুনঃ গদা উত্তোলন]

অর্জ্জুন। [ভীমের পদধারণ করিয়া নীরব মিনতি জানাইলেন, ভীমের ক্রোধ ক্রমে উপশমিত হইয়া গেল।]

ভীম। বেঁচে গেলে মূর্খ! তোমায় হত্যা কর্‌বো না, কিন্তু পাণ্ডবের স্নেহের আশ্রয় হ'তে তোমায় চির-নির্ব্বাসিত কর্‌লাম। যাও, এই দণ্ডে শিবির ত্যাগ কর।

অর্জ্জুন। দাদা—

ভীম। তোমার অনেক অনুরোধ রক্ষা করেছি অর্জ্জুন, আজ আর পার্‌লাম না। যাও মূর্খ! এই দণ্ডে শিবির ত্যাগ কর।

বৃষকেতু। প্রাণটা নিলে না নিষ্ঠুর পাণ্ডব? ক্ষমা ক'রে আমার মুখে আরও গাঢ় কালিমা লেপন কর্‌লে! উত্তম, আমি বেঁচে রইলাম তোমাদের মৃত্যু দেখ্‌বার জন্য।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। কি কর্‌লে দাদা? এ ক্ষীণ প্রদীপটাও নিবিয়ে দিলে? যাক্, আর কোন আকর্ষণ নেই, চারিদিক দিয়ে নিঃস্ব হয়েছি। চল, সুপ্ত বাহিনীকে জাগাও,—আজ নূতন উদ্দীপনায় শত্রুসৈন্যের উপর মৃত্যুর বীজ ছড়িয়ে যাবো। মাহিষ্মতী আজ যথার্থ অর্জ্জুন দেখ্‌বে, যা কেউ দেখে নি—কেউ কল্পনায় আন্‌তে পারে নি। [প্রস্থান।

ভীম। হতভাগ্য মাহিষ্মতী, আজ আর তোমার রক্ষা নেই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মাহিষ্মতী-প্রাসাদাভ্যন্তর।

দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর। জাগো—জাগো—জাগো মাহিষ্মতী!
রজনীর অতীত তৃতীয় যাম,
কত আর ঘুমঘোরে রহিবে মগন?
ওঠ রে প্রভাত-পাখী!
কলকণ্ঠ-সঙ্গীতের তুলিয়া ঝঙ্কার
ছুটে যাও সেইখানে,

যেথা মোর সুজলা সুফলা শ্যামা
দীনা জন্মভূমি মোর তরে করে
হাহাকার। কহিও মায়েরে মোর—
ভুলি নাই—ভুলি নাই,
আছে আঁকা মাতৃমূর্ত্তি হৃদয়ের
প্রস্তরফলকে। ও কে? ছায়া?
বন্ধু, চিরসাথী যদি তুমি মোর,
একটা নিঃশ্বাস ফেল—
একবার কথা কও,
বুঝে নিই, আমি একা নই—
আছে মোর সঙ্গী একজন।
ওঃ—কি দুঃসহ জীবন!
দেহ আছে, প্রাণ নেই,
মুখ আছে, ভাষা নেই,
অনন্ত ধরণীমাঝে নিঃসঙ্গ জীবনে
বড় শ্রান্ত—বড় শ্রান্ত আমি অভাজন।

আহুতির প্রবেশ।

আহুতি। আর কত দিন এভাবে যাবে কুমার?

দীপঙ্কর। কত দিন? জীবনের সবটাই যে প'ড়ে আছে আহুতি! এখনও দেহে জরা আসে নাই, এখনও শুক্ল কেশে, নিষ্প্রভ আঁখিতারায় মৃত্যু তার নিমন্ত্রণ পাঠায় নাই; আরও অনেক দিন।

আহুতি। এর কি কোন প্রতিকার নেই?

দীপঙ্কর। না।

আহুতি। তুমি মূর্খ, তাই উপায় খুঁজে পাচ্ছ না। এই দাসত্ব, এই দুর্ব্বহ জীবনের অভিশাপ বহন ক'রে কে বেঁচে থাকৃতে চায়? ছিঃ, তোমার লজ্জা হ'চ্ছে না? ঘৃণায় মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়্ছে না?

দীপঙ্কর। ক্রীতদাসের কোন অনুভূতি থাকৃতে নাই আহুতি! তার বুক ভেঙ্গে হাহাকার উঠ্বে, তবু একটা নিঃশ্বাস ফেল্তে পাবে না; কান্নায় কণ্ঠরোধ করবে, তবু চোখে এক ফোঁটা অশ্রু জম্বে না।

আহুতি। অথচ তোমার এমন শক্তি আছে, যাতে এ দাসত্বের একদিনে অবসান হ'তে পারে। ওই যে, ওই কক্ষে নিষ্ঠুর জল্লাদ অসাড়ে ঘুমিয়ে আছে, এই মুহূর্ত্তে তার হৃদ্‌পিণ্ডটা—

দীপঙ্কর। আহুতি! আহুতি! কি কর্লে তুমি বালিকা? আমার সন্দিগ্ধ অন্তরের মাঝখানে এ কি অগ্নি-মন্ত্র ঢেলে দিলে? এ যে আমার কল্পনায় জাগে নি। যার জীবন কক্ষচ্যুত উল্কার মত দুঃসহ জ্বালায় সংসার-ময় ঘুরে বেড়াবে, তাকে এ সহজ ভীষণ মুক্তির পথ কেন দেখালে আহুতি? এ যে আগুনের মধ্যে গঙ্গার জলস্রোত, এ যে উগ্র ভীষণ লোমহর্ষণ আনন্দ! না—চাই না আমি মুক্তি, ও যে আমার ভাই—আমার বন্ধু।

আহুতি। তবে থাকো তুমি তোমার দুর্ব্বলতা নিয়ে। আমায় তুমি অনেক দুঃখ দিয়েছ, তবু আমি তোমার জন্য কালের কবলে ঝাঁপিয়ে পড়্বো।

দীপঙ্কর। কি কর্বে?

আহুতি। হত্যা।

দীপঙ্কর। [আহুতির হাত ধরিয়া] না—না—আমার মুক্তি চাই না; আমি অনন্ত কাল দাসত্বের বোঝা ব'য়ে মর্বো, তবু বিশ্বাসঘাতক হ'তে পার্বো না। ও যে আমার ভাই; আমায় অনার্য্য ব'লে দূরে ঠেলে দেয় নি—ক্রীতদাস ব'লে রক্ত-চক্ষু দেখায় নি। ফেরো আহুতি, ফেরো! যুবরাজ! যুবরাজ! ওঠো—জাগো; তোমার মাথার উপর

শাণিত খড়্গ দুলছে, আমি বুঝি আর রক্ষা করতে পারলাম না—আমার কর্ত্তব্যের গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে যাচ্ছে—আমার দলিত বক্ষের মাঝখান থেকে একটা ক্ষুধিত রাক্ষস বেরিয়ে আসছে! ওঠো—ওঠো মহাবীর, আমায় শৃঙ্খলিত কর।

আহুতি। হাত ছাড়, তোমারই মঙ্গলের জন্য—

দীপঙ্কর। আমার মঙ্গল চাই না।

আহুতি। ধিক্ তোমায় নির্ব্বোধ!

[হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান।

দীপঙ্কর। না, আর হ'লো না—আর রক্ষা হ'লো না। আসুক্ তবে মুক্তির রথ—ছিন্ন হোক্ দাসত্বের শৃঙ্খল। না—না, স্বার্থের যূপকাষ্ঠে আমি কর্ত্তব্যকে বলি দেবো না। আহুতি! আহুতি! কেউ কি জেগে নাই? এই বিশাল প্রাসাদের মধ্যে কেউ কি ওকে বাধা দিতে পারবে না? সূর্য্যদেব! উদিত হও, বজ্র! ভৈরবগর্জ্জনে ফেটে পড়, ভূমিকম্প! মাহিষ্মতীর প্রাসাদটাকে নড়িয়ে দিয়ে যাও।

ময়নার প্রবেশ।

ময়না। [স্বগত] খাসা চাল চেলেছি, বাবার উপর টেক্কা দিয়েছি; সবগুলোকে চোর-কুঠ্রীতে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছি। মর্ ব্যাটারা—মর্! যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল। আমি এখন কি করি? আগে হাস্বো, না আগে নাচ্বো? হিঃ-হিঃ-হিঃ, তোম্ তেনে—নে—নে—না, এক দুই তিন—এক দুই—[নৃত্য]

দীপঙ্কর। এ কি ময়না?

ময়না। থাম না, তেরে কেটে তাক্, ধেরে কেটে ধাক্, মেরে কেটে দুটো দিন থাক্। এক দুই তিন, এক দুই তিন—[নৃত্য]

দীপঙ্কর। নৃত্য কর্‌ছো যে ময়না?

ময়না। আমার খুসী; পছন্দ হয়, তুমিও নাচ, না হয় পথ দেখ। এক দুই তিন—এক দুই তিন—[নৃত্য]

দীপঙ্কর। স্তব্ধ হও মূর্খ!

ময়না। যাও—যাও, আমি গাইবো। [সুরে] আরে সেঁইয়া—

দীপঙ্কর। শোন্ মূর্খ! যুবরাজের বড় বিপদ।

ময়না। কি রকম? তুমিও এর ভেতর আছ না কি? এদিকে চালটা তো খুব বজায় রেখেছ দেখ্‌ছি। কেন বল দেখি? জামাই-আদরে খাচ্ছ-দাচ্ছ, তাতেও পোষাচ্ছে না? শোন, ও সব যার তার মতলবে প'ড়ো না। বল্‌ছি; এ সব বড় খারাপ।

দীপঙ্কর। বালক! কি বল্‌ছো তুমি?

ময়না। বেশী চালাকি ক'রো না; আমি এক আঁচড়েই বুঝে নিয়েছি। তুমি মনে করেছ, যুবরাজকে মেরে নিজে দুধের বাটী চুমুক দেবে, সে গুড়ে বালি! [বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন]

দীপঙ্কর। বালক! বালক! কি বল্‌ছো তুমি? আমায় বুঝিয়ে বল, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

ময়না। আরে তুমি বল্‌লেই আমি বিশ্বাস কর্‌বো? তুমিই তো ওই দস্যুগুলোকে ফুস্‌লে এনেছ।

দীপঙ্কর। [সবিস্ময়ে] দস্যু?

ময়না। দস্যু বই কি! তারা সব যুবরাজকে মার্‌বার জন্য ছুরি নিয়ে—

দীপঙ্কর। কোথায়? কোন্ দিকে বালক? [তরবারি খুলিলেন]

ময়না। ইস্, তুমিও চল্‌লে যে? খবরদার বল্‌ছি, এগিও না; আগে আমার সঙ্গে ল'ড়ে যাও—আও লাগে!

দীপঙ্কর। কোন্ দিকে বালক, কোন্ দিকে? আমি প্রাণ দিয়েও তাকে রক্ষা করবো। ওই যে, ওই দিকে পদশব্দ শুনছি! নির্ভয়—নির্ভয় যুবরাজ!

[বেগে প্রস্থান।

ময়না। না, এ ছোঁড়াটা লোক ভাল; তবে বাবার পাল্লায় পড়্লে দু'দিনেই টিট্ হ'য়ে যাবে। এক দুই তিন—[নৃত্য]

গজাননের প্রবেশ।

গজানন। ময়না! ময়না!

ময়না। বাবা! কাজ শেষ!

গজানন। কি রকম—কি রকম? সত্যি-সত্যি, না রহস্য করছিস্?

ময়না। সত্যি সত্যি বাবা! আহা, লোকটা কি চেঁচাতে লাগ্লো!

গজানন। একেবারে ম'রে গেছে না কি?

ময়না। মরে নি, তবে শীগ্গির মরবে; চোর-কুঠ্রীর ভেতর মানুষ ক'দিন থাকতে পারে।

গজানন। চোর-কুঠ্রীতে পূরেছিস্ কি রে?

ময়না। তবে আর বল্ছি কি! একেবারে সবগুলোকেই; পূরেই দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

গজানন। এঁ্যা, কাদের পূরেছিস্ রে?

ময়না। ঐ ডাকাতগুলোকে।

গজানন। আর যুবরাজ?

ময়না। নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

গজানন। হাত্তোর গুষ্টির পিণ্ডি? তোকে কি এই করতে বলে-ছিলুম রে হতভাগা! চোর-কুঠ্রীতে গর্ত্ত আছে যে রে? সে গর্ত্তে

একবার পড়্‌লে আর রক্ষে নেই! এঃ, সব ম'রে যাবে যে রে লক্ষ্মীছাড়া! হায়-হায়-হায়, এতগুলো জীব!

ময়না। আহা, বাবা! তোমার কি জীবে দয়া!

গজানন। দূর হ' নচ্ছার আমার সুমুখ থেকে! [ময়নার প্রস্থান।] আঃ, এতটা আয়োজন সব পণ্ড কর্‌লে! যাক্, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুল্‌বো; এ মহত্ত্বটুকু আমায় কাজে লাগাইতে হবে।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

প্রবীরের শয়নকক্ষের সম্মুখ।

গীতকণ্ঠে মায়াসঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

মায়াসঙ্গিনীগণ।—

গীত।

জাগো রে ব্রজের কানু।
বেলা হ'লো গোঠে চল, পূব্ গগনে উঠেছে ভানু॥
প্রভাতের দোদুল হাওয়ায়,
আস্‌ছে ভেসে সাগরপারের "আয় চ'লে আয়, আয় চ'লে আয়"
ফুলছড়ানো গোঠের পথে হাস্‌ছে অণু-পরমাণু॥
নন্দরাণীর কোমল কোলে,
সুখের ঘুম যা রে ভুলে,
বিশ্ব-রাণীর কোলে যেতে ডাক্‌ছে রে ঐ শিঙ্গা-বেণু॥

প্রবীরের প্রবেশ।

প্রবীর। কারা ওই নাচে গায়,
স্বপনের সহচরী সম?

গীতকণ্ঠে মায়ার প্রবেশ।

মায়া।—

গীত।

পাখী তুই সোনার খাঁচা ভেঙ্গে আয়,
সোনার শেকল খোল্ রে খোল্।
ওই মুক্ত আকাশ ডাক্‌ছে তোমায়,
আঁখি মেলে মুখ্‌টী তোল্॥
স্বপ্নমাখা উজল দেশে,
আছে এক সোনার বৃন্দাবন,
দ্বাদশ সূর্য্য সেথায় জ্বলে,
ঠিক্‌রে পড়ে সোনার কিরণ,
বসন্ত তার দ্বারে বাঁধা,
মন্দাকিনী দোদুল-দোল্॥

[প্রবীরের গায়ে ফুল নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান।

প্রবীর। কেন মোর অবশ শরীর,
নিস্তেজ যুগল বাহু,
বুক ভেঙ্গে ওঠে দীর্ঘশ্বাস?
কোথা যাবো—কোন্ দেশে যাবো?
এই মোর স্বর্গাদপি গরীয়সী শ্যামা
জন্মভূমি। আহা মরি-মরি,

ফলে ফুলে বর্ণে গন্ধে
কার তরে সাজিয়াছ জননী আমার?
এত রূপ কোথা ছিল তোর?
মা! মা! বিছায়ে দে স্নেহের অঞ্চল,
শ্রান্তদেহে চিরতরে পড়ি ঘুমাইয়া।

গীতকণ্ঠে রুদ্রভৈরবের প্রবেশ।

রুদ্রভৈরব।—

গীত।

ওরে অন্ধ! ওরে অন্ধ! ওরে অন্ধ!
তোর জীবন-নদী শুকিয়ে গেল, হ'য়ে গেছে খেয়া বন্ধ।
কর্ণ বলে শুন্‌বো না আর, চক্ষু কহে জ্যোতিঃহীন
চরণযুগল চল্‌তে না চায়, কণ্ঠ বলে আমি ক্ষীণ,
মিছে রে আর পেছন ফেরা, ভাঙ্গতে হবে মায়ার বেড়া,
দেবে না আর বসুন্ধরা আলো বাতাস গন্ধ॥

[প্রস্থান।

প্রবীর। তোমায় চিনি না; তবু তোমার গান শুন্‌লে মনে হয়, কার যেন আকুল আহ্বান মৃদুল সমীরণে ভেসে আস্‌ছে। কে ঐ প্রাসাদশীর্ষে আলুথালুবেশে দাঁড়িয়ে? তুমি কি মা রাজলক্ষ্মী? কেন তুমি কাঁদ্‌ছো মা? এ কি অমঙ্গল! বাতাসে, আকাশে, ঘরে, বাইরে, সর্ব্বত্র ঐ এক সুর—সবারই মুখ মলিন, যেন একটা প্রবল ঝটিকা নেমে আস্‌ছে

শশব্যস্ত গজাননের প্রবেশ।

গজানন। যুবরাজ! যুবরাজ! পালান!

প্রবীর। কেন?

গজানন। বুঝ্‌তে পার্‌লেন না? দীপঙ্কর আপনাকে হত্যা—

প্রবীর। হত্যা! আমাকে? গজানন! তুমি কি বল্‌ছো?

গজানন। ঠিকই বল্‌ছি যুবরাজ! পালান—পালান!

[প্রস্থান।

প্রবীর। ব'লে দাও নিশীথ প্রকৃতি!
এ কি জাগরণ,
না নিদ্রাঘোরে স্বপ্নের ছলনা?
আমি জীবিত না মৃত?
দীপঙ্কর—দীপঙ্কর—সেই দীপঙ্কর—
না—না, অসম্ভব!

বেগে উন্মুক্ত তরবারিহস্তে দীপঙ্করের প্রবেশ।

দীপঙ্কর। একি! যুবরাজ, তুমি জাগ্রত?

প্রবীর! ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আস্‌ছো—হস্তে উন্মুক্ত তরবারি! দীপঙ্কর!

দীপঙ্কর। তাই তো, একি হ'লো?

প্রবীর। বড় হতাশ হ'লে বন্ধু? কি কর্‌বো, নিয়তির খেলা। বেশ ঘুমিয়েছিলাম, সংসারের উপর অনন্ত বিশ্বাস নিয়ে ঘুমের ঘোরে বড় মধুর স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম; আর জাগ্‌তে হ'তো না, এতক্ষণে আমার উষ্ণ রক্তে কক্ষতল প্লাবিত হ'য়ে যেতো।

দীপঙ্কর। যুবরাজ! তুমি এ সব কি বল্‌ছো?

প্রবীর। কি বল্‌ছি, বুঝ্‌তে পার্‌ছো না বিশ্বাসঘাতক?

দীপঙ্কর। কি?

প্রবীর। কৃতঘ্ন পশু! বীর ব'লে না তোমার অহঙ্কার? তাই রাত্রির অন্ধকারে উন্মুক্ত তরবারিহস্তে আমায় হত্যা কর্‌তে এসেছ?

দীপঙ্কর। যুবরাজ! যুবরাজ! হয় তুমি উন্মাদ হয়েছ, না হয় আমি নিদ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখ্‌ছি। এও কি সম্ভব! এতদিন যার মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করেছি, তার মুখে এই কথা?

প্রবীর। আর আমার দিক্‌টা একবার দেখ; প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ভুলে যাকে ভাই ব'লে ডেকেছি, তার উন্মুক্ত তরবারি আজ আমারই রক্তে রঞ্জিত হ'তে চায়। দু'দিন অপেক্ষা করলে না কেন? আমি তো মরবার জন্যেই সেজেছি, আমার বিশ্বাস নিয়ে মরতে দিলে না?

গজাননের পুনঃ প্রবেশ।

গজানন। যুবরাজ! বাজিমাৎ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! একেবারে চোর-কুঠ্‌রীতে পূরে দিয়েছি।

প্রবীর। কাকে?

গজানন। ওই দস্যুগুলোকে—যারা আপনাকে মারতে এসেছিল; হাঃ-হাঃ-হাঃ, খুব বুদ্ধি করেছিলে ছোক্‌রা! একা সামলাতে না পেরে একদল ডাকাত লেলিয়ে দিয়েছ! তাই তো বলি, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এই দাদুটা আসে কোথা হ'তে? দেখ্‌বে এসো না, দাদুকে একেবারে যাদু ক'রে ফেলেছি—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

দীপঙ্কর। [অবাক-বিস্ময়ে গজাননের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।]

প্রবীর। শুনছো—শুনছো বিশ্বাসঘাতক? এর পরেও কি বলতে চাও, তুমি নির্দ্দোষ?

দীপঙ্কর। [স্বগত] বুঝেছি, একটা পৈশাচিক ষড়যন্ত্র আমার চারিদিকে জাল পেতেছে। কেউ বুঝ্‌বে না আমার অন্তরের ভাষা, কেউ বিশ্বাস করবে না আমার মুখের কথা। ওঃ—দাদু, কি করলি তুই? স্নেহের মোহে অন্ধ হ'য়ে দু'জনকেই নরকে ডোবালি!

প্রবীর। অস্ত্র নাও কাপুরুষ! সাধ্য থাকে, আমায় দ্বৈরথ যুদ্ধে বধ কর।

দীপঙ্কর। আমি যুদ্ধ করবো. না।

প্রবীর। তবে তোমায় শির দিতে হবে। শুধু তুমি একা নও, সবাইকে একসঙ্গে হত্যা করবো। [গজাননের প্রতি] নিয়ে এসো সবাইকে, আর সেই বৃদ্ধকে কশাঘাত করতে করতে—

[গজাননের প্রস্থান।

দীপঙ্কর। কি, আমার দাদুকে কশাঘাত করবে? তাকে আমারই সম্মুখে বধ করবে? না—না, অতটা নিষ্ঠুর হ'য়ো না; সে যে বৃদ্ধ—আমারই জন্য সর্ব্বহারা! তাকে কশাঘাত ক'রো না, আমি সইবো কশাঘাত—আমি নেবো মৃত্যুদণ্ড, তাকে ক্ষমা কর—তাকে ক্ষমা কর কুমার! [পদধারণ]

প্রবীর। ক্ষমা—ক্ষমা! [পদাঘাত]

দীপঙ্কর। পৃথিবী, দ্বিধা হও! ওঃ, আর কত সয়—আর কত সয়!

প্রবীর। আর কিছু বলবার আছে?

দীপঙ্কর। ছিল, বলবো না; কেন বলবো? কাকে বলবো? কে বিশ্বাস করবে অনার্য্যের কথা? তুমি যা বলবে, তাই হবে বেদ, আর আমার কথা শুধু মিথ্যার ছলনা! না—কিছু বলবার নাই আমার; আমি ভৃত্য, তুমি প্রভু, তোমার কাছে আমার প্রাপ্য শুধু পদাঘাত।

গজাননের পুনঃ প্রবেশ।

গজানন। আশ্চর্য্য যুবরাজ! চোর-কুঠ্‌রীর মধ্যে কারও সাড়া-শব্দ নেই, বোধ হয় সবাই সেই গহ্বরে প'ড়ে মরেছে; শুধু সেই বুড়ো সর্দ্দারটা গহ্বরের চারিদিকে হা-হা ক'রে ঘুরছে! তার চোখ দু'টো ভাঁটার মত জ্বলছে; আমি ভয়ে পালিয়ে এসেছি।

দীপঙ্কর। দাদু!—দাদু!

প্রবীর। যোগ্য শাস্তি! যাও, এ প্রাণটার উপর রাজশক্তির কোন অধিকাব নেই। আমার আদেশ, একে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও; আমি এর ছিন্নশির দেখে যুদ্ধযাত্রা কর্‌বো।

আহুতির প্রবেশ।

আহুতি। কি বল্‌লে নিষ্ঠুর?

মদনমঞ্জরীর প্রবেশ।

মঞ্জরী। কে নিষ্ঠুর?

আহুতি। [প্রবীরের প্রতি] যার বুকভরা ভালবাসা তোমায় শত শত্রুর বিষাক্ত দৃষ্টির মধ্যে বর্ম্মের মত ঘিরে রেখেছে, তোমারই জন্য যার চোখে ঘুম নেই, তুমি তার ছিন্নশির দেখ্‌তে চাও? তার চেয়ে তুমি মর, মাহিষ্মতী নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচুক্, আর ঐ হতভাগাও হাসিমুখে গৃহে ফিরে যাক্।

মঞ্জরী। কাকে কি বল্‌ছো পাষাণী?

আহুতি। বল্‌ছি ওই নিষ্ঠুর জল্লাদকে।

মঞ্জরী। আহুতি!

আহুতি। বিষ ঢাল—বিষ ঢাল কালনাগিনী! একজনকে জীবন্তে মেরেছ, আমাকেও বিষ খাইয়ে নিথর ক'রে দাও। আমায় হত্যা না ক'রে ওকে বধ্যভূমিতে কেউ নিয়ে যেতে পার্‌বে না।

মঞ্জরী। বধ্যভূমি? কাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছ কুমার?

প্রবীর। এই বিশ্বাসঘাতককে। [গজাননের প্রতি] বন্দী কর।

[গজানন অগ্রসর হইল, দীপঙ্কর হাত বাড়াইয়া দিল।]

আহুতি। আমি সইবো না—কিছুতেই সইবো না। [উন্মাদিনীর মত ছুরিকাহস্তে অগ্রসর হইয়া দীপঙ্করকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল; গজানন সরিয়া গেল, মঞ্জরী প্রবীরের উদ্যত অসি ধারণ করিয়া দাঁড়াইল।]

প্রবীর। কে তুমি নারী? এই হতভাগ্যের জন্য কেন তুমি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিচ্ছ?

আহুতি। তুমি কি বুঝ্‌বে পুরুষ? তোমার প্রাণ পাষাণে গড়া, তোমরা কখনও কাউকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ভালবাস নাই; তা হ'লে বুঝ্‌তে, অগ্নিকুণ্ড তুচ্ছ কথা, এর জন্য কুম্ভিপাক নরকে ঝাঁপ দিতেও একটা চোখের পাতা কাঁপে না। সুদূর অনার্য্য দেশ থেকে আমি উন্মাদিনীর মত ছুটে এসেছি, তোমার মত দু'দশটা শত্রু আমার পায়ের তলায় পিষে মরেছে।

প্রবীর। নারী!

আহুতি। এসো—কর বন্দী; সাধ্য থাকে, এগিয়ে এসো। তুমি যুবরাজ, আমি একটা তুচ্ছ নারী, তবু আমি দেখ্‌তে চাই কত শক্তি তোমার মাতৃস্তন্যে।

দীপঙ্কর। আহুতি! জীবনটা বড় দুঃখের; এর চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল, বুঝি তার মধ্যে আনন্দ আছে। দুঃখ ক'রো না, আমি বড় নিঃস্ব, বেঁচে থেকে আমার কোন লাভ নেই। [ধীরে ধীরে আহুতির হাত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইল ও আহুতি তাহার পদতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।] প্রেমময়ী! তুমি আমায় অনেক দিয়েছ, প্রতিদানে কিছুই পাও নাই; আমার জন্য সাত সমুদ্র পার হ'য়ে বিক্ষতচরণে উন্মাদিনীর মত ছুটে এসেছ, তবু আমি তোমায় ধরা দিতে পার্‌লাম না। যদি আর একটা জন্ম পাই, তোমায় আমায় সংসারে নন্দন-কানন গড়্‌বো,—এ জন্মে এই শেষ।

মঞ্জরী। কাকে মৃত্যুদণ্ড দিলে যুবরাজ? ও মুখে ছলনার চিহ্ন তো নেই! আদেশ প্রত্যাহার কর; নির্দ্দোষের হত্যায় নিজেকে কলঙ্কিত ক'রো না।

প্রবীর। নির্দ্দোষ? মঞ্জরী! যাক্। দীপঙ্কর! ওই অশ্রুমুখী বালিকার জন্য আমি তোমায় মার্জ্জনা কর্‌লাম।

দীপঙ্কর। আমার অন্তরটাকে যে পুড়িয়ে দিয়েছ, সে তো মার্জ্জনায় শীতল হবে না! তোমার মার্জ্জনা তোমাতেই থাক্; আমায় বন্দী কর, ~~এই বালিকা জেগে ওঠবার পূর্ব্বে আমাকে~~ বধ্যভূমিতে নিয়ে চল।

মঞ্জরী। ভাই! ভাই!

দীপঙ্কর। [সসম্ভ্রমে নতজানু হইয়া] দেবী! অধীনের একটা অনুরোধ, আমার মৃত্যুর পর এই অভাগিনীকে তুমি দেখো, ওকে তোমার পায়ে রেখে গেলাম। [গজাননের প্রতি এসো—বন্দী কর! [গজানন বন্দী করিল।] চল। [যাইতে যাইতে] আহুতি! আহুতি! তোমারই দীর্ঘনিঃশ্বাস আজ মৃত্যুর রূপ ধ'রে এসেছে, আমি সানন্দে তাকে বরণ ক'রে নিলাম। তোমারই জয় আহুতি, তোমারই জয়! [প্রবীরের প্রতি] তৃপ্ত হও নিষ্ঠুর! তোমার দণ্ডাদেশ মাথায় নিয়ে আমি বধ্যভূমিতে চল্‌লাম। [প্রস্থানোদ্যোগ]

প্রবীর। শোন, বধ্যভূমিতে নয়; একেও ওই গুপ্ত কক্ষে আবদ্ধ কর; দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিবানিশি মৃত্যুর বিভীষিকা দেখুক্।

[দীপঙ্করকে লইয়া গজাননের প্রস্থান।

মঞ্জরী। কি কর্‌লে কুমার? কার ছলনায় ভুলে পরম বন্ধুকে বলি দিলে?

প্রবীর। ছলনা? মঞ্জরী! থাক্, তোমার ভুল আমি ভাঙ্গতে চাই না। সংসার বড় শঠ—বড় বিশ্বাসঘাতক।

মঞ্জরী। [আহুতিকে] ওঠ বোন্—ওঠ, আর আমাদের অপরাধী ক'রো না।

আহুতি। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] বৌ-রাণী! সে কই? তাকে কোথায় পাঠিয়েছ? বল—বল, কোথায় সে?

প্রবীর। কারাগারে।

আহুতি। [সহসা দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত উঠিয়া প্রবীরের প্রতি] তবে তুমি তার হাতে শৃঙ্খল জড়িয়েছ? তার ছিন্ন শির না দেখে তোমার তৃপ্তি হবে না পাষাণ? তবে যাও—যাও; একটা নির্দ্দোষ প্রাণ দু'পায়ে দ'লে তুমি তোমার মাতৃপূজা উদ্‌যাপন করতে চলেছ, সঙ্গে নিয়ে যাও আমার অভিশাপ, যেন তোমার মাতৃপূজার আরম্ভেই বিজয়ার বাদ্য বেজে ওঠে—যেন এই যাত্রাই তোমার মহাযাত্রা হয়।

[প্রস্থান।

প্রবীর। [নতশিরে অভিশাপ গ্রহণ করিলেন।]

মঞ্জরী। রাক্ষসী! রাক্ষসী! ওগো, এ কি সর্ব্বনাশ করলে? এ যে আমারই মাথায় বজ্রাঘাত! কুমার! কুমার! কি হবে?

প্রবীর। বিদায়! বিদায় মঞ্জরী!

মঞ্জরী। না, আজ আমি তোমায় যেতে দেবো না; অশ্ব ফিরিয়ে দাও, পাণ্ডবের বশ্যতা স্বীকার কর।

প্রবীর। কেন অনুরোধ, কারে অনুরোধ?
নিষ্ফল কাকুতি তব।
শোন—শোন,
এ সংসার স্বার্থের আগার।
মুখভরা হাসি আর আঁখিভরা জল,
তার মাঝে গুপ্ত যদি বিষাক্ত শায়ক,

কেবা জানে তব বক্ষে
আছে কি না ক্ষুধিত রাক্ষস !
কোন্ দিন নিশীথ শয়নে
হয় তো তোমারো ওই
ঘনকৃষ্ণ বিসর্পিত বেণী
ফণা তুলে উঠিবে গৰ্জ্জিয়া।

মঞ্জরী। কুমার ! প্রাণাধিক !

প্রবীর। বিদায় ! বিদায় ! [প্রস্থানোদ্‌যোগ।]

মঞ্জরী। যেও না—ওগো, যেও না। কখনও কাঁদি নি আমি, জানি না আজ দু'চোখে কেন বান ডেকে আস্‌ছে। নিষ্ঠুর ! শুধু একটা দিন !

প্রবীর। নিষ্ফল মিনতি—নিষ্ফল !
ওই অভিশাপ অতিকায়
কালফণিরূপে বদন বিস্তারি
লক্-লক্ রসনা মেলিয়া
আমারে গ্রাসিতে চায় ;
আমি যাবো—আমি যাবো,
ঝাঁপ দেবো—ঝাঁপ দেবো
কালের বিবরে।

[প্রস্থান।

মঞ্জরী। নিষ্ঠুর ! নিষ্ঠুর ! [মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।]

লুণ্ঠিত-অঞ্চলে জনার প্রবেশ।

জনা। প্রবীর কই মা, প্রবীর কই ?

মঞ্জরী। ওমা, ফেরাও মা—ফেরাও ! দারুণ অভিশাপ মাথায় নিয়ে

সে যে ওই চ'লে গেল, একটা কথা শুন্‌লে না। কি হবে মা? আমি যে দু'চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছি!

জনা। কে আছ?

প্রতিহারীর প্রবেশ।

জনা। প্রবীরকে ফেরাও। আমি দুঃস্বপ্ন দেখে ছুটে আস্‌ছি; অবোধ সন্তান আমার আশীর্ব্বাদ নিয়েও গেল না। ডাকো; না, থাক্; রাক্ষসীটা জেগে উঠেছে। দূর হ'—দূর হ'! ওরে আমি কি কর্‌বো? গঙ্গায় ঝাঁপ দেবো, না নিজের মাংস ছিঁড়ে খাবো? এমন একটা মা আর কেউ দেখেছ? এত নিষ্ঠুর, এত দুর্ব্বল, এত বড় দুঃখিনী কেউ দেখেছ? না—আমি পার্‌বো না মা, আমি পার্‌বো না; তোর দেবত্ব নিয়ে তুই থাক্, আমার শিশু-শাবককে পক্ষপুটে লুকিয়ে আমি এমন স্থানে চ'লে যাবো; যেখানে গঙ্গার স্রোত পৌঁছাতে পারে না। প্রতিহারী! তুমি ফেরাও। [প্রতিহারীর প্রস্থানোদ্‌যোগ।] শোন মূর্খ! ফেরাতে হবে না, চ'লে যাও: এ আমার সত্যপালন।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

মঞ্জরী। মা! মা!

জনা। চুপ্! মা নেই; মা ঐখানে মাটিচাপা পড়েছে। এটা পিশাচী; সবাই মিলে একে পিষে মার্‌তে পারিস্ না? তা হ'লে যে মাহিষ্মতী বেঁচে যায়।

মঞ্জরী। বুঝেছি মা, তুমি আমার চেয়েও দুঃখিনী—আমার চেয়েও নিরুপায়। আমার কুড়িয়ে পাওয়া স্বামী, তোমার বুকের রক্তে গড়া সন্তান; আমার জীবনের ধ্রুবতারা, তোমার সর্ব্বস্ব!

জনা। বুঝেছিস্ যদি, আয় মা—বুকে আয়। দেখ্ তো কতখানি

উত্তাপ এখানে, কতখানি নিরুপায়ের হাহাকার এর স্পন্দনে স্পন্দনে বেজে ওঠে? [মঞ্জরীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।] শিশিরসিক্ত কমলিনী আমার! তুই শুকিয়ে যাস্‌নে, তুই যে আমার রাজোত্থানের শ্রেষ্ঠ কুসুম!

মঞ্জরী। মা—!

জনা। মা!—মা আমার!

গীতকণ্ঠে গীতার প্রবেশ।

গীতা।—

গীত।

আমি ছিন্ন মালার মুকুতা কুড়ায়ে এনেছি আঁচলে বাঁধিয়া।
নন্দনবন-পারিজাত হ'তে এনেছি মধু ছানিয়া॥
আঁখি মেলে চাও, মোছ অশ্রুজল,
এ নহে কুয়াশা চাঁদিমা শীতল,
আজি অরুণ আলোর আগমনী-গান উঠিবে বিশ্বে বাজিয়া।
ওঠ মা জননী, বাঁধ মা কুন্তল,
ম্লান হ'য়ে যায় শশী তারাদল,
উপবাসে কাঁদে গৃহের দেবতা, তারে ফুলহারে লও বাঁধিয়া॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

সন্ত্রাসে পাণ্ডবসৈন্যগণের গীতকণ্ঠে প্রবেশ।

পাণ্ডবসৈন্যগণ।—

গীত।

ওরে মৃত্যুপথের যাত্রিদল!
যমের দুয়ার খুলে গেছে, কোমর বেঁধে ঢুক্‌বি চল্॥
ও তো প্রেমের ঠাকুর নয়,
ও যে কাঁচাখেকো সর্ব্বগ্রাসী বাছাবাছির নাই সময়,
মর্‌বি তো মর্ মরার মত, দশে বিশে লক্ষ শত,
যেন হিমালয়ের মূল ছিঁড়ে যায়, বিশ্ব করে টলমল॥

[সকলের প্রস্থান।

গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। ধন্য ধন্য দেব হুতাশন!
ঊর্দ্ধশীর্ষ পাণ্ডববাহিনী
পলকে নিঃশেষ করি রাখিলে
অক্ষয় কীর্ত্তি জগৎমাঝারে।
আর একবার শাণিত কৃপাণ
দিনান্তের সূর্য্যকরে উঠুক্ ঝলসি,

মহাপাপী অর্জ্জুনের দেহচ্যুত হ'য়ে
ছিন্ন শির ভূমিতলে পড়ুক্ খসিয়া।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ফিরে যাও দেব দিনকর!
অর্জ্জুনের বীর নাম কলঙ্কিত করি
অস্তাচলে যেও না তপন!
আর একবার—শুধু একবার
গাণ্ডীবের মন্ত্রশক্তি ঢালিব সমরে;
তবু যদি হয় পরাজয়,
গাণ্ডীব ফেলিব জলে,
কুলদেব চন্দ্রমায় জীবিত অর্জ্জুন
আর দেখাবে না মুখ।

গঙ্গা। মর্—মর্ পাপী ধনঞ্জয়!

অর্জ্জুন। এতই কি পিপাসিতা তুমি ভাগীরথী?
ওই দেখ রণভূমে অগণিত নররক্তে
তর্-তর্ বহিছে তটিনী,—
পান কর—তৃপ্ত হও,
দেবতার পরিচয় পূর্ণ হোক্
সৌরভে গৌরবে।
মা! মহর্ষির জানু ভেদি
তুমি না কি লয়েছ জনম?
তাই বুঝি কল্লোলে কল্লোলে তব
ত্যাগ-মন্ত্র উঠিছে ধ্বনিয়া!

শাস্ত্রে কয়, স্পর্শে তোর নিভে যায়
ত্রিতাপের জ্বালা; বুঝি তাই
লেলিহান রসনা বিস্তারি,
পিপাসা মেটাতে চাও
আপনার বংশের শোণিতে ?

গঙ্গা। [স্বগত] শুধু ব্যঙ্গ—শুধু পরিহাস।
একদিকে জনা, অন্যদিকে ধনঞ্জয় ;
দু'জনের মাঝখানে
আমি এক মূর্ত্ত অভিশাপ !

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। কি ফল জীবনে ?
মাও যদি সন্তানে বিমুখ,
এ জীবন দিব বিসর্জ্জন। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। কোথা যাও ধনঞ্জয় ?

অর্জ্জুন। যুদ্ধে। পথ ছাড় মধ্যম পাণ্ডব !
দেখ ওই দিনমণি যায় অস্তাচলে,
এখনি উদিবে চন্দ্র উদয়শিখরে।
পরাজিত ফাল্গুনীর ম্লান মুখ
কুলদেব দেখে নি কখনো,
অর্জ্জুনের পণ কভু হবে না লঙ্ঘন,
দিবাশেষে সমরান্তে
জয় কিম্বা মৃত্যু তার হবে সহচর।

ভীম। আরো সাধ আছে হে ফাল্গুনি?
চেয়ে দেখ, কাতারে কাতারে ওই
শত শত পাণ্ডব-সৈনিক
নীরবে রয়েছে পড়ি তৃণের শয্যায়;
কি জানি কি আছে ভাই বিধাতার মনে।
ওই সঙ্গে রে অর্জ্জুন!
তোমারেও দিতে হয় যদি বিসর্জ্জন,
ব্যর্থ হবে কুরুক্ষেত্র রণ,
ভাঙ্গিবে চাঁদের হাট হস্তিনা নগরে।

অর্জ্জুন। তবু রণ চলিবে নিশ্চয়,
এ আমার অনিবার্য্য পণ।

ভীম নিতান্তই ভ্রাতৃহীন করিবি আমারে?

অর্জ্জুন। তাই যদি হয়, চারি ভ্রাতা রহিল পাণ্ডব,
ঋক্, সাম, যজু আর অথর্ব্ব সমান।

ভীম। আমি বুঝি ফিরে যাবো
মণিহারা ফণী সম
নতমুখে আপন আলয়ে?
হেন প্রাণ বৃকোদর চাহে না ফাল্গুনি!
এত যদি রণসাধ তোর,
আয়—আয়,
একসঙ্গে ঝাঁপ দিই তরঙ্গহিল্লোলে;
বিধাতা সদয় যদি হয়,
লুপ্ত রত্ন করিব উদ্ধার,
নয় একসঙ্গে জলতলে রহিব শয়ান।

সশস্ত্র অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। তাই এসো। ওই সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, আর এক মুহূর্ত্ত; এ মুহূর্ত্তটা বৃথা যেতে দেবো না। দিবা-রাত্রির এই সন্ধিক্ষণে সংসারের বুক থেকে বিন্ধ্য আর হিমাচল উপ্‌ড়ে ফেলে দিই।

ভীম। দাও, দেবে বই কি! দেবে না? তোমরা অকৃতজ্ঞ! ওঃ বৈশ্বানর! অর্জ্জুন তোমার জন্য খাণ্ডবদাহন করেছিল, আমি হ'লে খাণ্ডবের সঙ্গে তোমাকেও পুড়িয়ে মার্‌তাম। ঠিক বলেছিস্ অর্জ্জুন! সংসার আলিঙ্গন চায় না, অস্ত্রাঘাত চায়। নির্ভয়! কর যুদ্ধ; আমিও দেখি, কত শক্তি ধরে এই মাহিষ্মতী।

[প্রস্থান।

অগ্নি। [কিছুক্ষণ ভীমের গমনপথের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে] বুকটা ভেঙ্গে দিয়ে গেল, এমন নিষ্ঠুর এরা!

অর্জ্জুন। ভুবনপাবন বৈশ্বানর! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

অগ্নি। [চমকিয়া সরিয়া গেলেন] যমকে প্রণাম কর্‌ছো অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন। যিনি যম, তাঁরই নাম ধর্ম্মরাজ! তাঁরই প্রেমের ডোরে এ সংসার আবদ্ধ; কুণ্ঠার প্রয়োজন নেই দেবতা; যে যাই বলুক্, আমি জানি, তোমার বাহু উত্তোলিত মাহিষ্মতীর কল্যাণে, প্রাণটা আছে আমারই দিকে উন্মুখ হ'য়ে। এসো—প্রণাম নাও! [প্রণাম]

অগ্নি। [অর্জ্জুনের শিরশ্চুম্বন করিয়া] জয়ী হও, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

অর্জ্জুন। তা হ'লে তোমার মাহিষ্মতী থাক্‌বে কোথায় দেব?

অগ্নি। নরকে; নির্ব্বোধের দেশ, স্বর্গের আলোক তার সইবে না।

অর্জ্জুন। উত্তম; এসো তবে সর্ব্বগ্রাসী হুতাশন! তোমারই দেওয়া আগ্নেয়াস্ত্র আজ তোমারই বুকে বিদ্ধ করি। আমি দেখ্‌তে চাই,

কতখানি শক্তি দেবতার আশীর্ব্বাদে; দেখ্‌তে চাই কি দিয়েছ তুমি আমায় খাণ্ডবদাহনের প্রতিদানে।

অগ্নি। আমিও দেখ্‌তে চাই অর্জ্জুন, যে, অগ্নির দান অযোগ্যের হাতে ন্যস্ত হয় নি। ধর—অস্ত্র ধর, আজ তোমার ভীষণ পরীক্ষা; যদি আজ আমায় পরাজিত কর্‌তে পার, তবে বুঝ্‌বো, সার্থক তোমার বিজয় নাম।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

গঙ্গার পুনঃ প্রবেশ।

গঙ্গা। আবার—আবার ওই
ঘন ঘোর কোদণ্ডটঙ্কার,
পলে পলে শত শত মাহিষ্মতী-বীর
ছিন্ন তরু সম পতিত সমরে।
ওঃ—একি রণ! একা ভীম মদমত্ত
করি সম ধ্বংসলীলা খেলিছে কৌতুকে!
ওই পার্থ! রাহু যেন
সূর্য্যেরে করিছে গ্রাস।
অগ্নি—অগ্নি—নিস্তেজ শিথিল;
বুঝি হায়, পণ্ড হ'লো সব আয়োজন!
রে অর্জ্জুন! বুঝি তুই পাষাণে গঠিত;
কিম্বা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
বাদী হ'লো জাহ্নবীর বাসনাপূরণে।

উদ্‌ভ্রান্ত বীরবলের প্রবেশ।

বীরবল। কোথা যাবো? কোন্‌খানে এ কলঙ্কিত মুখ লুকিয়ে রাখ্‌বো?

বৃথা দর্প, বৃথা আত্মাভিমান! ওঃ, মাহিষ্মতীর এতগুলো ক্ষত্রিয়-বীর দু'টো মানুষের দাপট সইতে পার্‌লে না, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব অসাড় হ'য়ে গেল। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, ঝলকে ঝলকে রক্তধারা ছুট্‌ছে! বৃকোদর! আমায় মৃত্যু দিলে না কেন? এর চেয়ে সে যে সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়।

গঙ্গা। তুমি মাহিষ্মতীর সেনাপতি না? তোমার এই দশা?

বীরবল। শুধু আমার নয় নারী! আজ সবারই এই দশা। ওই চেয়ে দেখ, কি ভীষণ লোমহর্ষণ মহান্ দৃশ্য! দেখ্‌ছো? দেখ—দেখ, ভুল্‌তে পারবে না—আজীবন মনে থাক্‌বে! তবু এ শুধু এক দিনের রচনা।

গঙ্গা। পাণ্ডবসৈন্যের এ জয়ধ্বনির কারণ কি সেনাপতি? মাহিষ্মতী কি পরাজিত?

বীরবল। পরাজিত—হত—বিধ্বস্ত! আর বল্‌তে পার্‌ছি না, আমার ভাষা ফুরিয়ে গেছে। জীবনভোর যুদ্ধ করেছি, কিন্তু এমন শত্রু আর দেখি নি।

গঙ্গা। তা হ'লে অগ্নি পরাস্ত?

বীরবল। কি ছার অগ্নি! ফুৎকারে উড়ে গেছে। অর্জ্জুনের হাতে সে বন্দী।

গঙ্গা। বন্দী? অগ্নি বন্দী? যাক্, প্রবীর? প্রবীরও কি বন্দী?

বীরবল। না—বন্দী নয়, তবে—

গঙ্গা। যথেষ্ট! এই ক্ষুদ্র ভেলা নিয়েই আমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হবো। শেষ চেষ্টা; হয় উত্থান, না হয় জন্মের মত পতন।

[প্রস্থান।

বীরবল। কূলে এসে তরী ডুব্‌লো! মূর্খ আমি, দম্ভভরে মাহিষ্মতীর অনিচ্ছুক প্রজাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে এনে ঘূর্ণাবর্ত্তে ছেড়ে দিয়েছি, তারা সব একে একে আমারই ইঙ্গিতে মৃত্যুকে বরণ করেছে, তবু আমি এখনও

মর্‌তে পার্‌লাম না। বন্ধু! প্রাণাধিক ভাই সব! আর একটা দিন অপেক্ষা কর; হয় বিজয়-গৌরবে তোমাদের ভাঙ্গা ঘর চাঁদের জ্যোৎস্নায় ভরিয়ে দেবো, না হয়, আমিও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবো।

প্রবীরের প্রবেশ।

প্রবীর। নীরব রণস্থল—নীরব! তারা ঘুমিয়েছে; আমায় জাগিয়ে রেখে তারা সব অভিমানে ঘুমিয়েছে। ওঠ—ওঠ ভাই সব, এ যে আমার মাতৃপূজা, আগে যে আমারই মর্‌বার কথা!

বীরবল। যুবরাজ!

প্রবীর। কে, সেনাপতি? দেখ—দেখ, কি ভয়ানক দৃশ্য! মানুষের উপর মানুষ, কার মুখে ভাষা নেই; চাঁদের আলোকে ওদের ক্ষত-বিক্ষত মুখ যেন আমাকে ব্যঙ্গ ক'রে হাস্‌ছে! ওঃ, কি ভয়ঙ্কর!

বীরবল। কুমার! গৃহে চল।

প্রবীর। কেন বিরক্ত কর্‌ছো সেনাপতি? আমি যাবো না। প্রাসাদতোরণে পুরনারীরা পুষ্পার্ঘ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; আমার পরাজিত ম্লান মুখ দেখে তারা লজ্জায় ঘৃণায় লুকিয়ে থাক্‌বে। স্বাহা মনে কর্‌বে, আমার অযোগ্য ভাই; মঞ্জরী ভাব্‌বে, আমার দুর্ব্বল স্বামী; মাও দেখ্‌বে, তার সন্তান কাপুরুষ। আমি আজ রাত্রি জেগে এদের প্রহরা দেবো, প্রভাতে আর একবার অর্জ্জুনকে দেখ্‌বো।

বীরবল। [স্বগত] উন্মাদ হয়েছে। আজ চারিদিকে বিশৃঙ্খলা; জানি না, কি আছে বিধাতার মনে। [প্রস্থান।

প্রবীর। [উদ্দেশে] মা! আমি যে তোমারই মুখ চেয়ে সাগরে ভেলা ভাসিয়েছি। তোমার নাম নিলে বিপদ না কি দূরে স'রে যায়; তবে আমার এ পরাজয় কেন মা?

গীতকণ্ঠে চিত্রলেখার প্রবেশ।

চিত্রলেখা।—

গীত।

আজি পর নাই জননীর আশিস্-কুসুম-হার।
ধর নাই মস্তকে পদরেণু-গৌরব,
মাখ নাই অঙ্গে করাঙ্গুলি-সৌরভ,
গাও নাই কণ্ঠে জননীর জয়-গান,
শমনে ডেকেছ আপনার॥
সম্মুখে থৈথৈ বৈতরণীজল,
কল্লোলে কল-কলে ডাকে ঐ চল্ চল্,
বোধনে নিরঞ্জন-সঙ্গীত প্রিয়বর বসন্তে বরিষাধার॥

প্রবীর। ঠিক্—ঠিক্ বলেছ নারী! আমি ভ্রান্ত, আমি অন্ধ; আমার মাথায় আজ মায়ের আশীর্ব্বাদী ফুল পড়ে নি, তাই পদে পদে প্রতিহত হ'চ্ছি। মা! মা! আমি অবোধ সন্তান, আমায় ক্ষমা কর। নারী! তুমি কে? তোমায় যেন চিনি, কিন্তু ধর্‌তে পার্‌ছি না। যেই হও, তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী; বল, তুমি কি চাও?

চিত্রলেখা। ওই প্রহরণ।

প্রবীর। বুঝ্‌তে পেরেছি নারী, তুমি সামান্য রমণী নও। আমার অনন্ত আশা ধূলিসাৎ কর্‌তে, আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভস্মীভূত কর্‌তে কোন্ অদৃশ্য লোক থেকে তুমি নেমে এসেছ মা? এ আমার গঙ্গাদত্ত প্রহরণ; এর ধারণে জয়, হরণে মৃত্যু। হোক্; প্রার্থী তুমি, তোমায় বিমুখ কর্‌বো না। গ্রহণ কর কুহকিনী! আমার মৃত্যু-বাণ তোমায় দিলাম। [প্রহরণ প্রদান করিলেন।] এইবার বল, তুমি কে?

চিত্রলেখা। আমি নিয়তি—আমি নিয়তি।   [প্রস্থান।

প্রবীর। নিয়তি? মা! আর কিছুই নেই, ভরসা শুধু তোমার আশীর্ব্বাদ। [প্রস্থানোদ্‌যোগ]

গীতকণ্ঠে মায়ার প্রবেশ।

মায়া।—

গীত।

পথভোলা রে পথভোলা।
কেন ভুল ঠিকানায় ঘুরে মরিস্, সহজ পথের দোর খোলা॥
বসেছে চাঁদের হাট,
রূপে রসে গন্ধে ভরা আছে সোনার রাজ্যপাট,
ষোড়শী সুধারাশি, পদ্ম-আঁখি প্রেমবিলাসী,
আছে সেথায় শত শত, বইছে চিরমলয়-দোলা॥

প্রবীর। পথ দেখাবে? পথ দেখাবে? চল, দেখাও পথ—দেখাও আলো; [মায়ার হাত ধরিলেন।] এ যে অন্ধকার—শুধু অন্ধকার!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গুপ্তকক্ষ।

কঙ্কণ ও দীপঙ্কর।

কঙ্কণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, কেমন পুরস্কার! বিশ্বাসের কি সুন্দর প্রতিদান! আমারই ডাকে তারা পাগল হ'য়ে ছুটে এসেছিল; মনে করেছিল, তাদের ঘরছাড়া পাখীটাকে খাঁচায় পুরে নিয়ে যাবে। হ'লো না, অতল সমাধি—একটা কথা কইবার অবসর দিলে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

দীপঙ্কর। কি দাদু?

কঙ্কণ। এইখানে, এই গহ্বরের মধ্যে তারা সবাই তলিয়ে গেছে। আমারই কথায় বিশ্বাস ক'রে ছুটে আস্‌ছিল; হুড়-মুড় ক'রে একটা শব্দ হ'লো, তারপর একটা মিলিত আর্ত্তনাদ—ব্যস্! চ'ম্‌কে চেয়ে দেখি, অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি একা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

দীপঙ্কর। আর হেসো না বৃদ্ধ! যা করেছ, তা মানুষে পারে না; নিজে কলঙ্কের সাগরে ডুবেছ, আমার মাথায় জগতের ঘৃণার পসরা তুলে দিয়েছ, আর কতকগুলো নির্দ্দোষ জীবকে টেনে এনে নরককুণ্ডে ঠেলে দিয়েছ। ছিঃ, কর্‌লে কি বৃদ্ধ! তোমায় যে আমি বড় ভালবাস্‌তাম, তাই আজ আমার মুখে এমন ক'রে গাঢ় কালিমা লেপন কর্‌লে?

কঙ্কণ। আর আমার মুখটা তুমি সোনায় মুড়ে দিয়েছ, নয়?

দীপঙ্কর। গুপ্তহত্যা ক'রে যে কার্য্যোদ্ধার কর্‌তে চায়, সে পরম আত্মীয় হ'লেও আমি তাকে ঘৃণা করি। আমার হাতে যে অস্ত্র নাই, নইলে তোমায় হত্যা ক'রে তোমার ঋণ শোধ কর্‌তাম। কি কর্‌বো? ইচ্ছা হ'চ্ছে, গায়ের মাংস ছিঁড়ে খাই—প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরি!

কঙ্কণ। তুই কেন মর্‌বি ভাই, মর্‌বো আমি। এই অস্ত্র নে—বৃদ্ধের লোল বক্ষে আঘাতের পর আঘাত কর্; আর আমি এই হর্ম্ম্যতলে রক্ত দিয়ে লিখে যাই—যত দোষ আমার, তুই আমার নিষ্কলঙ্ক চাঁদ।

দীপঙ্কর। দাদু! [চক্ষে জল দেখা দিল।]

কঙ্কণ। কাঁদ্‌ছিস? কাঁদ্‌তে জানিস্ নিষ্ঠুর? বড় অসময় দাদু—বড় অসময়। দু'দিন আগে যদি আমার জন্য তোর প্রাণটা কেঁদে উঠ্‌তো, তা হ'লে আজ এখানে দাঁড়িয়ে দু'জনকেই শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে মর্‌তে হ'তো না।

দীপঙ্কর। দাদু!

কঙ্কণ। চুপ্—চুপ্ কর্! ওই গহ্বরের তলায় কল্-কল্ শব্দ শুন্ছিস? তারা আমায় ডাকৃছে। আমার সুখ-দুঃখের সাথী তারা, আজ আমায় ফেলে একা থাক্তে পার্ছে না; দেখ্ছিস না, যমের কিঙ্কর আমার জন্য হাঁ ক'রে রয়েছে—তার বড় ক্ষুধা! আমি ঝাঁপ দেবো—

দীপঙ্কর। [বাধা দিয়া] কি কর্ছো উন্মাদ! জান, এ গহ্বর কোথায় গিয়ে মিশেছে? গঙ্গার কাল স্রোতে। স্মরণাতীত কাল হ'তে এখানে জীবন্ত মানুষের সমাধি হ'য়ে আস্ছে; যে পড়েছে, সে আর ওঠে নি—পৃথিবী তার একটা অস্থিও খুঁজে পায় নি।

কঙ্কণ। তা হ'লে এ শুধু কারাগার নয়?

দীপঙ্কর। না, এ একটা নির্ব্বাত মশান; এখানে যে একবার প্রবেশ করে, সে আর আলোকের মুখ দেখ্তে পায় না।

কঙ্কণ। [ব্যাকুলভাবে] কি ক'রে তোকে বাঁচাই? একবার—একবার আমায় দোর খুলে বাইরে যেতে দেয় না?

দীপঙ্কর। কে দেবে? এখানে একটা পিপীলিকাও আসে না।

কঙ্কণ। কি কর্বো তবে? আমার চোখের সাম্নে তুই তিল তিল ক'রে মর্বি, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্বো? না—তা হবে না, আমি ভেঙ্গে ফেল্বো এই মর্ম্মর-প্রাচীর। ভাঙ্—ভাঙ্! [প্রাচীরে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত।]

দীপঙ্কর। কি কর্ছিস দাদু? এ যে ভাঙ্বার নয়।

কঙ্কণ। ওঃ—দীপঙ্কর! বড় তৃষ্ণা, একটু জল দিতে পারিস্?

দীপঙ্কর। [স্বগত] তৃষ্ণায় আমারও ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তোমারও তৃষ্ণা; তবে আর দেরী নাই, মৃত্যু এসে দ্বারদেশে দাঁড়িয়েছে!

কঙ্কণ। কথা বল্ছিস না যে?

দীপঙ্কর। কি বল্বো দাদু? জল নেই।

কঙ্কণ। চেয়ে আন্, চেঁচিয়ে বল্—আর কিছু চাই না, একটু জল।

দীপঙ্কর। ঈশ্বর! আরও কি সইতে হবে? আমায় কি দিয়ে তৈরী করেছ ঈশ্বর? দাদু—দাদু আমার! তুমি রাজ-রাজেশ্বর, আজ এক ফোঁটা জলের কাঙ্গাল! এই বিধাতার চরম শাস্তি। ওগো, কে আছ? একটু জল—একটু জল দিয়ে আমার দাদুকে বাঁচাও।

খাদ্য ও জলপাত্রহস্তে ময়নার প্রবেশ।

দীপঙ্কর। একি, এত আলো কোথা হ'তে আস্ছে? কে তুমি?

ময়না। আমি ময়না।

দীপঙ্কর। তোমার হাতে কি? জল?

ময়না। হাঁ, কে জল চাইছিলে? এসো—অনেক কষ্টে এনেছি। [জলপাত্র দান]

দীপঙ্কর। আয় দাদু! তুই জল চেয়েছিলি, দেবতা তোর জন্য অমৃত পাঠিয়েছে।

কঙ্কণ। [ব্যগ্রভাবে] কই—দে!

দীপঙ্কর। [কঙ্কণকে জলপাত্র দিল।]

কঙ্কণ। [ময়নার প্রতি] আঃ, কে তুমি বন্ধু? তোমার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করতে পারবো না। বল, মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার জন্য আমাদের করবার কিছু আছে?

ময়না। আছে; করবে?

কঙ্কণ। প্রাণ দিয়ে।

ময়না। বেশ, জল খাও।

কঙ্কণ। [জলপান করিতে গিয়া সহসা দীপঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া] অমন ক'রে চেয়ে আছিস্ যে দাদু? তোরও বড় তৃষ্ণা, নয়?

দীপঙ্কর। না দাদু! [মুখ নত করিল।]

কঙ্কণ। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তোরও ছাতি ফেটে যাচ্ছে। নে—তুই খা, আমি দেখি।

দীপঙ্কর। না—না, আমার চেয়ে তোর তৃষ্ণা বেশী; তুই খা।

কঙ্কণ। তুই বুকভরা পিপাসা নিয়ে থাক্‌বি, আর আমি তৃষ্ণা মেটাবো? তার চেয়ে গঙ্গার জল গঙ্গাতেই মিশে যাক্‌। [জলপাত্র নিক্ষেপ।]

দীপঙ্কর। কি কর্‌লি দাদু? এমন একটা মহাদান নিষ্ফল কর্‌লি? [ময়নার প্রতি] বালক! ক্ষুব্ধ হ'য়ো না, তোমার ঋণ আমরা মাথা পেতে নিলাম। বল, আমাদের কি কর্‌তে হবে।

ময়না। বাঁচতে হবে; আমি তোমাদের মর্‌তে দেবো না। যাও—ঐ চোরা-দরজা খোলা রয়েছে, কেউ দেখ্‌তে পাবে না।

কঙ্কণ। তাই চল্—তাই চল্ দীপঙ্কর! আগে তোকে বাঁচাই, তারপর—

দীপঙ্কর। ছিঃ দাদু! আমাদের প্রাণটাই কি এত বড়? আমরা পালিয়ে গেলে এই বালকের কি হবে?

কঙ্কণ। ও মরুক্!

দীপঙ্কর। তবু আমাদের বাঁচা চাই?

ময়না। হ্যাঁ—চাই! আমায় কথা দিয়েছ, যেতেই হবে।

দীপঙ্কর। কে তুমি বালকবেশী মহাপুরুষ? তোমায় এতদিন ঘৃণাই করেছি, আজ তোমার পায়ে আমার মাথাটা লুটিয়ে পড়্‌তে চায়। এ তোমার অনুরোধ নয়—আদেশ; এ আদেশ বেদ-বাক্য ব'লে মাথায় নিয়ে চল্‌লাম। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

[কঙ্কণসহ প্রস্থান।

ময়না। যাই, বাবাকে খবরটা দিই গে—[প্রস্থানোদ্‌যোগ]

আহুতির প্রবেশ।

আহুতি। তুই কোথায় যাবি রে কালভুজঙ্গের জাত? তা হবে না—হ'তে দেবো না। নির্দ্দোষের মাথার উপর এক বিশ্বাসঘাতক খড়্গ তুলেছে, সে খড়্গ তার নিজের কাঁধে পড়ুক্; সংসার জানুক্, অধর্ম্মের ভেরী বাজে না।

ময়না। হ্যাঁগা, এ সব তুমি কি বল্‌ছো? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

আহুতি। বুঝিয়ে দিচ্ছি—তিলে তিলে বুঝ্‌বি। আগে তুই, তার পর তোর নিষ্ঠুর পিতা,—তবু কতকটা প্রতিশোধ! দাঁড়া, স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্। [প্রস্থানোদ্‌যোগ]

ময়না। কি কর্‌বে?

আহুতি। এই গুপ্ত কক্ষে তোকেই আবদ্ধ ক'রে রেখে যাবো; ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ কর্‌তে কর্‌তে একটু একটু ক'রে তুই মর্।

[প্রস্থান।

ময়না। না—না, আমি মর্‌তে পার্‌বো না; আমার মা কাঁদ্‌বে, বৌ-রাণী কাঁদ্‌বে। আমায় মেরো না—আমায় বাঁচতে দাও! [প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ।] দোর বন্ধ, বেরুবার কোন উপায় নেই। যতই চীৎকার করি, দেওয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে আস্‌বে। বাঃ, তবে নাকি ধর্ম্ম নেই? আছে—আছে; নইলে এমন ক'রে পাশা উল্‌টে গেল কেন? এই ভাল। বাবা! তুমি যাই হও, আমি তোমার ছেলে,—তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে আমিই জীবন দিলুম।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

নীলধ্বজ ও বীরবলের প্রবেশ।

নীলধ্বজ। অগ্নি বন্দী? সেনাপতি! এ সত্য কথা?

বীরবল। সত্য মহারাজ!

নীলধ্বজ। তুমি দেখেছ না শুনেছ?

বীরবল। স্বচক্ষে দেখেছি!

নীলধ্বজ। ইন্দ্রপাত হয়েছে, হিমালয়ের চূড়া ভেঙ্গে পড়েছে, মাহিষ্মতীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে! বুঝ্‌তে পার্‌ছো বীরবল, আজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে শনির দৃষ্টি লেগেছে? রাজ্য থাক্‌বে না, আমি জানি কূলে কূলে ভাঙ্গন ধরেছে, নইলে এমন পদে পদে অনিয়ম! মা সন্তানকে বর্ম্মে-চর্ম্মে সাজিয়ে দেয়, বামন চাঁদ ধর্‌তে ছুটে যায়, আবার ক্ষীণজীবী মানুষের হাতে দেবতা বন্দী!

স্বাহার প্রবেশ।

স্বাহা। তাতে আর কি হয়েছে বাবা? যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; তাতে যদি দু'দশটা বীর বন্দী হয় কি ম'রেই যায়, ক্ষত্রিয়ের বাহু তাতে শিথিল হ'য়ে যায় না! জয়-পরাজয়ের চিন্তা তোমার নয়; সে ভাবনা যে ভাবে, তাকে ভাব্‌তে দাও।

নীলধ্বজ। দেখ—দেখ বীরবল! স্বামী বন্দী, তবু চোখে এক বিন্দু জল নেই। এরা নারী না?

স্বাহা। হ্যাঁ বাবা! নারী, কিন্তু ক্ষত্রিয়কন্যা।

নীলধ্বজ। বল্‌তে পারিস্ কন্যা, কোন দুষ্টা সরস্বতী তোদের বুকে এসে আশ্রয় নিয়েছে? কিসের জন্য তোরা এত দুর্নিবার হ'য়ে উঠেছিস্? আমি চাই শান্তি, তোরা ঢালিস্ কলহের বিষ!

স্বাহা। না বাবা! তুমি ডুবে যাচ্ছ নরকে, আমরা তুল্‌তে চাই তোমায় স্বর্গে।

নীলধ্বজ। তোর নিজের স্বর্গটা যে চূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে কন্যা!

স্বাহা। যাক্, তবু আমি তোমায় উচ্চ আসনে দেখ্‌তে চাই।

নীলধ্বজ। যেমন পুত্র, তেমনি কন্যা! অনিয়ম—চারিদিকে অনিয়ম! আমি কি কর্‌বো বীরবল? আমার মাথায় আগুন জ্বল্‌ছে! বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ; নইলে সর্ব্বভুক বৈশ্বানর আজ বন্দী! পর্ব্বতের পাষাণ যে দগ্ধ ক'রে ফেলে, সে আজ শৃঙ্খলিত! এ গোবর্দ্ধনের বিপুল ভার ধারণ কর্‌লে কে?

বীরবল। অর্জ্জুন।

জনার প্রবেশ।

জনা। আর তুমি কি কর্‌লে বীরবল? পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে পালিয়ে এলে?

বীরবল। বীরবল যেদিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর্‌বে, সেদিন সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হবে।

জনা। কথায় না কাজে?

বীরবল। কাজে।

জনা। অথচ দেখ্‌ছি অগ্নি বন্দী, আর তোমরা অক্ষতশরীরে ফিরে এসেছ!

বীরবল। ক'টা ফিরেছে মা? প্রাসাদের চূড়ায় উঠে একবার

রণক্ষেত্রের দিকে চেয়ে দেখ, কি খেলা খেলেছে আজ মাহিষ্মতী! তারা পালাবে? আর ব'লো না মা, তাদের মৃতদেহগুলো ন'ড়ে উঠ্‌বে। আমায় যে মর্‌বার সুযোগ দিলে না; অগ্নিকে বন্দী হ'তে দেখেই পৃথিবী তার মুখের উপর সন্ধ্যার অবগুণ্ঠন টেনে দিলে, অমনি যুদ্ধের বিরামধ্বনি বেজে উঠ্‌লো।

স্বাহা। ক্ষুব্ধ হ'য়ো না বীর! নাই পেলে তুমি জয়মাল্য—না বুঝুক্ এরা তোমার আত্মোৎসর্গের মূল্য, শত্রুর মন থেকে তোমার স্মৃতিটা তো কেউ মুছে ফেল্‌তে পার্‌বে না!

বীরবল। ঠিক্ বলেছ রাজকুমারী! এই কামনা নিয়েই আমি আর একবার ঐ হতাবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে ভীমার্জ্জুনের সম্মুখে দাঁড়াবো। নির্ভয় মহারাজ! নিশ্চিন্ত হও মহারাণী! জীবিত দেহ নিয়ে বীরবল আর রণস্থল হ'তে ফিরে আস্‌বে না। [প্রস্থান।

নীলধ্বজ। প্রবীর কোথায় রাণী?

জনা। ফেরে নি; অবোধ ছেলে লজ্জায় ঘৃণায় কোথায় মুখ ঢেকে রয়েছে। যাবার সময় আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে যায় নি, ফিরে এসেও সম্ভাষণ কর্‌লে না।

স্বাহা। সে কি মা! তোমার আশীর্ব্বাদ না নিলে যে তার—

জনা। চুপ্ রাক্ষসী—চুপ! আমার গলা টিপে ধর্—আমার চোখ দু'টো উপ্‌ড়ে নে—আমায় তোরা একেবারে মেরে ফেল্।

স্বাহা। বাবা! শীঘ্র চর পাঠাও; যেখান থেকে হোক্, তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে।

নীলধ্বজ। কোন প্রয়োজন নেই স্বাহা! কুলাঙ্গার পুত্র যেখানে ইচ্ছা, চ'লে যাক্; পারিস্ তো তুইও যা,—ভ্রূক্ষেপও করি না। স্নেহের অত্যাচার আমি অনেক সয়েছি; বিবেকের কণ্ঠরোধ ক'রেও তোদের

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌তে চেয়েছি। আর পারি না! আমার কেবলই মনে হ'চ্ছে, এ অন্যায়। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য, আমি কে? কোন্ শক্তিতে বাধা দিই? না—আমি আজই সন্ধি কর্‌বো।

জনা। সন্ধি কর্‌বে?

স্বাহা। সন্ধি? বাবা! .

নীলধ্বজ। হ্যাঁ, এখনি; পুষ্পার্ঘ নিয়ে আয়, আমি পাণ্ডব-শিবিরে যাবো।

স্বাহা। বাবা! প্রবীরের মাথা হেঁট কর্‌বে? এতগুলো মানুষের প্রাণদান বৃথাই যাবে?

নীলধ্বজ। যাক্।

স্বাহা। আর তোমার জামাতার এই বন্দিত্ব, তারও কোন প্রতিশোধ নেবে না?

নীলধ্বজ। এখনও কি বোঝ নি কন্যা, অর্জ্জুন সকল প্রতিশোধের অতীত? সে দেহে অস্ত্র প্রবেশ করে না।

জনা। তবে যাও, অর্জ্জুনের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে মহানন্দে ফিরে এসো। [ঘৃণা ও অভিমানে মুখ ফিরাইলেন।]

স্বাহা। বাবা!—

নীলধ্বজ। কোন কথা শুন্‌বো না, আমি সন্ধি কর্‌বো। কে আছ?

প্রতিহারীর প্রবেশ।

নীলধ্বজ। যজ্ঞাশ্ব নিয়ে এসো।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

স্বাহা। কর্‌ছো কি বাবা? দেহটাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণটাকে শুকিয়ে মেরো না।

নীলধ্বজ। বিলম্ব করিস্ নি, পুষ্পার্ঘ নিয়ে আয়—আমি পাণ্ডব-শিবিরে যাচ্ছি।

জনা। আমায় বিদায় দিয়ে যাও। যার জন্য আমার স্নেহের দুলালকে বুক থেকে টেনে ফেলেছি, আমার চোখের সম্মুখে তার শোচনীয় সমাধি হবে—আমার মাতৃভক্ত সন্তান ম্লানমুখে অর্জ্জুনের জয়ধ্বনি দেবে, আমি তা দেখ্‌তে পার্‌বো না রাজা!

নীলধ্বজ। কোথায় যাবে?

জনা। যেখানে হয়, মাহিষ্মতীতে আর নয়; আমিও না, আমার পুত্রও না!

নীলধ্বজ। তাই যাও পুত্র-গরবিনী, তোমাদের উপর আমার আর একটুকুও স্নেহ নাই।

জনা। [গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া] তোমার অশান্তির জঞ্জাল অঞ্চলে বেঁধে নিয়ে চল্‌লাম; তুমি সুখী হও—তুমি সুখী হও। [প্রস্থানোদ্‌যোগ]

স্বাহা। আমায় ফেলে কোথায় যাবে মা? আমিও কি তোমার সন্তান নই?

জনা। কাঁদিস্ নি মা! পারিস্ তো আমার সঙ্গে আয়। আমার দুই পার্শ্বে তোরা দু'টী থাক্‌লে গাছের তলাতেও আমি স্বর্গভোগ কর্‌বো।

স্বাহা। বাবা! আমিও তবে চল্‌লাম; রাজ্য জুড়ে তুমি একাই থাকো।

নীলধ্বজ। ভেবেছিস্ বুঝি কন্যা, দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে আজও আমায় টলিয়ে দিবি? তা হবার নয়। আমি আজ পাথরে বুক বেঁধেছি; যত পারিস্ আঘাত কর, আর আমি টল্‌বো না,—দু'টো অবাধ্য সন্তানের জন্য আমি আমার শত সহস্র সন্তানকে ডালি দিতে পার্‌বো না। যে থাকে থাক্, যার ইচ্ছা চ'লে যাক্।

মদনমঞ্জরীর প্রবেশ।

মঞ্জরী। তবে আমাকেও বিদায় দাও বাবা!

নীলধ্বজ। তোমাকেও? মা! এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে তুমিও?

মঞ্জরী। না বাবা!

নীলধ্বজ। বাঃ-রে, বাঃ! তুমি বালিকা, সংসারের প্রথম সোপানে পা ফেলেছ, তু মও চাও স্বামীকে অগ্নিদাহের মাঝখানে ছেড়ে দিতে?

মঞ্জরী। না বাবা, আমি তা চাই নাই; আমি পুষ্পার্ঘ্যই সাজিয়ে ছিলাম, কেউ নিলে না—দিগ্বিজয়ীর পায়ে কেউ মাথা নত করলে না। কাল-যুদ্ধ বেধেছে, মাহিষ্মতী আজ ধ্বংসোন্মুখ; এখন তো আর সন্ধি সাজে না বাবা! এ সন্ধি যদি হয়, পাণ্ডব মুখে করবে সম্ভাষণ, অন্তরে করবে ঘৃণা। স্বামীর প্রাণটাই রক্ষা পাবে, কিন্তু তার হেঁট মাথা তো আর উঁচু হবে না?

নীলধ্বজ। তবে তুমিও চাও মান?

মঞ্জরী। না বাবা! আমি চাই প্রাণ, কিন্তু লজ্জানম্র সঙ্কুচিত ভিক্ষাদত্ত প্রাণ নয়।

নীলধ্বজ। হুঁ; আচ্ছা যাও। এরা যাচ্ছে বৃক্ষতলে, তুমি কোথায় যাচ্ছ মা?

মঞ্জরী। আমিও বৃক্ষতলে; আমার মা যেখানে, আমিও সেইখানে।

নীলধ্বজ। মা—মা—সবারই মুখে শুধু ওই মা! অণু-পরমাণুতে মাতৃ-নামের প্লাবন ছুটেছে। সবারই অন্তরে ওই এক মন্ত্র—সবারই মুখে ওই এক ভাষা! কে বহালে এ নামের বন্যা? কে দিলে এই একাক্ষরা বাণীর মধ্যে এতখানি শক্তি, যার মদিরায় আজ রমণীরাও বেণী দুলিয়ে রণভেরীর তালে তালে নৃত্য করে? না—এ বীজমন্ত্র

উর্ব্বর ভূমিতে পড়েছে, নিষ্ফল হবার নয়! তবে উঠুক্ গজিয়ে বিরাট মহীরুহ। নির্ভয় রাণী! নির্ভয় স্বাহা!

[প্রস্থান।

মঞ্জরী। এসো মা, শীঘ্র এসো। এদিকে আর এক বিপদ; দীপঙ্কর গুপ্তকক্ষে আবদ্ধ।

স্বাহা। সে কি? কে আবদ্ধ কর্‌লে?

মঞ্জরী। সে অনেক কথা; এসো।

জনা। অগ্নি ঠিক বলেছে স্বাহা, এ শনির দশা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গঙ্গাতীর।

প্রবাহিনীগণসহ গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। সময় হয়েছে, উদ্বেলিত হও। জাহ্নবীর আশা-তরী ডুবু-ডুবু; স্বয়ং বৈশ্বানর আজ বন্দী। কর গর্জ্জন, তোল পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ, ভাসিয়ে নাও সমস্ত সৈন্য-প্রহরণসহ ওই পাণ্ডব-শিবির।

প্রবাহিনীগণ।—

গীত।

সাজ—সাজ রণরঙ্গিণী!
চূর্ণ অলকে দোলায়ে পুলকে মৃত্যুর শত সঙ্গিনী॥
উঠুক ঝটিকা বাড়বের শিখা, ভৈরব মেঘমন্দ্র,
বিপ্লবঘোরে জ্ব'লে যাক্ ওরে শত্রুশিবির-রন্ধ্র;

হুঙ্কারি ছোটো গৌরবে, স্বর্গে কিম্বা রৌরবে,
পর্ব্বত সম উর্ম্মি তুলিয়া নৃত্য কর তরঙ্গিণী॥

[প্রস্থান।

গঙ্গা। একটা বাজ পড়ে না? এত মেঘের গর্জ্জন, এত করকাপাত, এমন উন্মাদ ঝটিকা, তার মধ্যে একটা অশনিপাত হয় না? শুধু একটা—ঐ পাণ্ডব-শিবিরের উপর—যাতে আর কাউকে জাগ্‌তে না হয়। পড়ুক—পড়ুক! একটা ভিক্ষা দে বিধাতা, একটা ভিক্ষা দে—

বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। কে তুমি ভৈরবী এই শিলাবৃষ্টির মধ্যে? তুমিও কি সংসার-সমুদ্রে আমারই মত দিশেহারা?

গঙ্গা। একটা আগুনের গোলা ফেল্‌তে পারিস্? এইখানে? পারিস্? ফেল্ দেখি! ঐশ্বর্য্য দেবো—যত চাস্। দেখ্‌ছিস কি, পৃথিবী ক্ষেপে গেছে; অগ্নি বন্দী, সৃষ্টিটাকে ভেঙ্গে খান্ খান্ ক'রে ফেল্‌বে। আয়—আয়! তুই দিশেহারা, আমিও তাই; দু'জনেরই লক্ষ্য অর্জ্জুনের মাথাটার উপর। আয়—ছুটে আয়!

বৃষকেতু। নিদ্রিত শত্রুর উপর খড়্গাঘাত?

গঙ্গা। হ্যাঁ, এই পাণ্ডবের নিয়তি। নিদ্রিত, নিরস্ত্র, অসহায়, যাই হোক্, শত্রু—শত্রু। আয়—চ'লে আয়!

বৃষকেতু। ধর্ম্মে সইবে না নারী!

গঙ্গা। ধর্ম্মে সইবে না? ভীষ্মের মৃত্যুটা তো সইলো?

বৃষকেতু। বুঝেছি নারী, তুমি মাহিষ্মতীর কোন প্রিয়জনহারা কাঙ্গালিনী। অতলে নিমজ্জমানা তুমি, ক্ষুদ্র তৃণকে আশ্রয় ক'রে তীরে উঠ্‌তে চাও। কিন্তু আমি তো এভাবে তোমার সহায়তা কর্‌তে পার্‌বো না।

গঙ্গা। তবে স'রে যা; চেয়ে দেখ্, একা আমার শক্তিতে কি অঘটন ঘটে।

বৃষকেতু। ফেরো ভৈরবী—ফেরো, নিদ্রিতের উপর অস্ত্রাঘাত ক'রো না।

গঙ্গা। ঐ আস্‌ছে! শতে শতে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে তরঙ্গ নাচ্‌তে নাচ্‌তে এগিয়ে আস্‌ছে! আয়—আয়!

বৃষকেতু। ও কি ও? অমন ভৈরব-গর্জ্জনে কারা ছুটে আস্‌ছে?

গঙ্গা। আসুক্, আস্‌তে দে। চোখ বুজে থাক্, কানে আঙুল দে; কাল প্রভাতে চেয়ে দেখ্‌বি, পাণ্ডববাহিনীর একটা চিহ্নও নাই। এইবার বিঘ্নলোচনকে দিয়ে অর্জ্জুনের আগ্নেয়াস্ত্র অপহরণ করিগে, নইলে এ জলতরঙ্গ এক মুহূর্ত্তে শোষণ ক'রে ফেল্‌বে।

[প্রস্থান।

বৃষকেতু। নারী! নারী! না, কার জন্য এত উৎকণ্ঠা? ধনঞ্জয় আমার কে? মরুক্ পিতৃহন্তা। কিন্তু পাণ্ডবের ঐ সুপ্ত বাহিনী, তারা তো কোন দোষের দোষী নয়। না—না—না, অতগুলো নিরপরাধ জীবকে অতর্কিতে মর্‌তে দেবো না। অর্জ্জুনের আগ্নেয়াস্ত্র আমি আগেই লুকিয়ে রাখ্‌বো।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবিরসম্মুখ।

সন্ত্রস্ত পাণ্ডবসৈন্যগণের প্রবেশ।

সৈন্যগণ।—

গীত।

একি, এ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
মাথার পরে বৃষ্টিধারা পায়ের তলায় জলপ্রপাত॥
ওই আসে ওই গর্জ্জনঘোরে ফেনিল জলের কাল-রাহু,
মরণ বুঝি আস্‌ছে ধেয়ে বাড়িয়ে দুটি ভীম বাহু,
চলিতে পা চলে না, বলিতে রা সরে না,
ওরে ভাগীরথীর জলের তলে আজকে বুঝি পোহায় রাত॥

[প্রস্থান।

বন্দী অবস্থায় অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। চন্দ্র মেঘের কোলে মুখ লুকিয়েছে, গঙ্গার বুক থেকে একটা বিরাট আর্ত্তনাদ উঠে আস্‌ছে, আকাশের গা থেকে ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে রক্তধারা পড়্‌ছে, কারণ অগ্নি বন্দী। সৃষ্টির নিয়ম উল্‌টে গেছে, নইলে অগ্নি বন্দী! ওঃ, কত শক্তি ধর তুমি অর্জ্জুন?

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। অগ্নি! অগ্নি! মুক্তির বিনিময়ে তুমি কি দিতে পার?

অগ্নি। অভিশাপ দিতে পারি। ভাব্‌ছো, এতে আমার কষ্ট হ'চ্ছে?

কিছু না; আমার আনন্দ হ'চ্ছে, আমার দান যোগ্য পাত্রে পড়েছে। এ শৃঙ্খল আমি জগতকে দেখাবো। পাখী গাইবে অর্জ্জুনের জয়গান, বনস্পতি দেবে তার মাথায় রাশি রাশি পুষ্প, মাহিষ্মতী শিখ্‌বে বীরের পূজা।

ভীম। এত স্নেহ যদি অর্জ্জুনের উপর, হে বৈশ্বানর! আজ রক্ষা কর অর্জ্জুনের নাম। দেখ, ঐ গঙ্গার উদ্বেলিত তরঙ্গরাশি পাণ্ডব-শিবির গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে। অর্জ্জুন নিদ্রিত; রক্ষা কর বৈশ্বানর! ওই জলরাশি উত্তাপ দিয়ে শোষণ কর।

অগ্নি। না—আসুক,
দিও না হে বাধা বৃকোদর!
দেখি আজ কত শক্তি ধরে ধনঞ্জয়।

ভীম। শোষণ কর—শোষণ কর!

অগ্নি। না।

ভীম। মনে রেখ, বন্দী তুমি বৈশ্বানর!—

অগ্নি। শুধু শৃঙ্খলে নহি রে বন্দী,
বন্দী আমি অর্জ্জুনের কুসুমের দামে।

ভীম। তবে কেন চাও তার অমঙ্গল?

অগ্নি। কার অমঙ্গল?
মঙ্গলের সারভূত নীলকান্ত মণি
হিয়ার মাঝারে যার উদ্ভাসিত
কনক-কিরণে, অমঙ্গল পরশয়ে তায়?
দেখ—দেখ অদ্ভুত ঘটন!
সুপ্তিমগ্ন ধনঞ্জয়,
তাই ওই ভাগীরথীস্রোত
আবর্ত্তে ঘুরিছে শুধু শিবিরপশ্চাতে।

ভীম। বৃথা কালক্ষেপ ক'র়ো না অগ্নিদেব! আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি, ঐ জলস্রোত এখনি পাণ্ডবসেনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যদি মুক্তি চাও—

অগ্নি। চাই না মাহিষ্মতীর সর্ব্বনাশের বিনিময়ে আমার মুক্তি।

ভীম। তবে তোমার অস্তিত্ব এইখানে লুপ্ত হ'য়ে যাক্‌। [গদা প্রহারে উদ্যত হইলেন।]

সহসা অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। [দুইজনের মধ্যস্থলে বাধা দিয়া দাঁড়াইয়া] দাদা!

ভীম। অর্জ্জুন! দেখ্‌ছিস ওই প্লাবনের বেগ?

অর্জ্জুন। দেখ্‌ছি, আজ অর্জ্জুনের শেষ। মহেশ্বরকে পরাজয় ক'রে পেয়েছিলাম পাশুপত, আজ অগ্নিকে পরাজয় ক'রে পাচ্ছি মৃত্যু। নিষ্ঠুর দেবতা বাদ সেধেছেন। শিবির হ'তে আমার সমস্ত প্রহরণ অপহৃত; বোধ হয় এ জাহ্নবীর ছলনা। উপায় নেই, নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট হ'য়েই মর্‌তে হবে। ওঃ—একবার যদি গাণ্ডীব ফিরে পেতাম!

গাণ্ডীবহস্তে চিত্রলেখার প্রবেশ।

চিত্রলেখা। ধর ধনঞ্জয়, গাণ্ডীব। [গাণ্ডীব প্রদান]

অর্জ্জুন। কে মা তুমি? অর্জ্জুনের গাণ্ডীব এক নারীর দুর্ব্বল হস্তে? কিন্তু আমার অক্ষয় তূণ?

তূণহস্তে গীতার প্রবেশ।

গীতা। এই নাও অক্ষয় তূণ। [তূণ প্রদান]

অর্জ্জুন। দাও—দাও জীবনদাত্রী! তোমায় সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু আমার অগ্নিবাণ?

অগ্নিবাণহস্তে বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। এই নাও অগ্নিবাণ! [বাণ প্রদান]

ভীম ও অর্জ্জুন। [সবিস্ময়ে] বৃষকেতু!

বৃষকেতু। সময় নেই; শিবির ভেঙেছে, ঘুমন্ত সেনা জেগে উঠে পালাচ্ছে। শোষণ কর জাহ্নবীর জল!

অর্জ্জুন। ভাগীরথী! দেব-ধর্ম্ম পরিহরি,
নীরব নিশীথে আজি হিংস্র শ্বাপদের মত
সুপ্তিঘোর-সমাচ্ছন্ন শিয়রে আমার
মৃত্যুরূপে এসেছ যদ্যপি,
রিক্তহস্তে দিব না ফিরায়ে;
পুষ্পাঞ্জলি ঠেলিয়াছ পায়,
ধর—ধর বুক পাতি আগুনের গোলা,
নিঃশেষিত হোক্ তব প্লাবনের বেগ।

[শরত্যাগ করিলেন।]

গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। উঃ—ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়!
বিধি তোরে গড়িয়াছে কোন্ উপাদানে?
কোন্ সিংহিনীর স্তন্যপানে
পরিপুষ্ট কলেবর তোর?
এ যে একাধারে মহেশের শূল
আর শ্রীবিষ্ণুর চক্র সুদর্শন;
এক দেহে সৃষ্টি আর প্রলয়ের
বিচিত্র সঙ্গম! জ্বালা—বড় জ্বালা!

হায় হায় স্নেহের দুলাল!
দেবমাতা শক্তিহীনা তোর,
অগণ্য অমরবৃন্দ বিরোধী তাহার,—
ব্যর্থ—ব্যর্থ তার এত আয়োজন!

[প্রস্থান।

ভীম। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
দে রে ভাই—দে রে আলিঙ্গন!
হও তুমি নর-নারায়ণ,
হও তুমি শ্রীকৃষ্ণের সখা,
থাক্ তব মহেশের শূল
কিম্বা চক্র সুদর্শন,
তবু আজ একদিন ভীমসেন
তারস্বরে করিবে ঘোষণা—
এই পার্থ মোর সহোদর। [আলিঙ্গন]

অগ্নি। অর্জ্জুন! কি বল্‌বো তোমায়, তুমি আমার কল্পনার অতীত। এই শৃঙ্খলিত হস্ত নিয়েই তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তুমি জয়ী হও—তুমি জয়ী হও—তুমি জয়ী হও। [আশীর্ব্বাদ ও অর্জ্জুনের শিরশ্চুম্বন করিলেন, অর্জ্জুন অগ্নির শৃঙ্খলমোচন করিয়া প্রণাম করিলেন।]

ভীম। কে মা ~~তোমরা,~~ পাণ্ডব-বাহিনীর জীবন দান কর্‌লে? অনেকবার তোমাদের দেখেছি, চিন্‌তে পারি নাই; তোমরা কি পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত? বল—পরিচয় দাও!

~~চিত্রলেখা। আমি নিয়তি—~~

[প্রস্থান।

গীতা। আমি গীতা।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। আর তুমি আমার দুর্জ্জয় শত্রু বৃষকেতু ?

[আলিঙ্গনোদ্‌যোগ]

বৃষকেতু। না—না—না! কণ্ঠে যার বিষ ঢেলে দিয়েছ, তার কাছে অমৃতের আস্বাদ চাও পাণ্ডব ? আমি এ বিষ তোমার ধমনীর রক্তে মিশিয়ে দেবো, তবে পাবে আমার আলিঙ্গন।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। ফেরাও দাদা, উন্মাদ বালককে ফেরাও!

ভীম। নিশ্চিন্ত অর্জ্জুন!

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। আর কত দূর ? মুরারি! আর কতদূরে আমায় নিয়ে যাবে ?

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তর।

কঙ্কণ ও দীপঙ্কর।

কঙ্কণ। আয়—আয়, পা চালিয়ে আয়! বোধ হয় রাজ্য ছাড়িয়ে এসেছি; আর খানিক যেতে পার্‌লেই ব্যস্! আর আমাদের পায় কে?

দীপঙ্কর। আমরা কোথায় যাচ্ছি দাদু?

কঙ্কণ। যেখানে হোক্ না, মাহিষ্মতীতে আর নয়; অনেক কষ্টে উদ্ধার পেয়েছি, জীবনে আর এমুখো হ'চ্ছি না।

দীপঙ্কর। আমাদের উদ্ধারের জন্য যে হতভাগ্য গুপ্ত কক্ষে আবদ্ধ হ'য়ে রইলো, তার কি হ'লো দাদু?

কঙ্কণ। যা হয় হোক্, আর ভাব্‌ছি না; ভেবে ভেবে জীবনের অনেকটাই খুইয়ে ফেলেছি, আর নয়! এবার তোকে তোর মায়ের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পার্‌লেই একেবারে নিশ্চিন্ত।

দীপঙ্কর। চল্‌তে যে পার্‌ছি না দাদু!

কঙ্কণ। বড় ক্ষিদে পেয়েছে, না? মুখখানা শুকিয়ে গেছে, চোখ দু'টো ছল্ ছল্ কর্‌ছে। কি কর্‌বো দাদু, উপায় যে নেই, আর একটু চল্, আমি যেমন ক'রে পারি তোর ক্ষিদে মেটাবো।

দীপঙ্কর। ক্ষুধা নয় দাদু! আমার পায়ে কে যেন শৃঙ্খল জড়িয়ে দিয়েছে।

কঙ্কণ। কে?

আহুতির প্রবেশ।

আহুতি। বোধ হয় আমি।

কঙ্কণ। আয় দিদি—আয়! তুইও এসেছিস্? ভালই হয়েছে। এ পাগলকে আমি তো নিয়ে যেতে পার্‌ছি না।

আহুতি। তুমি এগোও না, আমি বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে যাচ্ছি।

দীপঙ্কর। ক' জনে বাঁধ্‌বে আহুতি? আমি যে বাঁধাই পড়েছি।

আহুতি। না হয়, তার উপর আর একটা গেরো দেবো।

কঙ্কণ। এ আমরা কোথায়? বল্‌তে পারিস্ আহুতি, ঐ সাদা বাড়ীখানা কার?

আহুতি। মাহিষ্মতীর রাজা নীলধ্বজের।

কঙ্কণ। এঁ্যা! তবে আমরা এখনও মাহিষ্মতী ছাড়াই নি? অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে শেষে এইখানেই এসে পড়েছি? এ কি গোলকধাঁধা?

দীপঙ্কর। গোলকধাঁধা নয় দাদু, এ ঈশ্বরের ইঙ্গিত; তাঁর ইচ্ছা নয় যে আমি মাহিষ্মতী ছেড়ে যাই। আহুতি! দাদুকে নিয়ে যাও; আমি যাবো না।

কঙ্কণ। [সাশ্চর্য্যে] যাবি না? আমার এত পরিশ্রম সব পণ্ড কর্‌বি? তবে আমিও যাবো না, এইখানেই বুকে ছুরি বিঁধিয়ে মর্‌বো। [বক্ষে ছুরিকাঘাতে উদ্যত; আহুতির বাধাদান] বাধা দিস্ নে আহুতি! এক দিনে সব জ্বালা শেষ হ'য়ে যাক্। ওই দেখ্ সূর্য্য উঠ্‌ছে, এখনি রাজপুরুষেরা ছুটে আস্‌বে, আমার চোখের সামনে হয় তো ওকে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে কাট্‌বে, তবু আমার বেঁচে থাকা চাই?

আহুতি। হ্যাঁ—চাই। তুমি এগিয়ে যাও; আমি শপথ কর্‌ছি, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ একটা পিপীলিকাও তোমার আনন্দ-

দুলালকে দংশন কর্‌তে পার্‌বে না ; আমি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবোই, এর জন্য আমার জীবন পণ।

কঙ্কণ। তবে আয় দিদি—আয় তো! আমি বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত, পঙ্গু, আমার কথা ইন্দ্রজাল বুন্‌তে জানে না, আমার চোখের তারায় বিদ্যুৎ খেলে না, তাই আমার লোল দেহের উপর নির্দ্দয়ের কশাঘাত শেষ হ'লো না। তুই আয় ; আমার শক্তি যেখানে ফুরিয়েছে, তুই সেখানে চম্পক-অঙ্গুলিস্পর্শে চাঁদের জোছনা ফুটিয়ে তোল্‌। [উভয়ের হাতে হাত মিলাইয়া দিলেন।]

দীপঙ্কর। [প্রণামান্তর] এ আবার কি কর্‌লি দাদু? আমার বিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে আর একটা জীবন গেঁথে দিলি? মৃত্যু যে আমায় মুহুর্মুহুঃ আহ্বান কর্‌ছে।

কঙ্কণ। তাই তোমার পাশে এই সাবিত্রীকে বেঁধে দিয়ে গেলাম ; সে তোমায় যমের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে আস্‌বে। বড় দাগা দিয়েছিলে আমায়! মনে করেছিলে স্বর্গের সিঁড়িতে উঠেছ, মর্ত্ত্যে আর পা ফেল্‌বে না! ভেবেছিলে পরের সুধাভাণ্ড পেয়েছ, ঘরের বিষের বাটি আর মুখে তুল্‌বে না, কেমন? খোলো ভায়া, বাঁধন খোলো! আমি চল্‌লাম—

[প্রস্থান।

দীপঙ্কর। আহুতি!

আহুতি। স্বামী!

দীপঙ্কর। হাত ছাড়, বাঁধন খুলে দাও! দেখ ওই মাহিষ্মতীর মুষ্টিমেয় সেনা ভেরী বাজিয়ে যুদ্ধে চলেছে ; আমিও ওদের একজন, ওদের সঙ্গে আমায় মর্‌তে দাও!

আহুতি। কার জন্য মরবে স্বামী?

দীপঙ্কর। যুবরাজের জন্য—আমার প্রভুর জন্য।

আহুতি। যে তোমায় বিনা বিচারে প্রাণদণ্ড দিয়েছিল, তার জন্য

তুমি হাস্‌তে হাস্‌তে মরতে পার ; আর যে অভাগিনী তোমার মুখের দিকে চেয়ে সংসার ভুলে যায়, তাকে একটা সাদর সম্ভাষণও দিতে পার না ? অকৃতজ্ঞ পুরুষ ! তোমার বুক চিরে আমায় দেখাতে পার, কি আছে সেখানে ? আগুন না মরুভূমি ? [অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল ।]

দীপঙ্কর। চোখে জল, মুখে আবার বিষাদের ঘন মেঘ । তবে এসো কল্যাণময়ী ! অনেক দুঃখ দিয়েছি তোমায় ; তোমায় বঞ্চিত ক'রে নিজেকেই আমি উপবাসী রেখেছি। আর অভিমান নেই, কর্ত্তব্যের আকর্ষণ নেই। দূর হোক্ অতীতের জঞ্জাল, কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হোক্ আমার ভবিষ্যৎ ! এসো—এসো, আমার দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে বর্ত্তমানকে উজ্জ্বল ক'রে তোল । [হস্তপ্রসারণ, আহুতি ফিরিয়া প্রসারিত হস্ত ধারণ করিল ।]

সহসা প্রবীরের প্রবেশ ।

আহুতি। [ব্যাধভীতা হরিণীর মত দীপঙ্করের হাত ধরিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল ।]

প্রবীর। নাচ—গাও—
আনন্দের ফোয়ারা ছোটাও !
সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়, পুষ্পগুচ্ছে,
বিটপী-লতায়, কাননে, কান্তারে, শৈলে
বসন্তের নীলাঞ্চল হোক্ আন্দোলিত ।
একি, কোথা গেল রম্য উপবন ?
কোথায় মিশায়ে গেল অতুল
লাবণ্যময়ী শত শত রূপসী ললনা ?
কই সে বিদ্যুৎ-কটাক্ষে ভরা
নীল আঁখি দুটি ? কে লুকালো ?

বুঝি এ স্বপন! কোথা আমি?
স্বরগে না নরকের দ্বারে?
এই ছিল—এই নাই! সারানিশি
পাশে বসি কয়েছিল কথা,
উষার অরুণালোকে
কে হরিল মানসী প্রতিমা?
এসো—এসো,
মুগ্ধ আমি—অবশ শরীর,
তৃষিত শ্রবণে মোর
বীণাধ্বনি ঢাল আরবার!

দীপঙ্কর। উন্মাদ হয়েছে! দেখ্‌ছো আহুতি, মুখে যেন মৃত্যুর কালো ছায়া পড়েছে!

আহুতি। [জনান্তিকে] আহা, সত্যই তো; চক্ষু কোটরগত, দৃষ্টি উদাস, সমস্ত মুখে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে। একি ভয়াল করুণ উচ্ছৃঙ্খল মূর্ত্তি! আহা, আমার মন গ'লে যাচ্ছে।

প্রবীর। নেই—নেই; পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পাখী
পলায়েছে দূরে,
অথবা এ সত্যঘোরে স্বপ্নের ছলনা!
পৃথিবী ডুবিয়া গেছে কারণ-সলিলে,
ছিন্নভিন্ন হয়েছ সংসার,
কিন্তু এই উষার আলোক—
এই মৃদু সমীরণ, এও কি অলীক?
না—না, সব আছে;
শুধু ম'রে গেছে প্রবীর কুমার।

দেখ—দেখ, অস্ত্রাঘাতে এক বিন্দু
বহিবে না দেহের শোণিত।

[তরবারি দ্বারা নিজের বাম হস্তে আঘাতের উপক্রম, দীপঙ্কর ও আহুতি তাহার দুই হস্ত ধরিয়া ফেলিল ; প্রবীর সবিস্ময়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।]

প্রবীর। এও এক স্বপ্ন!

দীপঙ্কর। স্বপ্ন নয় কুমার, এ সত্য!

প্রবীর। সত্য? সেই প্রমোদোদ্যান, সেই অপ্সরার নৃত্যগীত, সব সত্য? তবে আমিই মিথ্যা—আমারই অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে।

আহুতি। আহা, যুবরাজ! কে তোমায় এমন উন্মাদ কর্‌লে? এই দীন বেশ, ধূলিধূসরিত রুক্ষ কেশ! মরি-মরি, এমন সোনার অঙ্গ কে মসীময় ক'রে দিয়েছে?

প্রবীর। কোন্ মায়াবী তোমরা?

দীপঙ্কর। মায়াবী নই যুবরাজ! আমি তোমার দাসানুদাস।

আহুতি। এতদিন একজনকে বেঁধেছিলে, আজ দু'জনকে গ্রহণ কর। [আহুতি ও দীপঙ্কর প্রবীরের পদতলে পতিত হইল।]

প্রবীর। চিনেছি—চিনেছি।

দীপঙ্কর। তবে কি শাস্তি দেবে, দাও! ক্ষণিকের মোহে তোমার দেওয়া দণ্ড আমি এড়িয়ে চ'লে এসেছি, এই তুচ্ছ প্রাণের বিনিময়ে এক নিষ্পাপ শিশুকে জন্মের মত রুদ্ধ ক'রে এসেছি; হয় তো সে আজ—

ময়নার মৃতদেহ লইয়া গজাননের প্রবেশ।

গজানন। সে আজ মৃত; দেখ—স্বর্গের দৃশ্য দেখ, মুখের হাসি শুকোয় নি, চোখের পাতা বোজে নি, যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছে।

দীপঙ্কর। বালক! বন্ধু!

গজানন। না—চোখের জল ফেলো না, এক ফোঁটাও নয়। ও আমার ডুকরে কেঁদে উঠবে, এ যে ওর সুখের মরণ। আমি অর্থলোভে যুবরাজকে বলি দিতে গিয়েছিলুম—তোমাকে সরাতে চেয়েছিলুম, তাই আমার কুন্দ-কুসুম অভিমানে শুকিয়ে গেল!

প্রবীর। এ সত্য?

গজানন। সত্য। এই ভাল পুত্র, এই ভাল; এমন মরা কেউ মর্‌তে পারে নি। নিজের জীবন আহুতি দিয়ে আমায় তুমি মুক্তি দিয়েছ, ধর্ম্মের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেছ; তুমিই বেঁচে গেলে, মরেছি শুধু আমি। যুবরাজ! আমার দণ্ড?

প্রবীর। আজীবন অনুতাপ। যাও!

[মৃতদেহ লইয়া গজাননের প্রস্থান।

দীপঙ্কর। বালক! তুমি নরদেহে দেবতা। আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্ম জন্ম তোমার মত ত্যাগী হই। যুবরাজ! এর জন্য আমিই দায়ী, আমায় দণ্ড দাও।

আহুতি। না যুবরাজ! আমিই দায়ী, আমায় দণ্ড দাও।

প্রবীর। না, এ আমার দোষ—প্রতিশোধ নেবো নিজের উপর। তোমাদের দণ্ড? এমনি ক'রে অক্ষয় বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে থাকো।

[দীপঙ্কর ও আহুতির হাতে হাত মিলাইয়া দিয়া নিজের গলার ফুলের মালার দ্বারা উভয়ের হস্ত বাঁধিয়া দিলেন।]

আহুতি। এমন মহান্ তুমি?

[দীপঙ্কর ও আহুতির প্রস্থান।

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি।

প্রবীর। আবার, ঐ তূর্য্যধ্বনি। আমার পার্শ্বে দাঁড়াতে আজ

আর হয় তো কেউ নেই! একা আমায় পাণ্ডব-বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। বুঝ্‌তে পার্‌ছি, এই যাত্রাই আমার মহাযাত্রা। মা! মা! তুমি হয় তো আকুল-আগ্রহে আশীর্ব্বাদী ফুল নিয়ে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ! আমি ভ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠ নিয়ে মৃগ-তৃষ্ণিকার পেছনে পেছনে ছুট্‌ছি। হ'লো না মা! তোমার আশীর্ব্বাদ নেওয়া হ'লো না। জীবনের হয় তো এই প্রথম, হয় তো এই শেষ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদসম্মুখ।

নীলধ্বজ। জনা! জনা!
ওই ধায় উল্কাবেগে পুত্র-পাগলিনী!
ধূলায় ধূসর লুণ্ঠিত অঞ্চল,
অবেণীসংবদ্ধ কেশ উড়িছে বাতাসে,
কণ্টকের বন আর পথের কঙ্কর সব
দু'পায়ে দলিয়া ছুটিয়াছে উন্মাদিনী নারী।
ধর—ধর, ফেরাও—ফেরাও!
গঙ্গাগর্ভে মরিবে ডুবিয়া, কিম্বা অরাতির
সুতীক্ষ্ণ শায়ক এখনি ভেদিবে বক্ষঃস্থল;
কলঙ্কে পূরিবে ধরা,
মাহিষ্মতী হবে অন্ধকার।

স্বাহার প্রবেশ।

স্বাহা। বাবা! তুমিও উন্মাদ হ'য়ে ছুটে এসেছ? প্রবীরের দেখা নেই, মা 'প্রবীর' 'প্রবীর' ক'রে আলুথালুবেশে বেরিয়ে গেল, কেউ বাধা দিতে পার্‌লে না। এদিকে মঞ্জরী মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হ'চ্ছে; আমি ক'দিক দেখ্‌বো বাবা?

নীলধ্বজ। দেখিস্ না, কাউকে না। সব ম'রে যাক্, মাহিষ্মতীর বিশাল রাজপুরীটার মধ্যে শুধু তুই আর আমিই বেঁচে থাকি আয়। তুই মড়্ মড়্ ক'রে আমার অস্থিগুলো চিবিয়ে খা, আর আমি দেহের রক্ত জল ক'রে তোর ক্ষুধার আহার যোগাই।

স্বাহা। বাবা!

নীলধ্বজ। আবার? আমি চাই না ও সম্ভাষণ; তোরা সন্তানের মুখোস প'রে যমের কিঙ্কর এসে দাঁড়িয়েছিস্। আমি দেবো স্নেহ, তোরা দিবি মুষলের ঘা, এই তো সম্পর্ক? স'রে যা—স'রে যা! মা'টাকে পাগল ক'রে ঘরছাড়া করেছিস্, আবার আমাকে গিল্‌তে এসেছিস্?

স্বাহা। কি বল্‌ছো বাবা?

নীলধ্বজ। [স্বগত] অফুরন্ত দাহ, শেষ নাই! কি নামে মেতে উঠেছে এ দেশ? এরা দলে দলে মর্‌ছে, তবু কারও মুখে বিষাদ নেই; সবাই মায়ের নামে জীবনটাকে বিলিয়ে দিয়েছে। এ মন্ত্রে এত শক্তি যে, যমযাতনাও ভুলিয়ে দেয়? [প্রকাশ্যে] স্বাহা!

স্বাহা। কেন বাবা?

নীলধ্বজ। আমাকে একটা মা দিতে পারিস্?

স্বাহা। তুমি যে মায়ের বুকেই দাঁড়িয়ে আছ বাবা! এই যে সর্ব্বংসহা সর্ব্বতীর্থ-সারভূতা নদ-নদীমেখলা শ্যামা জননী তোমার অচলপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে

আছে। এ মা ফল দেয়, জল দেয়, শ্রান্তিতে ব্যজন করে। এ তোমার মা, আমার মা, দশের মা। একে আঁকড়ে ধর, দেখ্‌বে সংসারেই পারিজাত ফোটে—সংসারেই মন্দাকিনী বয়। এসো বাবা! আমি এ মায়ের মন্দিরের দ্বার খুলে দিই, তুমি দু'হাতে পুষ্পাঞ্জলি দাও।

নীলধ্বজ। এ পূজার মন্ত্র?

স্বাহা। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

[নীলধ্বজের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। আশ্চর্য্য! এক উন্মাদিনী নারী তীরবেগে ছুটেছে; সহসা এক অশ্বত্থবৃক্ষে বাধা পেয়ে অর্জ্জুনের নাম নিয়ে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেল্‌লে, আর মুহূর্ত্তে অশ্বত্থগাছটা ছাই হ'য়ে গেল। ওই আবার ছুটেছে! উঃ, এ কি উল্কা না খধূপ। পড়্‌ছে—উঠ্‌ছে—আবার চল্‌ছে! কে এ উন্মাদিনী?

অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। মাহিষ্মতীর মহারাণী।

বৃষকেতু। এই মহারাণী জনা? এই সেই মহিমময়ী নারী?

অগ্নি। হ্যাঁ, এই সেই মহিমময়ী নারী। দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো কি হতভাগ্য? ফেরাও—বাধা দাও, যেমন ক'রে হোক্! ও রমণীর পদচিহ্ন আজ যেখানে পড়্‌বে, সেখানে আর শস্য ফল্‌বে না।

বৃষকেতু। এমন? উন্মাদিনী কোন্ দিকে ছুটেছে, বল্‌তে পার?

অগ্নি। রণস্থলের দিকে।

বৃষকেতু। কেন?

অগ্নি। একবার অর্জ্জুনকে দেখ্‌বে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে। তাতে কি হবে জান? অর্জ্জুনের বিশাল দেহটা এক মুহূর্ত্তে কর্পূরের মত উবে যাবে। এসো—বিলম্ব করা চল্‌বে না। শীঘ্র এসো বৃহদ্বারে। [প্রস্থানোদ্‌যোগ]

বৃষকেতু। দাঁড়াও বৈশ্বানর! তুমি না মাহিষ্মতীর জামাতা?

অগ্নি। ওরে পাগল, এ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম-রাজ্যস্থাপনের বিরাট যজ্ঞ, এ মহামানবের প্রাণপ্রতিষ্ঠার আয়োজন; এখানে সম্পর্ক নেই, এখানে স্বার্থের কান্না চলে না। [প্রস্থান।

বৃষকেতু। কি বল্‌লে দেবতা? এখানে স্বার্থের কান্না চলে না? লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি; চল, আমি জীবন দিয়ে তৃতীয় পাণ্ডবকে রক্ষা কর্‌বো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

রুধিরাক্ত শ্রান্তদেহে প্রবীরের প্রবেশ

প্রবীর। পার্থ—পার্থ—পার্থময় নিখিল ভুবন;
যে দিকে ফিরাই আঁখি—
শরাসন করে কপিধ্বজ রথ'পরে
যমের কিঙ্কর সম একই ধনঞ্জয়!
না জানি কি যাদু-মন্ত্রে শ্লথ করযুগ,
ব্যর্থ লক্ষ্য, নিষ্প্রভ শায়ক,
ভারবহ কার্ম্মুক আমার।

বুঝেছি মা, তোমার চরণ স্পর্শে
মন্ত্রপুত হয় নাই অস্ত্রশস্ত্র মোর,
লুপ্তশক্তি তাই আজি সন্তান তোমার।
ওরে আকাশের মুক্ত বিহঙ্গম! চঞ্চুপুটে
নিয়ে আয় জননীর আশীর্ব্বাদী ফুল।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। ফিরে যা রে জননীর অঞ্চলের নিধি!
বুঝি তোর উন্মাদিনী মাতা
দ্বারদেশে লুণ্ঠিত-অঞ্চলে হায়
পথপানে রহিছে চাহিয়া।
ফিরাইয়ে দে রে তুরঙ্গম,
নহে ওই দেখ্ ছুটে আসে
কালান্তক যম। পালা—পালা!

প্রবীর। কোথায় পালাবো?
যম কোথা নাহি রে পাণ্ডব?
মৃত্যুভয়ে ভীত নয় জনার সন্তান।
দুঃখ এই, পুত্র হ'য়ে করি নাই
জননীর চরণচুম্বন, তাই বিষে
জর্জ্জরিত হিয়া; মনে হয় এ অপবিত্র
দেহভার আর বুঝি পারি না বহিতে!

ভীম। ফিরে যা—ফিরে যা! ওই চেয়ে দেখ্,
ব্যূহদ্বারে আশিস্-কুসুমকরে
দাঁড়ায়েছে উন্মাদিনী নারী;

ওই বুঝি মহারাণী জনা!
চ'লে যা নির্ব্বোধ!

প্রবীর। বৃকোদর! তুমি না পার্থের সহোদর?
তুমি চাও আমার কল্যাণ?

ভীম। চাই—চাই যুবরাজ!
নাহি জানি তোর তরে
হু-হু ক'রে কাঁদে কেন প্রাণ?
তোর ঐ শ্রান্ত আঁখি, অবসন্ন দেহ,
অসহায় মুখপদ্ম হেরি
দু'নয়নে ডেকে আসে বান।
যা—যা, স'রে যা রে ফুটন্ত গোলাপ,
নহে তোর শিয়রে শমন।

প্রবীর। মা! মা! এসেছিস্
স্নেহময়ী জননী আমার?
দে মা, দে গো আশীর্ব্বাদ শিরে,
মৃত্যুঞ্জয়ী হোক্ তোর অঙ্কের দুলাল।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। রণস্থলে মাতৃনাম কেন রে ক্ষত্রিয়?
এত যদি জীবনের মায়া,
ফিরে দেহ পাণ্ডবের বাজী; করুণায়
ক্ষমা করি চ'লে যাবে তৃতীয় পাণ্ডব।

প্রবীর। এ করুণা প্রবীরও জানে হে ফাল্গুনি!
পদে ধরি মাগো পরিত্রাণ,

পুষ্পাঞ্জলি ঢাল মোর পায়,
এই দণ্ডে ফিরে দেবো হয়।

অর্জ্জুন। বালক! মৃত্যু তোর অনিবার্য্য গতি।

প্রবীর। তাহে মোর নহে খেদ তৃতীয় পাণ্ডব!
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর নামে
পশিয়াছি সমর-অঙ্গনে,
মৃত্যু আর জীবনের মায়া
এইখানে এক হ'য়ে গেছে।

অর্জ্জুন। এখনো নিরস্ত হও অবোধ বালক!
দেখ নাই ফাল্গুনীর ভয়াল মুরতি।

প্রবীর। কারে ভয় দেখাও ফাল্গুনি?
অতল সলিলে বাণিজ্যের ভরা তরী
ডুবিয়াছে যার, জীবন যে তুচ্ছ তার কাছে
তুমি নাও করযোড়ে প্রাণভিক্ষা মাগি,
আছে তব লক্ষ পবিজন।
আমি শুধু ছিনু হীন মায়ের সন্তান;
আজি হায় এ হৃদয়মাঝে
মাতৃমূর্ত্তি পাই না খুঁজিয়া;
অপবিত্র দেহ মোর, ব্যর্থ এ জনম।

অর্জ্জুন। প্রবীর!

প্রবীর। যুদ্ধ—যুদ্ধ! অন্য কথা চাহি
না শুনিতে! দেহ রণ—শেষ কর
প্রবীরের শোচনীয় ইতিহাস,
কিম্বা পার্থহীন হোক্ ভূমণ্ডল।

অর্জ্জুন। তবে বাঞ্ছিতেরে ডেকে নাও
জনমের মত।

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

বৃষকেতু ও লুণ্ঠিতাঞ্চল জনার প্রবেশ।

জনা। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে, ওরে একটিবার ব্যূহদ্বার ছেড়ে দে! আমি শুধু এই আশীর্ব্বাদী ফুল তাকে দিয়ে আস্‌বো। ছাড়্—ছাড়্! কে তুই নিষ্ঠুর! তুই কি মায়ের সন্তান নোস্? ওই ডাক্‌ছে; সে আমায় 'মা' 'মা' ব'লে ডাক্‌ছে! খোল্—খোল্, ওরে দ্বার খোল্!

অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। এখানে কেন এসেছ মা? এ যে রণস্থল!

জনা। অগ্নি? এসো তো—এসো তো! ব্যূহদ্বারটা লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেল—এখনি; বিলম্ব ক'রো না।

অগ্নি। তা তো পারি না মা!

জনা। পার না? তবে এই আশীর্ব্বাদী ফুল নিয়ে যাও; যেমন ক'রে হোক্, তাকে দিয়ে এসো। ধর—যাও!

অগ্নি। তাই হোক্ মা, তোমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে প্রবীর আজ অজেয় হোক্!

[অগ্নি ফুল লইয়া প্রস্থানোদ্যত হই'ল, গীতা আসিয়া
অগ্নির হস্ত হইতে অলক্ষ্যে ফুল লইয়া
প্রস্থান করিল।]

অগ্নি। ওঃ নিয়তি! যাক্—আমারও মুক্তি।

[প্রস্থান।

ক্ষতবিক্ষতদেহে প্রবীরের পুনঃ প্রবেশ।

জনা। [প্রবীরকে বক্ষে ধারণ করিলেন।]

প্রবীর। মা! এ জনমের এই শেষ। আশীর্ব্বাদ কর—আবার যেন আসি এই দেশে—এই সোনার দেশে, আবার যেন তোমার মত মা পাই। মা! চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেছে, তোর মুখ যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না! বল্‌ মা, তোর ঋণ শোধ—তুই মুক্ত!

জনা। মুক্ত। এ কি আনন্দ, এ কি বেদনা! আজ আমার পণমুক্তি!

দীপঙ্করের প্রবেশ।

দীপঙ্কর। আমারও পণমুক্তি; কিন্তু এ মুক্তি বন্ধনের চেয়ে যন্ত্রণাময়! বিদায় প্রভু, বিদায়!

[প্রস্থান।

প্রবীর। তবে ঘরে যা মা! মঞ্জরী রইলো, দেখিস্।

জনা। তুই যাবি মৃত্যুলোকে, আর আমি রাজ-অট্টালিকায় ব'সে থাক্‌বো! সে সম্বন্ধ তো আমাদের নয়। মাকে ছেড়ে কখনও থাকিস্‌ নি, আজও মা তোকে একলা ছেড়ে দেবে না। আয়, তোকে বুকে ক'রে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিই। তৃপ্ত হও অর্জ্জুন! তৃপ্ত হও জাহ্নবী! তোমাদের জীবন দিলাম—সর্ব্বস্ব দিলাম।

[প্রবীর সহ প্রস্থান।

ভীম ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

ভীম। আরও যুদ্ধ চল্‌বে ধনঞ্জয়?

সন্ধি-পতাকাহস্তে নীলধ্বজ ও পশ্চাতে
স্বাহার প্রবেশ।

নীলধ্বজ। না; মাহিষ্মতী সন্ধির বার্ত্তা নিয়ে এসেছে।

স্বাহা। বাবা! সবাই মা চিন্‌লে, তুমিই শুধু চিন্‌লে না?

নীলধ্বজ। চিনেছি স্বাহা, কিন্তু আমি রক্তজবা দিয়ে মায়ের পূজা কর্‌বো না, কর্‌বো শান্তির শ্বেতপদ্ম দিয়ে।

অর্জ্জুন। তবে আসুন মহারাজ! এ আলিঙ্গন আমাদের চির-মৈত্রীর সূচনা। [আলিঙ্গন]

স্বাহা। তবে আর এখানে নয়। বাবা! তুমিও অনুগ্রহ পেয়ে পুত্রশোক ভুলে গেলে? আমার মাকে কি দিলে বাবা? দেশের গৌরব রক্ষায় সে যে তার পুত্রকে ডালি দিলে, কি সান্ত্বনা রাখ্‌লে তার জন্য? ভাই! ভাই! তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছ, তোমার প্রাণদানের সমস্ত গৌরব নিষ্প্রভ ক'রে দিলেন তোমারই জন্মদাতা পিতা?

নীলধ্বজ। স্বাহা!

স্বাহা। আর ডেকো না বাবা, আমি যাই। আমার ভাই মরেছে, আমার কেউ নেই। আর একটা শুভ সংবাদ দিই; তোমার সোনার প্রতিমা পুত্রবধূও আর নেই।

সহসা গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। শুধু তাই নয়, জাহ্নবীর জলে মাতা-পুত্রের মৃতদেহ।

স্বাহা। মাও নেই?

নীলধ্বজ। ওঃ! রাণী—রাণী!

গঙ্গা। কত আর সহিবে জাহ্নবী?

রে অর্জ্জুন! রে অর্জ্জুন!
পুনঃ পুনঃ সহিয়াছি তোর অত্যাচার;
তোর করে প্রাণ দেছে গর্ভজ সন্তান,
তোর শরাঘাতে ছিন্নভিন্ন
বরপুত্র প্রবীর কুমার,
স্বরগের সুষমামণ্ডিত, সারল্যের
প্রতিমূর্ত্তি মঞ্জরীও গিয়াছে শুকায়ে;
আজি পুনঃ জনারও ওই দশা।
ধর্ পুত্রহারা কন্যাহারা
জাহ্নবীর তীব্র অভিশাপ!
সাক্ষী থাক ওই সন্ধ্যা-তারা,
সাক্ষী থাক্ সদাগতি বায়ু,
এই দিগ্বিজয়-অভিযানে স্বীয় পুত্রহস্তে
মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু তোরে দিবে আলিঙ্গন।

[সকলের প্রস্থান।

—